সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

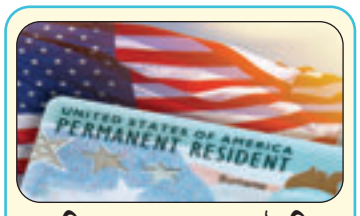

নাগরিকত্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া অনুমোদিত নয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নাগরিকত্বের *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

বিএনপির সংরক্ষিত এমপি হতে তদবির-দৌড়ঝাঁপ

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য শুধু বিএনপিতেই *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

Weekly Bangladesh || New York, Vol. 28 • Issue 41 • Thursday, 19 March 2026 • ০৫ চৈত্র ১৪৩২,৩০ রমজান ১৪৪৭

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ৬০ লাখ বাংলাদেশি শ্রমজীবী পরিবার বিপদে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

প্রবাসী আয়ে ধসের শঙ্কা

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যের বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ। আকাশের নীলে ধূসর ধোঁয়া। ইসরায়েল- *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

ঈদ জামাত কখন, কোথায় শুক্রবার পবিত্র ঈদুল ফিতর

নিউইয়র্ক : আগামীকাল ২০ মার্চ, শুক্রবার নিউইয়র্কে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদকে সামনে রেখে মুসলমানদের মাঝে প্রস্তুতি ইতোমধ্যে প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। পবিত্র মাহে রমজান শুরু হয়েছিল ১৯ মার্চ থেকে । এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্কে তিন মিলিয়নের বেশি অভিবাসীর সহায়তায় নতুন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের অভিবাসী-বিষয়ক দপ্তর শহরের অভিবাসী জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দপ্তরের কমিশনার ফাইজা এন. আলী এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে নিউইয়র্কে বসবাসরত অভিবাসীদের বর্তমান পরিস্থিতি, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবদান এবং সিটি প্রশাসনের নতুন অগ্রাধিকার তুলে ধরা হয়েছে। মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, নিউইয়র্ক দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসীদের শহর হিসেবে পরিচিত। *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বজুড়ে

বাংলাদেশ ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রভাব এখন স্পষ্টভাবে পড়তে শুরু করেছে *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

দেশে কোটিপতি বেড়েছে ১২ হাজার ৬৮২

ঢাকা : ব্যাংকে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বাংলাদেশ সরকারের ৩০ দিনের পোস্টমর্টেম

ঢাকা : তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার এক মাস পার করেছে। এই এক মাসে সরকার প্রশংসা করার মতো বেশ-কিছু কাজ করেছে। আছে সমালোচনাও। সরকারের এক মাসের পোস্টমর্টেম করলে দেখা যায়, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার তার জনতুষ্টিমূলক *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442
Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

আত্মশুদ্ধির পরীক্ষার পর আনন্দের ঈদ

পবিত্র মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে আবারও এসেছে ঈদ-উল-ফিতর। বিশ্ব মুসলিমের কাছে আনন্দের বড় উৎসব। ঈদ মুসলিম চেতনায় আনে উচ্ছাস। কিন্তু ঈদ শুধু আনন্দ উৎসব নয়, ঈদ মানে এক মাসব্যাপী আত্মশুদ্ধির পর মানবতা ও সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য উপল। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দোৎসব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইবাদত। এই আনন্দ কেবল ব্যক্তিগত ভোগ বা বাহ্যিক উদ্ যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য লুকিয়ে থাকে মানুষের ধর্মীয় ও মানবিক চেতনায় এবং হৃদয়ের গভীরে জাগ্রত মানবিক মূল্যবোধে। এবারের ঈদের তাৎপর্য বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে নতুন এক সরকার। প্রায় দুই দশকের পীড়ক সরকারের হাতে নিপীড়িত নিপিষ্ট হওয়ার পর নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। নতুন সরকারের জন্য এটি প্রথম ঈদ এবং ঈদ উৎসবকে তারা জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবেন, যাতে আল্লাহ তাদের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করান। ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং সমগ্র বিশ্বজুড়ে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ওই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ মুসলিম অধ্যুষিত। প্রতিটি দেশের মানুষ উদ্বেগ-আতঙ্কে কাটাচ্ছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধাবসানের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহবান জানাচ্ছে। যুদ্ধের কারণে তাদের জীবনে ঈদ কোনো আনন্দ নিয়ে আসবে না। বিশ্ববাসী যুদ্ধরত দেশগুলোর নেতাদের সুবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার জন্য সদা প্রার্থনা করছে। ঈদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমাজের সেইসব মানুষের কথা, যারা অর্থনৈতিক কষ্টে দিনযাপন করে। ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হলো সহমর্মিতা ও সাম্য-ভ্রাতৃত্ব। ঈদের আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই আনন্দে অংশীদার হয়। যাকাত, ফিতরা ও দান খয়রাতের মাধ্যমে এই সমতার চর্চাই ঈদের প্রকৃত চেতনা। বিভেদহীন সাম্যের যাত্রায় ঈদ মানবিকতার বিশুদ্ধ উৎসব। বর্তমান সমাজে ভোগবাদিতা ও প্রতিযোগিতার প্রবণতা মানুষের অন্তরের মানবিকতাকে অনেক সময় আড়াল করে দেয়। ঈদের উৎসবও কখনো কখনো বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়। অথচ ঈদের আসল শিক্ষা হলো সংযম, কৃতজ্ঞতা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে সুন্দর আদর্শ শান্তির সমাজ গড়ে তোলা। আমাদের উচিত এই দিনটিকে শুধু আনন্দ উৎসবে সীমাবদ্ধ না রেখে আত্মজিজ্ঞাসারও উপলক্ষ হিসেবে দেখা। ব্যক্তি হিসেবে নিজে কতোটা মানবিক, কতোটা ন্যায়পরায়ণ, কতটা সহমর্মী হতে পেরেছি? সে বিষয়ে গভীর আত্মোপলব্ধি জাগ্রত করা প্রয়োজন। ঈদের আনন্দ পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। দূরে থাকা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়, ভাঙা সম্পর্ক মেরামতের সুযোগ তৈরি হয়। ঈদের মাঠে কিংবা এইদিনে পরস্পরের সাথে আন্তরিক কোলাকুলি কিংবা ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়েই দূর হয়ে যায় দীর্ঘদিনের অভিমান। এই মিলনমেলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ঈদের গভীর মানবিক তাৎপর্য। একই সঙ্গে ঈদ আমাদের জাতীয় ও সামাজিক চেতনার সঙ্গেও যুক্ত। ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন মত কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যেও এই উৎসব সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে ঈদের উৎসব বহুদিন ধরেই সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই উৎসব মানুষকে মনে করিয়ে দেয় মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় - 'আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে, তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।' ঈদের আনন্দকে কেবল ব্যক্তিগত আনন্দে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের উচিত তা মানবিক চেতনার আলোয় আলোকিত করা। প্রতিবেশীর দুঃখে পাশে দাঁড়ানো, অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং সমাজে ন্যায় ও সহমর্মিতার চর্চা বাড়ানো। মানবিকতার মধ্যেই ঈদের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ঈদ আসুক হৃদয়ের দরোজা খুলে দেওয়ার আহ্বান হয়ে। আনন্দের এই উৎসব আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করুক মানবিকতার আলোয়। সত্যিকারের মানবিক দায়িত্বশীলতায় ঈদের আনন্দ হবে সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ, আর সমাজে ছড়িয়ে পড়বে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও শান্তির নির্মল বার্তা। ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে, ঈদ হোক সর্বজনীন সামাজিক ধর্মীয় উৎসব।

১৯-২৫ মার্চ ২০২৬ **নামাজের সময়সূচি** ৩০ রমজান-০৬ শাওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৯ মার্চ	৫.৪৫	৭.০১	১.০৪	৫.২৮	৭.০৭	৮.২২
২০ মার্চ	৫.৪৪	৬.৫৯	১.০৩	৫.২৯	৭.০৮	৮.২৪
২১ মার্চ	৫.৪২	৬.৫৮	১.০৩	৫.৩০	৭.০৯	৮.২৫
২২ মার্চ	৫.৪০	৬.৫৬	১.০৩	৫.৩০	৭.১০	৮.২৬
২৩ মার্চ	৫.৩৮	৬.৫৪	১.০২	৫.৩০	৭.১১	৮.২৭
২৪ মার্চ	৫.৩৭	৬.৫৩	১.০২	৫.৩১	৭.১২	৮.২৮
২৫ মার্চ	৫.৩৫	৬.৫১	১.০২	৫.৩১	৭.১৩	৮.২৯

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

যুদ্ধ নয়, মানবতার জয়গানে মুখরিত হোক বিশ্ব

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

ধমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইরানের সর্বাত্মক যুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে গড়ালেও এ রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধে কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফলে এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই অনেকে মনে করছেন। সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে পুরো বিশ্বকে এর জের বহন করতে হবে। তাই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এখনই যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এ অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। কাজেই তা বন্ধ করার দায়িত্ব তাদেরই। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে ইরানের তিনটি শর্ত মেনে নিতে হবে। এগুলো হচ্ছে, ইরানকে ভবিষ্যতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না; যুদ্ধের কারণে ইরানের যে ক্ষতি হয়েছে সে জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ভবিষ্যতে আর কখনোই ইরানে হামলা করবে না। ইরানের এ তিনটি দাবির ব্যাপারে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইরানের গভীরে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যৌথ বাহিনী। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মনে হচ্ছে, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যে সংঘাত শুরু হয়েছে, তা সহসাই শেষ হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বি-১ বোমারু বিমানগুলোকে 'জয়েন্ট ডাইরেক্ট অ্যাটাক মিউনিশনস' (জেডিএএম) দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণের মতো ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় হামলা চালাবে। বি-১ বোমারু বিমানগুলো সাধারণত শত শত মাইল দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে পারে। জেডিএএম বোমা নিক্ষেপ করতে হলে লক্ষ্যবস্তুর অন্তত ২৫

মাইলের মধ্যে থাকতে হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে বার্তা দিতে চাচ্ছে যে, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণাগার নিরাপদ নয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরানি সীমানায় ৪টি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ১৩ জন নিহত হয়েছে।

বর্তমানে ইরানের সঙ্গে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যে সংঘাত, তা হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এর দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে আমেরিকাপন্থি বলে পরিচিত রেজা শাহ পাহলভি ক্ষমতাচ্যুত হলে নির্বাসিত নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। মূলত তখন থেকেই ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে ইরানি জনগণকে আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের সরিয়ে তাদের পছন্দনীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে একবার ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং বেশকিছু মার্কিন হেলিকপ্টার ধ্বংস হয় এবং সেনা নিহত হয়। রেজা শাহ পাহলভি সরকারের সঙ্গে ইরানি জনগণের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। খোমেনির নেতৃত্বে ইরানি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ইরান কঠোর ইসলামি শাসনের আওতায় পরিচালিত হতে থাকে। কিছুদিন আগে ইরানে সরকারবিরোধী যে আন্দোলন হয়েছিল, তার পেছনেও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন ছিল বলে ধারণা করা হয়। ইরান সরকার সে বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল দৃশ্যত ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে এবং বলছে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। যদিও ইরান সবসময়ই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। কিছুদিন আগে ইসরাইল ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। ইরান পালটা ব্যবস্থা হিসাবে ইসরাইলের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। ইসরাইল কখনো ভাবতে পারেনি, বাইরের কোনো দেশ ইসরাইলে সামরিক অভিযান চালাতে পারে। ইসরাইল তার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যে যুদ্ধ চলছে, তার মূল উদ্দেশ্য ইরানের শাসন পদ্ধতি বা রেজিম চেঞ্জ করা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের নেতারা ভেবেছিল ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিকে হত্যা করা গেলে ইরানি জনগণ রাস্তায় নেমে আসবে এবং সরকার পরিবর্তন হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। খামেনিকে হত্যার পর ইরানি জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি বরং নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ভেবেছিল, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তারা উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে এবং যুদ্ধ থেমে যাবে। কিন্তু ইরানের মিসাইল ও ড্রোন ব্যবস্থাপনা এতটাই শক্তিশালী যে তারা পালটা আক্রমণ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে হতবাক করে দিয়েছে। এর আগে ইসরাইল যখন ইরান আক্রমণ করেছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র সহায়ক শক্তি হিসাবে পেছন থেকে সার্বিক সহায়তা দিয়েছিল। আর এবার যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ইরানে সামরিক অভিযান চালিয়েছে। ইসরাইল তাতে যুক্ত হয়ে যুদ্ধকে সর্বাত্মক রূপ দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের শাসনব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবাহী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতাকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইরানের শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো রয়েছে যে, সেখানে এক বা একাধিক নেতাকে হত্যা করা হলেই সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন হবে না। চলমান যুদ্ধের একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আক্রান্ত ইরান তার পালটা অভিযানের পরিধি শুধু ইসরাইলে সীমাবদ্ধ রাখেনি। আশপাশের যেসব মুসলিম দেশ আমেরিকা ও ইসরাইলকে নানাভাবে সহায়তা করছে, যেখানে আমেরিকার সামরিক স্থাপনা রয়েছে; ইরান সেসব দেশের মার্কিন স্থাপনাতেও হামলা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশই আমেরিকা প্রভাবিত। কিন্তু ইরানকে তারা এখনো কবজা করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। নানা দুর্নীতির অভিযোগে ইসরাইলে নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের অবস্থাও খুব একটা ভালো নেই। বিশেষ করে তার শুল্কনীতির কারণে মার্কিন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ। ইসরাইলে নেতানিয়াহু এবং যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের হারানো জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে এ যুদ্ধ কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে তাদের ধারণা। ট্রাম্পের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের ফলে তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মার্কিন জনগণ এ ধরনের একটি যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে না। তারা যুদ্ধ বন্ধের জন্য আন্দোলন করছে। ইসরাইলের জনগণও নেতানিয়াহুর ওপর সন্তুষ্ট নয়। ইরানের ব্যাপক মাত্রায় মিসাইল আক্রমণের কারণে ইসরাইলের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তেহরান জানত, আজ হোক, কাল হোক যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানে আক্রমণ করবেই। তাই তারা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। ফলে যুদ্ধ তাদের জন্য ততটা ক্ষতি করতে পারেনি, যা যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশা করেছিল। ২০০৫ সালে ইরান তাদের যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করে। ইরান তার নিরাপত্তা কৌশলকে ভিন্নভাবে সাজায়। তারা বিদেশি শক্তির সহায়তায় তাদের নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেনি। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল, অন্য কোনো দেশের সহায়তায় তারা যদি নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করে, তাহলে সমস্যা হতে পারে। সহায়তাকারী দেশটি একসময় পিছিয়ে যেতে পারে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এ ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র যদি তারা বিদেশ থেকে আমদানি করে, তাহলে সেই অস্ত্রের যন্ত্রাংশের জন্য বিদেশিদের ওপর নির্ভর করতে হবে। তাই ইরান তার নিজস্ব সামরিক শক্তি বলে বলীয়ান হওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। তারা মিসাইল ও ড্রোন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কট্টর ইসলামি দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইরান এ সময় নারী বিজ্ঞানীদের ওপর বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ নারীরা সাধারণত সংসার এবং অন্য *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

রাজনীতিটা যখন-তখন রাস্তায় নিয়ে যাওয়া

মহিউদ্দিন আহমদ

এ দেশে একটা কথা বেশ চালু–জনতার আদালত। রাজনীতিবিদদের কাছে এই বচনটি বেশ পছন্দ। খুবই মুখরোচক। মঞ্চে উঠলে আর মাইক্রোফোন হাতে পেলেই তাঁরা জনতার আদালতে দাবি পেশ করেন। এখানে জনতা হলো মঞ্চের সামনে বসে থাকা বা দাঁড়ানো মানুষেরা। তাদের সংখ্যা কখনো দশ-পনেরোজন, কখনোবা লাখের বেশি। তারা কেউ স্বেচ্ছায় আসে, কাউকে কাউকে নানান উপায়ে নিয়ে আসা হয়।

জনসভায় লোক বেশি হলে নেতা ও তাঁর দলের ইজ্জত বাড়ে। লোক কম হলে মুখ দেখানো যায় না। লোক বাড়ানোর জন্য নেওয়া হয় প্রকল্প। নিয়োগ করা হয় দালাল। দালালেরা অনেকেই ওই দলের স্থানীয় পর্যায়ের পাতিনেতা। আবার কেউ কেউ পেশাদার লোক সরবরাহকারী। এ জন্য থাকে বড় অঙ্কের বাজেট। অর্থায়ন হয় দলের কিংবা কোনো নেতার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। এই তহবিল তৈরি হয় চাঁদার টাকায়। এর কোনো লিখিত হিসাব থাকে না। তাই অডিটে ধরা পড়ে না।

ধরা যাক, এক পাতিনেতার দায়িত্ব হলো এক হাজার লোক নিয়ে আসার। পাতিনেতা অনেক সময় সেটা আউটসোর্সিং করেন। মানে আরও দশজনকে দায়িত্ব দেন লোক আনার। এখানে পাতিনেতার ভূমিকা হলো পাইকারের। তারপর শুরু হয় অ্যাকশন। দলে দলে লোক আসতে থাকে ময়দানে। কেউ আসে ট্রাকে, কেউ বাসে। এ উপলক্ষে অনেক ট্রাক-বাস ভাড়া করা হয়। অনেক বাহন রীতিমতো জোর করে নিয়ে আসা হয়। সরকারি দলের সভা হলে তার পাতিনেতার আবদার উপেক্ষা করার হিম্মত খুব কম পরিবহনমালিকের আছে।

এই যে কষ্ট করে লোকজন এল, তাদের তো এক দিনের কামাই নষ্ট হলো। সেটি নগদ টাকা দিয়ে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এটা অনেকটা সরকারি চাকুরেদের টিএ-ডিএর মতো। অনেক সময় তারা এই বিশেষ ভাতা আগাম পেয়ে যায়। আবার অনেক সময় এর বিলিবণ্টন হয় ময়দানেই। ভাতা ঠিকঠাকমতো না পেলে হইচই হয়। ভাগের হিস্যা নিয়ে হাতাহাতি-মারামারিও হয়। কখনোসখনো কোনো বেরসিক সাংবাদিক কোনো এক গ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, কার মিটিংয়ে এসেছেন? বেচারি জানেও না কার সভা, কে বক্তা। কাউকে সে চেনে না। চেনে ওই ঠিকাদারকে, যে তাদের নিয়ে এসেছে। টাকা পেয়েছে, তাই সে এসেছে। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিকের জেরার মুখে এক নারীর কণ্ঠে শোনা গেল, সে নাকি 'ফ-পপিনুল'-এর জনসভায় এসেছে। আমার ধারণা, পিপিনুল একসময় 'জজ মিয়া'র মতোই জনপ্রিয় হবে এবং আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকে যাবে।

এই শহরে খোলা চত্বর কিংবা সবুজ নেই বললেই চলে। যা-ও ছিল, উন্নয়ন আর নগরায়ণের ধাক্কায় সব গেছে উবে। আশির দশকে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ দিকে একটা খোলা চত্বর ছিল। স্টেডিয়ামের টিকিটঘরের ছাদমঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পল্টন ময়দানে জনসভা করার জো ছিল না। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তেন বায়তুল মোকাররম চত্বরে। মাইক্রোফোনে জনসভার বিজ্ঞপ্তি শোনা যেতড়আগামী ...ই এপ্রিল রোজ বুধবার বৈকাল চার ঘটিকায় পবিত্র বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অমুক দলের এক ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। এ দেশে সব জনসভাই ঐতিহাসিক।

ছোট দলগুলোর নানান সমস্যা। টাকাপয়সা নেই। নেই বিশাল কর্মী বাহিনী। দলের মধ্যে নেই মনকাড়া বক্তা। জনসভায় লোকজন আসে কম। মনে আছে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মোজাফফর আহমদ একবার পরিহাস করে বলেছিলেনড়বায়তুল মোকাররম চত্বরে তো বিকেলে বাদাম খেতেই কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়। এটা দেখিয়ে বলা হয়, জনসভায় অনেক লোক হয়েছে। একবার তিনি এমনও বলেছিলেনড়মাঠে বক্তা পনেরো জন, পুলিশ ত্রিশ জন আর শ্রোতা দশ জন। কথাটা একেবারে ফেলনা নয়। এখনো আমরা দেখি পত্রিকা এ রকম জনসভার ছবি ছাপে। ছবিতে দেখা যায়, বক্তারা লাইন ধরে বসে আছেন। ছবিতে দর্শক-শ্রোতাদের দেখানো হয় না।

পত্রিকারও তো দয়ামায়া আছে! অবশ্য ছবি তোলার ব্যাপারেও মতলব থাকে। বেশি লোকসমাগম দেখাতে খুব কাছে থেকে ছবি তোলা হয়। মনে হয়, ময়দানে তিল ধারণের জায়গা নেই। আবার দূর থেকে বা উঁচু কোনো ভবন থেকে ছবি তুললে দেখা যায়, মাঠের অনেকটাই ফাঁকা। তখন এ ছবি নিয়ে শুরু হয় ফিসফাস।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। লেখাটা শুরু করেছিলাম জনতার আদালত নিয়ে। জনগণের রায়ই চূড়ান্ত–এ কথা আমরা অনেকেই জোর গলায় বলি। জনগণ ভোটের মাধ্যমে একধরনের রায় দেয়। ভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায় অনেকের পছন্দ নয়। তা ছাড়া পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সয় না অনেকের। তাঁরা রাজনীতিটা নিয়ে আসেন রাস্তায় কিংবা ময়দানে। সেখানে তাঁরা জড়ো করেন হাজার হাজার লোক। কীভাবে জড়ো করেন, তার একটা আভাস ইতিমধ্যে দিয়েছি। তো নেতা মঞ্চে উঠে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। সামনে যত বেশি শ্রোতা, ততই তাঁর আনন্দ। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি জনতাকে আহ্বান জানানড়আপনারা কি এই সরকারের পদত্যাগ চান?

জনতা চেঁচিয়ে বলেড়চাই। নেতার গলার স্বর সপ্তমে চড়েড় তাহলে হাত তুলে দেখান। জনতা হাত তোলে। উঁহু, এক হাত নয়, দুই হাত তুলে দেখান। জনতা দুই হাত তোলে। নেতা তখন তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলেনড়এই তো আমি জনতার রায় পেয়ে গেছি; এই সরকারের আর এক দিনও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। জনতার হাত নড়াচড়া করে অনেকটা 'কন্ডিশন রিফ্লেক্স'-এর মতো। আশপাশের সবাই হাত তুললে সে-ও হাত তোলে। পরদিন খবরের কাগজে ছাপা হয়ড়লক্ষ কণ্ঠে গগনবিদারী স্লোগান!

দেশে একটা সংবিধান আছে। যদিও সবাই সেটা মানেন না। তারপরও নির্বাচন হয়। সংসদ বসে। সংসদ হলো আলোচনার জায়গা। তো আমাদের অনেকেই সংসদকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যথাযথ ফোরাম মনে করেন না। তাঁরা অনেকেই সংখ্যায় কম। সিদ্ধান্ত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায়। এটা তো সব সময় মেনে নেওয়া যায় না। তাই আওয়াজ ওঠেড়ফয়সালা হবে রাজপথে। রাজনীতিটা সংসদ থেকে রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার এই কৌশল আগে-পরে সবাই এস্তেমাল করেছেন। ভবিষ্যতেও হয়তো করবেন। কেননা গণদেবতা তো সংসদে নেই। তিনি আছেন রাজপথে। সেখানেই হাজারখানেক লোক আদালত বসিয়ে রায় দিয়ে দেবেড়এ সরকারকে যেতে হবে।

মাঠে-ময়দানে কিংবা রাস্তার জনতাকে সুপ্রিম কমান্ডার মেনে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের কথায় জনতা খুব খুশি হয়। জনতা মনে করে, এই নেতা তাদের অনেক দাম দিচ্ছেন, মর্যাদা দিচ্ছেন। নেতার কথায় রাস্তার জনতা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। তারা অনেক সময় চড়াও হয় প্রতিপক্ষের ওপর। তারা সড়কের পাশে লাগানো গাছ উপড়ে ফেলে, নিয়ন সাইন ভাঙে, আশপাশের দোকান লুট করে। জনতার এই যে কাজকারবার, নেতারা এর নাম দিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। তাঁরা মারামারি দেখেন না, ভাঙচুর দেখেন না। তাঁরা দেখেন আন্দোলন।

নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই। রাস্তায় সব মীমাংসা করে ফেলতে হবে। চলো চলো শাহবাগে চলো। শাহবাগের মোড়ে এক ঘণ্টা বসে থাকলে পুরো শহর অচল করে দেওয়া যায়। মানুষ জ্যামে আটকা পড়ে। তারা স্কুলে বা অফিসে যেতে পারে না। রোগী হাসপাতালে না যেতে পেরে পথেই মারা যায়। তাতে কী? জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অসুবিধা মেনে নিতে হয়। এর নামই তো দেশপ্রেম! কোনো এক ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা বড় দলের জনসভা হলো শহরের মাঝখানে। সারা শহরে ট্রাফিক জ্যাম। কেউ একজন ক্ষোভ প্রকাশ করতেই তার দিকে তেড়ে আসেন এক পাতিনেতাড়ব্যাটার কত বড় সাহস! স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলা! বেশ কিছুদিন ধরেদেশে আরেকটা উৎপাত লক্ষ করা গেছে। এর নাম হয়েছে মব। একদল লোক জড়ো হয়ে যা খুশি করতে পারে। কিছু বলা যাবে না। এক পলিটিক্যাল পীর ফতোয়া দিয়ে বসলেনড়যারা এটাকে মব বলে তাচ্ছিল্য করছে, তারা স্বৈরাচারের দোসর। কারও গায়ে 'স্বৈরাচারের দোসর' ট্যাগ লাগিয়ে দিলে তো তার বিরুদ্ধে যা খুশি করা যায়! 'রাজপথ ছাড়ি নাই'ড়এই পরম পবিত্র স্লোগানে আমরা বুঁদ হয়ে আছি।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD

মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পুঁজিবাদী উন্নয়ন ও বৈষম্যের বিশ্ব

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

কথাটা পুরাতন, বহুবার বলা হয়েছে, একঘেয়ে শোনাবে, তবু বলতে হয়। সেটা হলো, পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক ও শোষিত। এটা অনেক আগে থেকেই সত্য, এখন, পুঁজিবাদ যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, তখন সেটা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিক সত্য। শোষিতের সংখ্যা অনেক বেশি, শোষণকারীদের তুলনায়। শোষিতদের প্রধান দুর্বলতা তাদের বিচ্ছিন্নতা। তারা ঐক্যবদ্ধ নন। শোষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা আছে। ইলন মাস্ক এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প হরিহর আত্মা হয়েছিলেন, পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, ট্রাম্পের নির্বাচনের সময় ইলন মাস্ক সর্বক্ষণ ও সর্বপ্রকারে ট্রাম্পের পাশেই ছিলেন; বিজয় শেষে ইলন এখন এমন পর্যন্ত বলেছেন যে ট্রাম্প হচ্ছেন ওয়াশিংটনের সর্বাধিক পরিচিত অপরাধী। তাই বলে নির্বাচনের সময়ে তাদের বন্ধুত্বটা তো মিথ্যা ছিল না। যার অর্থ তারা একাট্টা তাদের শত্রুপক্ষকে অর্থাৎ জনগণকে শাসন-শোষণ করবার ব্যাপারে, আবার একে অপরের শত্রু স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

অপরদিকে শোষিত মানুষের শক্তিও থাকে তাদের নিজেদের ঐক্যেইনিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে যেটা প্রমাণিত হলো। পুঁজিপন্থি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এবং পরাভূত করে মামদানির বিজয় এটাও জানিয়ে দিল যে সমাজতন্ত্রীরা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারবেন তখনই যখন তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবেন যে তারা অন্য কিছু নন, সমাজতন্ত্রী ভিন্ন। লুকোছাপা করলে বা অর্ধেকটা বলে বাকিটা আড়াল করে রাখলে তারা হেরে যাবেন, নিজের কাছে তো বটেই, জনমানুষের কাছেও। মানুষ পরিবর্তন চায়। পুঁজিবাদকে তাদের চেনা ও জানা হয়ে গেছে, এ ব্যবস্থাকে তারা যে মেনে নেন, সেটা নিতান্ত বাধ্য হয়েই, এবং বিকল্পের সন্ধান পান না বলেই। বিপন্ন মানুষের জন্য সামাজিক মালিকানার পক্ষে না দাঁড়াবার কোনো কারণই নেই, যদি সেভাবে ব্যাপারটা তাদের বোঝানো যায়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সাংস্কৃতিক তৎপরতা, যেটা এখন নেই।

ইলন মাস্কের প্রসঙ্গ ইতোমধ্যেই এসে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের সেরা এই ধনী নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে যে বেতন গ্রহণে সম্মত হয়েছেন, তা ইতিহাসের সর্বোচ্চ। এঁর বিশেষ আগ্রহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়। ওই খাতে তিনি প্রচুর বিনিয়োগ করেছেন, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতোমধ্যেই যে মাত্রার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে বিশ্ববাসী রীতিমতো হতভম্ব। তবে এর পেছনে যে শঙ্কা বিরাজমান, তার কথাও শোনা যায়। কিন্তু তেমনভাবে নয়, যেমনভাবে শোনা দরকার। প্রথম প্রশ্ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মালিক কারা হবেন? মালিক তো হবেন ইলন মাস্কের মতো কয়েকজনই। ওই উদ্ভাবনীকে তারা ব্যবহার করবেন 'উন্নয়নে'র স্বার্থে। যে উন্নয়ন বৈষম্য বাড়াচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়ানো অব্যাহত রেখেছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করে প্রকৃতিকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করে চলেছে। এক কথায় গণহত্যা ঘটাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে দ্বিতীয় শঙ্কাটি আরও ভয়াবহ। সেটি হলো লাখ লাখ মানুষকে বেকার করা, এবং যারা কর্মে নিযুক্ত থাকবে তাদের সৃষ্টি শক্তিবিহীন প্রাণীতে পরিণত করা, এবং মানবজাতিকে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের শাসনাধীন করে ফেলা। আশা করি এমনটা ঘটবে না, কিন্তু তেমন ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য যা আবশ্যক তা হলো মূল যে শত্রু, পুঁজিবাদী উন্নয়ন, তাকে বিদায় করে দেওয়া।

বিরামহীন তৎপরতায় পুঁজিবাদীরা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উৎসাহিত করে চলেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা এখন বিশ্বের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে পড়েছেন। জনতুষ্টির রাস্তা ধরে এগিয়ে এবং উগ্র বিভ্রান্তিকর উত্তেজক শত বক্তব্য দিয়ে জনতার সমর্থন নিয়েই এরা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ট্রাম্পরা হচ্ছেনবাংলা প্রবচনে যেমনটা বলা আছে'জাতে মাতাল তালে ঠিক'। ট্রাম্প আমেরিকাকে আবার বড় করবার তাল তুলছেন। শুল্কবৃদ্ধি ও অভিবাসী বিতাড়নের কর্মসূচি নিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার বামপন্থি সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে মার্কিনিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা শুরু করেছেন; ইসরায়েলকে সঙ্গী করে ইরান আক্রমণের পেছনে ইরানের তেলসম্পদ দখল, পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। তবে পারস্য জাতীয়তাবাদের মরণ ছোবলে ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর চরম দুরবস্থার সংবাদ গণমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে। সমস্ত কিছুর অন্তরালের অভিসন্ধি কিন্তু একটাই, নিজেকে বড় করা। ব্যতিক্রমবিহীনভাবে সকল পুঁজিবাদীই ওই কাজে নিয়োজিত। ইহজাগতিক পুঁজিপন্থিদের মতোই ধর্ম ব্যবসায়ীরাও একই কর্মে দীক্ষিত।

নিরাশ্রয় মানুষ ধর্মের কাছে আশ্রয় খোঁজে; ধর্ম ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগটা লুফে নেয়। তা ছাড়া বিদ্যমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নিপীড়নে অস্থির হয়ে মানুষ এখন বিকল্প খুঁজছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প হচ্ছে সামাজিক মালিকানা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। সে-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো হয়, সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনের ওপর নিষ্পেষণ চলে, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজবিপ্লবীদের নিজেদের ভেতর অনৈক্য ও বিভ্রান্তি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীলতার এখন বাড়-বাড়ন্ত। বাংলাদেশেও প্রতিক্রিয়াশীলতার জোয়ার তৈরির লক্ষণ বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যেমন বেগম রোকেয়াকে মুরতাদ কাফির আখ্যা দেওয়া। ঘটনাটা ঘটেছে গত ৯ ডিসেম্বরে, যে তারিখটি রোকেয়ার জন্মদিবস আবার মৃত্যুদিবসও। কাজটা করেছেন অন্য কেউ নন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের এক সহযোগী অধ্যাপক। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন যে মতামতটি ওই অধ্যাপকের নিজস্ব। সেটা আমরা যে জানি না তা তো নয়; কিন্তু এই রকমের বিষাক্ত মতাদর্শ নিয়ে একজন মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন কীভাবে, সে-প্রশ্ন তো রয়েই যায়। আরও বড় প্রশ্ন, ওই রকমের একটা সংক্রামক ব্যাধিকে নিজের মধ্যে ধরে না-রেখে সেটিকে এভাবে অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত করে দেবার অধিকার তিনি রাখেন কি? সে-অধিকার তাঁকে কে দিল? বিশ্ববিদ্যালয় যে চলে পাবলিকের টাকায়, সে সত্যটাও ভুলে গেলে চলবে না।

শিক্ষকদের প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল তখন এটা স্মরণ করা যাক যে শিক্ষার মান অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষকদের মানের ওপর; এবং শিক্ষকদের মান নির্ভর করে তারা বেতন-ভাতা ও সামাজিক মর্যাদা কতটা পাচ্ছেন তার ওপর। মেধাবান মানুষরা শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই আসবেন যদি দেখা যায় যে পেশাগত বেতন-ভাতা এবং সামাজিক মান-সম্মান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এবং যদি এমন হয় যে শিক্ষক হবার জন্য তদবির করা ও উৎকোচ প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি ঘটেছে। এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়বে যদি যথার্থ ও নিয়মিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংবিধান ও সংবিধান সংস্কার আদেশ: নতুন জটিলতা

মোবায়েদুর রহমান

আজকের লেখাটি সত্যিই আমার জন্য ডিফিকাল্ট। কারণ দীর্ঘ ১৭ বছর পর সত্যিকার অর্থে একটি জাতীয় সংসদ তার উদ্বোধনী অধিবেশনে বসেছে ১২ মার্চ। যখন ১৩ মার্চ এ পত্রিকাটি আপনার হাতে পৌঁছাবে তখন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণী আপনারা জেনে যাবেন। বস্তুত বৃহস্পতিবার রাতেই আপনারা সব জেনে যাবেন। অথচ আমাকে লিখতে হচ্ছে বুধবার রাতে। তাই বোধগম্য কারণে সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন নিয়ে কিছু লিখতে পারলাম না। তবে আগের দিন অর্থাৎ বুধবার কিছু ধারণা পেয়েছি। সে অনুযায়ী অন্তত এটুকু বলতে পারি, কয়েকটি প্রধান বিষয়ে কী কী ঘটেছে।গত বুধবার বিএনপি পার্লামেন্টারি সদস্যদের সভায় স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার সিলেক্ট করার দায়িত্ব বিএনপির পার্লামেন্ট সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন। সে হিসাবে ধারণা করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার পদে কাদের নিয়োগ দেবেন, সেসম্পর্কে তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। ডেপুটি স্পিকারের পদটি বিএনপি বিরোধী দলকে অফার করেছিল। প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী বলেছে, অফারটি মৌখিকভাবে দেওয়া হয়েছে। লিখিতভাবে আসুক, তখন দেখা যাবে। এ ছাড়া জুলাই সনদে দুজন ডেপুটি স্পিকারের প্রভিশন আছে। একই প্রভিশন বিএনপির ৩১ দফা ঘোষণাপত্রেও রয়েছে। এখন বিএনপি কি জুলাই সনদ অনুযায়ী এ অফার দিল, নাকি তাদের ৩১ দফা অনুযায়ী দিল, সেটিও বিবেচনা করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে বলা আছে, মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে পরবর্তী সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনের দিন পর্যন্ত পুরোনো সংসদের স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তিনিই পরবর্তী সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন। কিন্তু বিগত সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী জুলাই বিপ্লবের পর থেকেই আত্মগোপনে আছেন। আর ডেপুটি স্পিকার বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে আছেন। তাই এবারের নতুন সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন বিএনপি সংসদীয় সদস্যদের মধ্যে যিনি প্রবীণতম তিনিই। অনুমিত হচ্ছে যে, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন। কারা স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার হচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমি একটি অথেনটিক খবর পেয়েছি।

২. রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে সব শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনে বিপুল কৌতূহল রয়েছে। কারণ ড. ইউনূসের বিগত ১৮ মাসের শাসনামলে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে বঙ্গভবনের বাইরে আসতে দেখা যায়নি। ড. ইউনূস এবং তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরাও বঙ্গভবনের অভ্যন্তরেই শপথগ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি চুপ্পু ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনার আমি ও ডামির নির্বাচনে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়, সেই সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন। ২৪ সালের হাসিনার নির্বাচনকে দেশের রাজনৈতিক দল বর্জন করে এবং ওই সংসদকে অবৈধ বলে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও ওই সংসদ গ্রহণযোগ্য হয়নি। যে সংসদ অবৈধ, সে সংসদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও অবৈধ বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সংসদ বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, যিনি অতীতে শেখ হাসিনার সময় তার ভাষণ 'জয় বাংলা' বলে শেষ করতেন, তিনি এখন তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভাষণ শেষ করছেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে।

সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই পার হয়ে গেছে। আগামী অধিবেশনগুলোও প্রাণবন্ত হবে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও ধারণা হচ্ছে যে, প্রাণবন্ত হলেও কতগুলো জ্বলন্ত পয়েন্টে সামনের দিনের অধিবেশনগুলো খুব উত্তপ্ত হবে। বলা বাহুল্য, যদি উত্তপ্ত হয়, তাহলে তার ফোকাল পয়েন্ট হবে জুলাই সনদ। ইতোমধ্যেই জুলাই সনদ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। প্রায় ৯ মাস হলো ড. ইউনূসের সরকার আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বে গঠিত ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ নিয়ে ম্যারাথন সেশন করেছে। ৩০টি রাজনৈতিক দল ৯ মাস ধরে দেশের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে সংবিধানের ওপর আলাপ আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক করেছে। অবশেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদ প্রণীত হয়েছে এবং ওই ৩০টি দলই সেই সনদে স্বাক্ষর করেছে।

জুলাই সনদ তো প্রণীত হলো এবং সবাই স্বাক্ষরও করলেন; কিন্তু সেটি বাস্তবায়িত হবে কীভাবে? জুলাই সনদে মোট ৮৪টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা শেষে ৩৩টি রাজনৈতিক দল ৭টি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছেন। তারপরই প্রশ্ন ওঠে, এগুলো বাস্তবায়িত হবে কীভাবে? এ প্রশ্ন নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। রাজনৈতিক দল ছাড়াও অন্তত পাঁচজন সংবিধান বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও একাধিক বৈঠক হয়। আজ আমরা সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। এসব আলোচনার ফল জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ প্রণীত হয়। এ আদেশে ৪৮টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ৪৮টি বিষয়ে শুধু রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলেই চলবে না। এসব বিষয় যেন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় সেজন্য সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশে (এখন থেকে আমরা এটিকে শুধু আদেশ বলব) গণভোটের ব্যবস্থাও করা হয়। যেহেতু গণভোট হলো সমগ্র জনগোষ্ঠীর সার্বভৌম ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, তাই এ গণভোটে যদি জনগণ হ্যাঁ সূচক ভোট দেন, তাহলে এ আদেশ বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ সংসদ এবং সরকার বাধ্য থাকবে।

৩. এ আদেশে গণভোটের সময় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। বিএনপি দাবি করে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিন অনুষ্ঠিত হবে। *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

পারস্য উপসাগরে ‘অদৃশ্য যুদ্ধ’ ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার

মাসুম খলিলী

২০২৬ সালের মার্চে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইরান, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে চলমান সামরিক ও কূটনৈতিক সঙ্ঘাতের প্রেক্ষাপটে পারস্য উপসাগরে শুরু হয়েছে এক ধরনের ‘অদৃশ্য যুদ্ধ’ ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালীতে ব্যাপকভাবে জিপিএস জ্যামিং ও স্পুফিংয়ের ঘটনা ঘটছে। এতে শত শত বাণিজ্যিক জাহাজের নেভিগেশন ব্যবস্থা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে; অনেক জাহাজের ডিজিটাল অবস্থান এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন তারা বিমানবন্দরের রানওয়ে, মরুভূমি কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো স্থানে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আধুনিক নৌযুদ্ধের এক নতুন কৌশল, যেখানে সরাসরি সামরিক হামলা ছাড়াই প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করা যায়।

বিশ্ব জ্বালানি অর্থনীতির কেন্দ্র : হরমুজ প্রণালী : ভূরাজনীতিতে হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। পারস্য উপসাগরকে আরব সাগরের সাথে যুক্ত করা এই সরু সমুদ্রপথ দিয়ে বিশ্বের বিপুল তেল ও গ্যাস পরিবাহিত হয়। সৌদি আরব, ইরান, কুয়েত, ইরাক, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি রফতানির প্রধান পথ এটি।

বিশ্বে প্রতিদিন যে তেল পরিবাহিত হয় তার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই প্রণালী দিয়ে যায়। ফলে এখানে সামান্য অস্থিরতাও আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তিগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে শক্তিশালী নৌ উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

তবে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দেখাচ্ছে, সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ ছাড়াও প্রযুক্তিগত উপায়ে কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব।

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে নতুন সঙ্ঘাত : ২০২৬ সালের শুরুতে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের মধ্যে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার তীব্র আকার ধারণ করে। এই সঙ্ঘাতের প্রধান ক্ষেত্র হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম, যেখানে রেডিও সিগন্যাল, স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) প্রযুক্তিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালীতে জিপিএস জ্যামিং ও স্পুফিংয়ের ফলে শত শত বাণিজ্যিক জাহাজের নেভিগেশন ব্যবস্থা বিভ্রান্ত হচ্ছে। জ্যামিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার করে জিপিএস সঙ্কেত অকার্যকর করে দেয়া হয়, আর স্পুফিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া সঙ্কেত পাঠিয়ে জাহাজ বা বিমানের নেভিগেশন সিস্টেমকে ভুল অবস্থান দেখানো হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক জাহাজের অবস্থান বিকৃত করে দিয়েছে, যা সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

সামরিক প্রতিযোগিতা ও সঙ্কেতযুদ্ধ : এই ইলেকট্রনিক সঙ্ঘাত শুধু বাণিজ্যিক নৌযানেই সীমাবদ্ধ নয়। ইরানের ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থা ফজর ও নসর মার্কিন নজরদারি প্ল্যাটফর্মগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে। বিশেষ করে মার্কিন ড্রোন এমকিউ-৯ রিপার এবং গোয়েন্দা নজরদারি বিমানের নেভিগেশন ও ডাটা লিংক সক্ষমতা ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি মূলত ‘সিগন্যালস ওয়ার’ অর্থাৎড় সঙ্কেত নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত ইলেকট্রনিক গোয়েন্দা প্রযুক্তি এবং সম্ভবত রাশিয়া ও চীনের সহায়তায় ইরান পশ্চিমা সামরিক প্রযুক্তির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছে।

বেসামরিক খাতেও প্রভাব : এই অদৃশ্য সঙ্ঘাতের প্রভাব সামরিক ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বেসামরিক জীবনেও পড়ছে। ইরানের রাজধানী তেহরানে অনেক চালক অভিযোগ করেছেন, তাদের নেভিগেশন অ্যাপ হঠাৎ করে শত শত কিলোমিটার দূরের অবস্থান দেখাচ্ছে। এতে পরিবহন, ডেলিভারি সার্ভিস এবং জরুরি পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে।

আধুনিক অর্থনীতি ও যোগাযোগব্যবস্থার বড় অংশ এখন জিপিএসের ওপর *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managements.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও করণীয়

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

অনাবিল শান্তি ও অবারিত আনন্দের বার্তা নিয়ে ঈদের এক ফালি চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে ভেসে ওঠে, তখন সর্ব শ্রেণির মানুষের হৃদয় গহিনে বয়ে যায় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মৃদু দোলা। ঈদ বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'প্রিয় নবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করে দেখলেন, মদিনাবাসী খেলাধুলার মধ্য দিয়ে দুইটি দিবস উদযাপন করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুইটি কীসের দিবস? তারা বললেন, এ দুই দিবসে জাহেলি যুগে আমরা খেলাধুলার করে উদযাপন করতাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য এর থেকে উত্তম দুইটি দিবসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একটি হলো, ঈদুল আজহা এবং অপরটি ঈদুল ফিতর।' -আবু দাউদ

'ঈদ' অর্থ যা ফিরে ফিরে আসে। 'ফিতর' অর্থ ভেঙে দেওয়া বা ইফতার (নাস্তা) করা। ঈদুল ফিতর মানে সে আনন্দঘন উৎসব, যা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে। নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির সীমানা পেরিয়ে সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে ঈদ আসে।

ঈদ আসে কৃচ্ছ্র ও শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে। তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন জীবনে ফেরার অঙ্গীকার নিয়ে ঈদ আসে। আর আল্লাহপাকের খাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে যে ঈদ আসে, তা হলো ঈদুল ফিতর। একজন রোজাদারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো খোদাতায়ালার আদেশ অনুযায়ী মাসব্যাপী রোজা রাখতে আল্লাহ তাকে তৌফিক দিয়েছেন। এ খুশি প্রকাশ করতেই রমজান মাস শেষ করে শাওয়াল মাসের ১ তারিখে ঈদের আনন্দে মিলিত হয়।

ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব : ঈদের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। যারা ঈদের নামাজ আদায় করে না তারা অবশ্যই গুনাহগার হবে। ঈদ আসে বিশ্ব মুসলিমের দ্বারপ্রান্তে বার্ষিক আনন্দের মহা বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি বিলাবার সুযোগ নিয়ে, বিগত দিনের সকল ব্যথা বেদনা ভুলিয়ে দিতে, কল্যাণ ও শান্তির সওগাত নিয়ে। বছরে দুইদিন ঈদের নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যে মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইসলামী সমাজ কায়েমের প্রেরণা। সমাজকে কলুষ কালিমা মুক্ত করার জজবা, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের এক বিশেষ অনুশীলন।

ঈদুল ফিতরের ফজিলত : ঈদুল ফিতরের দিনে অনেক ফজিলত রয়েছে। যারা ঈদের দিন যথারীতি ঈদগাহে গিয়ে যথানিয়মে ঈদের নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের অফুরন্ত পুরস্কার দানে ধন্য করেন। হাদিসে এসেছে, যারা ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদের ময়দানে একত্র হয়, আল্লাহতায়ালা তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব পালন করে আজ এখানে সমবেত হয়েছে তাদের কী প্রতিদান দেওয়া উচিত? ফেরেশতারা বলেন, পুণ্যময় কাজের পুরোপুরি পারিশ্রমিক দেওয়াই উচিত। তখন আল্লাহতায়ালা তার ইজ্জতের শপথ করে বলেন, অবশ্যই তিনি তার প্রার্থনা মঞ্জুর

করবেন। এরপর আল্লাহতায়ালা ঈদের নামাজ সমাপনকারী তার নেক বান্দাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদের কৃত অতীত পাপকে সওয়াবে পরিণত করে দিলাম' এ পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নামাজ সমাপনকারীরা ঈদের মাঠ থেকে এমন অবস্থায় আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করল যেন তারা নিষ্পাপ শিশু।'

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি পুণ্য লাভের আশায় দুই ঈদের রাত জেগে ইবাদত করে কিয়ামতের দিন তার অন্তর এতটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না যেমন অন্যদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রোজাদারদের জন্য বিশেষ একটি পুরস্কার হচ্ছে, ঈদুল ফিতর। আর ঈদের তাৎপর্য অপরিসীম। হজরত মুহাম্মদ (সা.) হাদিসে ইরশাদ করেন, 'ঈদুল ফিতরের দিন যখন আসে তখন আল্লাহতায়ালা রোজাদারের পক্ষে গর্ব করে ফেরেশতাদের বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ, তোমরাই বলো রোজাদারের রোজার বিনিময়ে আজকের এই দিন কি প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে? সেই সমস্ত রোজাদার যাহা তাদের দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছে। তখন ফেরেশতারা আল্লাহকে বলেন, দয়াময় আল্লাহ, উপযুক্ত প্রতিদান তাদের দান করুন। কারণ তারা দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা করেছেন, প্রাপ্য পারিশ্রমিক তাদের দান করুন।

তখন আল্লাহতায়ালা রোজাদারদের বলতে থাকেন, 'হে আমার বান্দা, তোমরা যারা যথাযথভাবে রোজা পালন করেছ, তারাবির নামাজ পড়েছ, তোমরা তাড়াতাড়ি ঈদগাহে ঈদের নামাজ পড়ার জন্য যাও এবং তোমরা তোমাদের প্রতিদান গ্রহণ কর। ঈদের নামাজের শেষে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, হে আমার প্রিয় বান্দারা, আমি আজকের এ দিনে তোমাদের সকল পাপগুলোকে পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। অতএব তোমরা নিষ্পাপ হয়ে বাড়িতে ফিরে যাও'। -বাইহাকি

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে পুণ্যের প্রত্যাশায় ইবাদত-বন্দেগি করে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের অন্তর মরে যাবে, কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তির অন্তর জীবিত থাকবে, সেদিনও মরবে না।' -আততারগিব

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পুণ্যময় ৫টি রাতে ইবাদত-বন্দেগি করে সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আর সেই সুসংবাদটি হচ্ছে জান্নাত। পুণ্যময় ৫টি রাত হলো ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, লাইলাতুল কদর, জ্বিলহজ্জের রাত, আরাফাতের রাত। -(বাইহাকী) এছাড়াও ঈদের অনেক গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় সুন্নত : জুবাইর ইবনু নুফাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিন কুম' অর্থাৎ আল্লাহ আমার ও আপনার যাবতীয় ভাল কাজ কবুল করুক। (ফাতহুল কাদির ২/৫১৭

আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গরিব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা ঈদের দিনের অন্যতম আমল।

আনন্দ-বিনোদনের নামে কেউ যেন ইসলামী শরিয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

ঈদের সুন্নাতসমূহ : ঈদের দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, মিসওয়াক করা ও গোসল করা সুন্নাত। আতর ইত্যাদি সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। সকালে ইদগাহে গমন করা সুন্নাত। সুন্দর ও উত্তম কাপড় পরিধান করা সুন্নাত। ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খাওয়া (বা কোনো মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া) সুন্নত। -সহিহ বুখারি

ঈদগাহে যাওয়ার সময় এক পথে যাওয়া এবং আসার সময় ভিন্ন পথে আসা সুন্নত। -সহিহ বুখারি

ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা সুন্নাত। -ইবনে মাজাহ

ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় তাকবির বলা সুন্নাত।

তাকবির : 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম' বলে ঈদের মোবারকবাদ প্রদান করা সুন্নত। ঈদের নামাজ খোলা মাঠে ঈদগাহে পড়া সুন্নাত। -সহিহ মুসলিম

ঈদের নামাজের জন্য মহিলারাও ঈদগাহে আসতে পারে। -সহিহ মুসলিম

ঈদের নামাজের জন্য আজান ও ইকামত নেই। -সহিহ মুসলিম

উভয় ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ অতঃপর খুতবা দেওয়া সুন্নত। -সহিহ বুখারি

ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে ঈদগাহে কোন নামাজ নেই। -সহিহ মুসলিম

ঈদের নামাজের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। -ইবনে মাজাহ

উভয় ঈদের নামাজ বিলম্বে পড়া অপছন্দনীয়। এশরাকের নামাজের সময় ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় হয়ে যায়। -ইবনে মাজাহ

লেখক : গবেষক ও কলামিস্ট।

দেশে দেশে বর্ণিল ঈদ উৎসব

আবরার আবদুল্লাহ

ঈদুল ফিতর মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ধর্মীয় গাম্ভীর্য, মানবিক মূল্যবোধ ও নির্মল আনন্দের বার্তা দেয় ঈদুল ফিতর। সারা পৃথিবীর মুসলমান ধর্মীয় নির্দেশনা ও স্থানীয় সংস্কৃতির সম্মিলনে ঈদ উদযাপন করে থাকে। এখানে বিভিন্ন দেশের ঈদ সংস্কৃতি তুলে ধরা হলো :

১. জনসেবা আমিরাতের ঈদ সংস্কৃতির অংশ : রমজান শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে থেকেই মুসলিমরা ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তারা রঙিন বাতি ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঘর সাজায়। নতুন কাপড় কেনে এবং ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন তৈরি

করে। আরব আমিরাতের মুসলিমরা সকালে ঈদগাহে সমবেত হয়ে নামাজ আদায় করে। নামাজের পর উপহার ও খাবার বিনিময় করে। শিশুরা সারা দিন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগদান করে। আরব আমিরাতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী মুসলিম বসবাস করে। ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরাও সমবেত হয়। জনসেবা ও দান আরব আমিরাতের ঈদ সংস্কৃতির অন্যতম অংশ।

মুসলিমরা ঈদের দিন দান করতে ও উপহার দিতে পছন্দ করে। আমিরাত সরকারের পক্ষ থেকেও খাবার, কাপড় ও অর্থ বিতরণ করা হয়। রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আমিরাতে বন্দি মুক্তি দেওয়ারও প্রচলন আছে।

২. উৎসব করে চাঁদ দেখে সৌদি আরবের মুসলিম : সৌদি আরবের নাগরিকরা উৎসবমুখর পরিবেশে সম্মিলিত আয়োজনে ঈদের চাঁদ দেখতে পছন্দ করে। ঈদের চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সৌদি আরবে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে চাঁদ দেখার ঘোষণা করা হয় এবং রাজপরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পারস্পরিক সাক্ষাতে তারা 'ঈদ মোবারক' বলে অভিনন্দন জানায়। ঈদের দিনটি তারা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করে। ঈদের দিন তারা শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে উপহার বিতরণ করে এবং আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে যায়। মসজিদ, ঈদগাহ, পার্কসহ জনসমাগমের স্থানগুলোতে শিশুদের খেজুর ও মিষ্টান্নের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। একইভাবে এসব স্থানে বড়রা শিশুদের জন্য চকোলেট ও চমৎকার সব উপহার নিয়ে আসে। ঈদ আয়োজনের অংশ হিসেবে ঈগল ও উটের প্রতিযোগিতা এবং ঐতিহ্যবাহী নাচের আয়োজন করা হয়।

৩. তুর্কিদের কাছে ঈদ চিনির উৎসব : তুরস্কে ঈদকে বলা হয় 'সেকের বাইরামি' বা চিনির উৎসব। এই নাম থেকেই বোঝা যায় তুরস্কের ঈদ আয়োজনে মিষ্টি কতটা প্রাসঙ্গিক। তুর্কিরা ঈদের দিন শুরু করে গোসলের পর নতুন কাপড় পরে। এরপর তারা বড়দের কাছে যায় দোয়া চাইতে। শিশুরা বয়স্কদের কাছ থেকে মিষ্টান্ন ও অর্থ উপহার পেয়ে থাকে। তুরস্কে ঈদ উৎসবে ঐতিহাসিক খাবার প্রস্তুত করা হয়; যেমনড়বাকলাভা ও হালভা।

৪. বৈচিত্র্যে বর্ণিল নিউজিল্যান্ডের ঈদ : নিউজিল্যান্ডের বেশির ভাগ মুসলিম অভিবাসী। তাই ঈদ আয়োজনে দেশটিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। মূলত প্রতিটি দেশের মুসলিমরা নিজস্ব পরিমণ্ডলে ঈদ উদযাপন করে। তার পরও নিউজিল্যান্ডের বড় শহরগুলোতে ঈদ উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনে মেহেদি, ঐতিহ্যবাহী খাবার, অলংকার ও ধর্মীয় বইয়ের স্টল থাকে। থাকে সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন আয়োজন। এ ছাড়া মুসলিমরা ঈদ উপলক্ষে নানা সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৫. মুদিক ইন্দোনেশিয়ার ঈদ যাত্রা : ইন্দোনেশিয়ায় ঈদুল ফিতরকে বলা হয় 'হারি রায়া ঈদুল ফিতরি'। তাকবির (আল্লাহু আকবার) ধ্বনির মাধ্যমে ঈদ উৎসব শুরু করে দেশটির মুসলিমরা। সাধারণত তারা খোলামেলা স্থানে ঈদের নামাজ পড়তে পছন্দ করে। ঈদের নামাজের পর তারা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে এবং পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ছুটির দিনে ঘরে ফেরাকে ইন্দোনেশিয়ানদের ভাষায় মুদিক বলা হয়। মুদিক বা গৃহযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকার বিনা মূল্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে।

৬. মিলেমিশে ঈদ করে আইসল্যান্ডের মুসলিমরা : আইসল্যান্ডে মুসলমান দিন দিন বাড়লেও তাদের সংখ্যা এখনো খুব কম। তাই দেশটির মুসলিমরা সম্মিলিত ব্যবস্থায় ঈদ আয়োজন করে থাকে। শহরের মসজিদগুলোতেই সাধারণত ঈদের নামাজ পড়া হয় এবং বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা একত্রিত হয়ে নিজ নিজ দেশের খাবার ও উপহার বিনিময় করে। শিশুরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করে।

৭. ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মিসরীয়দের ঈদ : মিসরীয় মুসলিমরাও উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদের চাঁদ দেখতে পছন্দ করে। ঈদের দিনটি পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করে। ঈদের দিন মিসরীয় মুসলিমরা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পোশাক পরে। এ সময় তারা ফাত্তা ও কুনাফার মতো ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুত করে এবং শিশুদের বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

এবারের বিমর্ষ ঈদ

মাহমুদুর রহমান

সারা বিশ্বের মুসলমানদের সবচেয়ে খুশির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম 'ঈদুল ফিতর'। পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সাধনার পর সব মুসলমানের ঘরে ঈদের প্রভাত অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসার কথা। প্রতি চাঁদরাতে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবিস্মরণীয় কালজয়ী গান 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' শুনলেই তো মন উতলা হয়ে যায়। কিন্তু এবারের ঈদে মুসলিম জাহানে কোথাও কোনো আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি না। চারদিকে কেবল বিষাদের সুর বাজছে। এমনিতেই গত জুলাই মাসে আমার মাকে হারিয়েছি। প্রতিদিন পত্রিকার কাজ শেষে বাড়িতে ফিরেই তার শূন্য ঘরের দিকে চোখ পড়ে। জুলাই বিপ্লবের কল্যাণে তুরস্ক থেকে ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে আমার মাকে আর সুস্থ পেলাম কই? তারপর কদিন আগে এই রমজান মাসেই আমার স্ত্রীও তার মাকে হারিয়েছেন। সুতরাং নিজের বাড়িতে প্রচণ্ড এক ব্যক্তিগত শোকের আবহ বিরাজ করছে।

আর ওদিকে আমেরিকা ও ইসরাইলি জায়নবাদীরা সব আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে পবিত্র রমজানেই ইরান, লেবানন, ও ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। প্রতিবাদহীন সারা বিশ্ব ইসরাইল-আমেরিকা যৌথ হামলায় মুসলমান নিধন দেখে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দুনিয়ার তথাকথিত দুইশ কোটি মুসলমানও নির্বিকার! এর আগের রমজানগুলোতে গাজায় একই ধরনের গণহত্যা চলছিল। খেয়াল করলে দেখবেন বেশ কয়েক বছর ধরেই রমজান মাস এলেই জায়নবাদীরা এই হত্যার মৌসুম শুরু করে। কট্টর ইহুদি এবং বর্ণবাদী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি নাকি স্রেফ মজা করার (Just for Fun) জন্য ইরানের নারীদের ওপর বোমা ফেলছেন। (Trump says US may hit Iran's Kharg Island again 'just for fun', 15 March 2026, Aljazeera https://www.al-jazeera.com) যদি কোনো মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ করে এমন উক্তি করতেন, তাহলে তার কী অবস্থা হতো ভাবা যায়?

আমি ব্যক্তি হিসেবে তেমন একটা ধার্মিক নই। মোটামুটি গত তিরিশ বছর ধরে একজন বিশ্বাসী মুসলমানের ফরজ আচারগুলো যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করলেও মন থেকে আল্লাহর শাস্তির ভয় যায় না। কিন্তু উম্মাহর বিষয়ে আমি বোধহয় অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে মুসলমানদের ওপর জুলুম হলে মানসিকভাবে বড় বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজের কিংবা পরিবারের স্বার্থচিন্তা তখন মাথায় থাকে না। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনো দিন আপস করতে পারিনি। তার ওপর নিপীড়িত মুসলমানের জন্য বেদনা অনুভবের ক্ষেত্রে আমার মনে কখনো শিয়া এবং সুন্নির বিশ্বাসের পার্থক্য কাজ করে না। এমন কোনো ক্ষুদ্র চিন্তার উদয়ই হয় না। হিন্দ রজবের মতো ফিলিস্তিনের ছয় বছরের এক অসহায় সুন্নি শিশু বর্বর ইসরাইলি সৈন্যদের বোমার আঘাতে নিহত হলে কষ্টে যেমন নির্ঘুম রাত কাটাই, একইভাবে আজ যখন আমেরিকান মিসাইলের আঘাতে তেহরানের শিয়া মতাবলম্বী শত শত মুসলমান স্কুল বালিকা নিহত হচ্ছে, তখনও আমার প্রবীণ চোখের অনিয়ন্ত্রিত নোনা পানি ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। মানুষ বুড়ো হলে সামান্যতেই চোখ ভিজে ওঠে। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের দুর্দশা দেখে জীবনের ক্রমেই এগিয়ে আসা বিদায়লগ্নে চোখ শুকনো রাখা যাচ্ছে কই?

বিশ্বের প্রায় দুইশ কোটি মুসলমানের চরম পরীক্ষার কালে একটিমাত্র আশার আলো এখনো দেখতে পাচ্ছি। মার্কিন-ইসরাইলি জায়নবাদীদের এত উসকানি সত্ত্বেও শিয়া ও সুন্নির দ্বন্দ্বকে সরাসরি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। সৌদি আরব এবং আমিরাত তাদের ভূমিতে মার্কিন অ্যাসেট লক্ষ্য করে ইরানের প্রতিরোধ যুদ্ধের নিন্দা জানালেও নিজেরা কোনো আক্রমণে অংশ নেয়নি। বরং উপসাগরীয় দেশ ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটনকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরানের চেয়ে ইসরাইল মুসলমানদের অনেক বড় শত্রু। ওমান কট্টর ইহুদিবাদী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তথাকথিত 'বোর্ড অব পিসে' যোগ দিয়ে ফিলিস্তিন দখলদারিত্বের কোনোরকম বৈধতা দিতে কিংবা বর্ণবাদী 'সেটলার-কলোনিয়াল স্টেট' ইসরাইলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতেও অসম্মতি জানিয়েছে। আমিরাত প্রকাশ্যেই ইসরাইলের স্বার্থরক্ষা করে চললেও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের শাসককুল দেরিতে হলেও হয়তো বুঝতে পারছেন যে, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটন এস্টাবলিশমেন্টের কখনো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। জ্বালানির ভান্ডার পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গোলাম বানানোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের অভীষ্ট লক্ষ্য। হিটলারের চেয়েও নির্মম গণহত্যাকারী নেতানিয়াহু ইসরাইলকে আঞ্চলিক শক্তি নয়– রীতিমতো বিশ্বশক্তি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থনে এক কোটি মানুষের ইসরাইল এবার বিশ্বের সাতশ কোটি মানুষের প্রভু সাজতে চাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলামত যেন দেখতে পাচ্ছি। সেই আশঙ্কার মধ্যে এবার খানিকটা দেশের কথা বলি। আমার লেখালেখি জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে শুভানুধ্যায়ীরা বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। জীবনে লেখার মূল্য তো আর কম দিইনি। এক সামান্য কলম হাতে নিয়ে মিডিয়ায় একরকম একাকী দেশদ্রোহী জেনারেল মইন এবং ফ্যাসিস্ট হাসিনার জামানা পার হয়ে নব্য বিএনপির জামানায় পৌঁছেছি। বিভিন্ন মহল থেকে হঠকারী, মৌলবাদী, ইসলামিস্ট এমন নানা ধরনের খেতাব পেয়েছি। জেনারেল মইনের আমলে বর্তমান সরকারের অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রী যখন হয় জেলে, না হয় আপস করে বাঁচতে চেয়েছেন, কিংবা দেশবিদেশে পালিয়ে বেড়িয়েছেন তখন প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে, বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি অন্যায় মামলার প্রতিবাদস্বরূপ দুদক চেয়ারম্যান জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করেছি। তারপর হাসিনার আমলে মামলা করেছি বিচারপতি নামধারী আওয়ামী পান্ডা শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের বিরুদ্ধে। শুনেছি বিএনপিপন্থি কোনো কোনো আইনজীবীর সঙ্গে মানিকের বেশ সখ্যতাও ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিবারকে বিপদে ফেলে নিজেও দফায় দফায় জেলে গেছি, শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছি এবং নির্বাসনে গেছি। আমার সহকর্মী সাংবাদিকরা এক যুগ বেকার থেকেছেন। তাদের মধ্যে অন্তত একজন জেলের ভাত খেয়েছেন, নির্বাসনে গেছেন। রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না হয়েও এই ছোট জীবন থেকে কুড়িটা বছর লড়াই করেই চলে গেল। তবে দেশের জন্য আনন্দের কথা হলো যে, পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরতে পারা গেছে। আশা করতে চাই, এবারের গণতান্ত্রিক যাত্রা নিরাপদ ও দীর্ঘ হবে। আমরা ভয়হীন চিত্তে পত্রিকা চালাতে পারব। সবার জন্য ঈদ মোবারক।

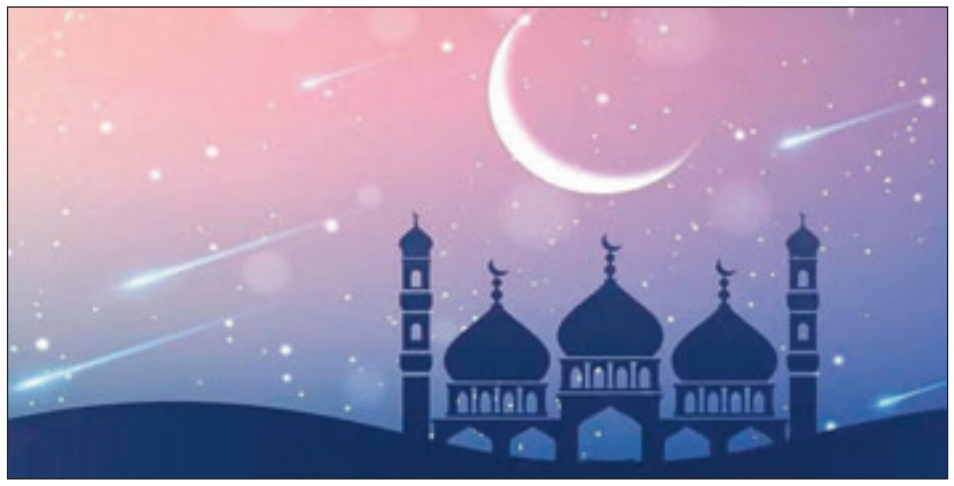

দেশের জন্য আনন্দের কথা হলো যে, পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরতে পারা গেছে। আশা করতে চাই, এবারের গণতান্ত্রিক যাত্রা নিরাপদ ও দীর্ঘ হবে। আমরা ভয়হীন চিত্তে পত্রিকা চালাতে পারব।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ঈদ উৎসব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জাফর আহমাদ

'রমযানেরই রোযার শেষে এলো খুশির ঈদ।' ঈদ আরবী শব্দ। এ শব্দটি সাধারণত খুশি, উৎসব, আনন্দ, উল্লাস প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে ঈদ শব্দটি 'আউদুন' শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ ফিরে আসা। যেহেতু ঈদ বছর বছর নতুন আনন্দ ও উৎসব নিয়ে মু'মিন মুসলমানের ঘরে ফিরে আসে তাই একে ঈদ বলা হয়। ঈদ মুসলিম মিল্লাতের সবচেয়ে বড় নৈতিক উৎসব।

মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে আনন্দ, উৎসব প্রিয়। পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের আনন্দ, উৎসব পালন করে থাকে। এবং এ জন্য তাদের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা আছে। এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন জাতি শুধুমাত্র রং তামাশা ও আমোদ প্রমোদের জন্যই উৎসব পালন করে থাকে। এর কোন দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। উপরন্ত এই সব উৎসবের ভিন্ন স্বাদ ও মাত্রা যোগ করার জন্য এর সাথে বিভিন্ন নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে জুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু মুসলমানদের ঈদের দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি রয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, আকিদাহ-বিশ্বাস এবং নৈতিক প্রান শক্তির প্রতিফলন ঘটে থাকে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এবং ইসলামই হলো, আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহনযোগ্য জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা কুরআন ও হাদিসের আলোকে পরিচালিত হয়। এটি পরিপুর্ণ ও স্বয়ং সম্পুর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে কোন কিছুই অন্যের থেকে ধার করে আনার কোন প্রয়োজন নেই। ফলে ইসলাম অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী ও সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক সংস্কৃতিও প্রতিপালন করে থাকে। শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনেই ইসলামের একটা স্বাতন্ত্র রয়েছে। রাসুল সঃ ইসলামের সাধারন হুকুমের বেলায়ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও আনুষ্ঠানিকতার সাথে পার্থক্য নিরূপনের জন্য আল্লাহরই নির্দেশক্রমে কিছুটা ভিন্ন রূপদান করতেন। আর এ কারনেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমকে শ্রেষ্ট জাতির মর্যাদায় আসীন করেছেন। আবহমান কাল ধরে মুসলিম জাতি পৃথিবীর এ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়ে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে । তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (সুরা আল ইমরান-১১০)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিই তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। যে জাতি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, ও তাহযীব-তমুদ্দনের প্রতি বেশী যত্নবান সে জাতি ততবেশী উন্নত। ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা একটি উন্নত জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যখনই কোন জাতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্যান্য জাতির বৈশিষ্ট্যকে অংশীদার করেছে তখনই জগাখিচুরী পাকিয়ে একটি হ-য-ব-র-ল মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট জাতি। কারণ মুসলিম জাতির রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ট জীবনাচরণ। যারা আল্লাহকে ভয় করতে চায়, তাদের পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে পথ চলার একমাত্র উত্তম গাইড হলো আল-কুরআন। যারা এ মহা গ্রন্থকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র নির্দেশীকা হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছে, তারা প্রকৃত পক্ষেই একটি মজবুত অবলম্বন ধারণ করেছে। তাই প্রতিটি মুসলিমের কথা বার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, চাল-চলন ও সমাজ-সংস্কৃতি তথা প্রতিটি কাজ ও আচরনই হতে হবে আল-কুরআনের পুর্ণ অনুসরণে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের এ সোনারবাংলা যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামকে পছন্দ করেন, ইসলাম অনুযায়ী নিজেদের সকল কিছু পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু গুটিকয় পরগাছা, মুসলিম নামের কলঙ্ক, যারা বিদেশীদের দালাল হিসাবে পরিচয় দিতে নিজেদের গর্ববোধ করেন, তারা তাদের দখলে থাকা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী অনুষ্ঠানগুলোকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। বিশেষ করে মুসলমানদের দুটি বৃহৎ পবিত্র উৎসব ঈদ তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ওপর এদের কালো থাবাটা অত্যন্ত মারাত্মক। তারা পবিত্র ঈদকে আজ বিজাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা এমনভাবে সাজিয়েছে যে, এর প্রকৃতরূপ জাতি এখন প্রায় হারাতে বসেছে। এর প্রভাব এতটাই কার্যকর হয়েছে যে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত ইসলামের পবিত্র ও সুস্থ এ সংস্কৃতিটির বিকৃতি সাধনে তৎপর। মনে হয় পবিত্র এ উৎসবের সাথে অসংখ্য বিজাতীয় ও অপবিত্র উৎসবের সংযোজন না ঘটালে ঈদের প্রকৃত আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। ঈদ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলো এমন সব উদ্ভট অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করেন, যা দেখলে দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটে। মনে করতে পারি না যে, এটি কি আসলে ৯০% মুসলমানের দেশের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ? এটি কি কোন মুসলমানের ঈদ উৎসব?না কি ভিনদেশের ভিন জাতির কোন উৎসব ? পৃথিবীর অন্যন্য জাতি-গোষ্ঠী তাদের বড় কোন উৎসবের অনুষ্ঠানমালায় আমাদের মত এ ধরনের মিশ্র উৎসব পরিপালন করতে তেমন একটা দেখা যায় না। হিন্দু জাতির বড় ধরনের উৎসব হলো দূর্গা উৎসব। কই কোথাও তো দেখা যায় না যে তারা আমাদের মত মিশ্রণ প্রিয় মুসলমানদের ন্যায় কিছু মুসলিম সংস্কৃতি, কিছু পশ্চিমা বা কিছু অন্যন্য জাতির সংস্কৃতি থেকে ধার করে নিয়ে এক সংমিশ্রন উৎসব পালন করতে। এ তো গেল আমাদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ঈদ উৎসবের কথা। আমাদের ব্যক্তি পর্যায় কিন্তু কোন দিক থেকে পিছিয়ে নেই।

জাহেলিয়াত যুগে ইবাদাতের সাথে মুশরিকী ও জাহেলী ক্রিয়া কর্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তা পালন করা হতো। বিশেষ করে হজ অনুষ্ঠানটি মেলা, সকল প্রকার তামাশা, উৎসব ও উলঙ্গপনাসহ পালিত হতো। আমরা এ গুলো থেকে কি কোন অংশে পিছিয়ে আছি ? আমরা বরং তার চেয়েও আগ বাড়িয়ে আমরা এমন কিছু কিছু রসম-রেওয়াজ প্রবর্তন করেছি. যেগুলো জাহেলিয়াতের প্রচলিত কুসংস্কারকেও হার মানায়। একটি মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাক্ওয়া অর্জনের কি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলাম? উচিৎ ছিল সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জন করবো, যাকে তাক্ওয়া বা তাক্ওয়ার শক্তি বলা হয়। সে শক্তির মাধ্যমে জীবন চলার বাঁকে বাঁকে শয়তান কর্তৃক পেঁতে রাখা অতি লোভনীয় বস্তুকে বর্জন করে ভাল কাজের জন্য অগ্রসর হতে পারবো। কিন্তু সাওয়ালের ২/৩ দিন ঈদ উৎসবের নামে যে পাগলামী শুরু হয়, তা দেখে শয়তানও মুছকী হাসে। শয়তান হয়ত অনেকটা চ্যালেঞ্জের স্বরে এমনটি বলতে পারে যে, একটি মাস আমাকে বন্দী করে রাখা হলেও আমি আমার এমন অসংখ্য যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করে এসেছি, যারা পুরো রমযানসহ ঈদ উৎসবে এমন সব উদ্ভট বিষয়ের প্রদর্শন বা উপস্থাপণ করবে, যা দেখে অনুভব করতে পারবেন রমযানের রোযা কতজনকে "তাক্ওয়ার" গুণের অধিকারী করতে পেরেছে। আল্লাহর রাসুল সঃ এ জন্যই বলেছেন: "কতক রোযাদার এমন রয়েছেন যাদের রোযা শুধু ক্ষুধা ছাড়া কিছুই দেয় না, কতক রাত্রি জাগরণকারী এমন রয়েছেন যাদের রাত্রি জাগরণ শুধু জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না। রাসুল সা: আরো বলেছেন," কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আলাহর কোন প্রয়োজন নেই।"

আমাদের ঈদ উৎসব দেখে রাসুল সঃ এ হাদীসটিই বেশী বেশী মনে পড়ে। রমযানের রোযার আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই তো রয়ে গেলাম। বরং রমযানে অতিরিক্ত কিছু কু-কাজ বেশী সংঘঠিত হয়েছে মাত্র। ঈদ উৎসব পালনের নামে আরো কিছু কুকাজ ও আচরণ দেখা যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যে পন্থা আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তদনুযায়ী আল্লাহর স্মরণ কর যদিও এর পুর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে।"(সুরা বাকারা ঃ ১৯৮)

এমনটি হওয়ার প্রকৃত কারণ হলো. আমরা সিয়াম সাধনায় মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পিছনে ঠেলে দিয়ে গতানুগতিক বা স্রেফ একটি অনুষ্ঠানই পালন করে এসেছি। ফলে এ লক্ষ্যহীন রোযা কোন কাজে আসেনি। যেমন লক্ষ্যহীন নামায খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারছে না, লক্ষ্যহীন যাকাত পবিত্রতা দান করতে পারছে না তেমনি লক্ষ্যহীন রোযাও তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করতে পারছেনা। তাই রমযান শেষে ঈদ উৎসবে এমন সব উদ্ভট কাজ আমরা করে থাকি যা দেখে মনে হয় না যে, এ লোকগুলো এই তো এই মাত্র আল্লাহর কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তাক্ওয়ার কোর্স শেষ করে বেরিয়ে এসেছে। বরং মনে হয় এই মাত্র শয়তান কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রশিক্ষণ কোর্স অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ করে এসেছে।

ইসলামী সংস্কৃতি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবনাদর্শের অবিচ্ছেদ্য অংশ্। কিন্তু আমাদের মুসলিম নামদারী কিছু কিছু লোক ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে এ দেশের ইসলামের পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে কুলষিত করছে। আল-কুরআনের আলোকে এরা পশু বা পশুর চেয়েও অধম। আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এ সংস্কৃতিকে এদেশে চালু করার প্রয়াস চালায়। আমাদের সচেতন মুসলমান এ সব ক্ষেত্রে অবচেতনারই পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এখনো চেতনা জাগ্রত করার সময় আছে। দয়া করে দেশ, জাতি ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিজাতীয় সংস্কৃতির ধ্বংস থেকে উদ্ধার করুন।

জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে মাসব্যাপী ইফতার আয়োজন

নিউইয়র্ক : প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে পবিত্র রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী ইফতার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডের স্বত্বাধিকারী এবং জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়ার উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়। রমজান মাসজুড়ে প্রতিদিনই এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ একত্রিত হয়ে ইফতারে অংশ নিচ্ছেন। ব্যস্ত প্রবাস জীবনের মাঝেও এই আয়োজন যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিন ইফতারের আগে উপস্থিত অতিথিদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা, খোঁজখবর নেওয়া এবং রমজানের তাৎপর্য নিয়ে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এক আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইফতার মাহফিলে এলাকাবাসীর সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, কবি, লেখক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডের চাকুরীজীবী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে বলে উপস্থিত অনেকেই মত প্রকাশ করেন।

আয়োজক সাকিল মিয়া বলেন, পবিত্র রমজান আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও সংযমের মাস। প্রবাসে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এবং সবাইকে একত্রিত করার লক্ষ্যেই প্রতিবছর এই ইফতার আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, "আমরা চাই প্রবাসে থেকেও সবাই যেন একসাথে রমজানের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারি। এই ইফতার আয়োজন সেই চেষ্টারই একটি অংশ।"

তিনি আরও জানান, মাসজুড়ে চলমান এই ইফতার মাহফিলে প্রতিদিনই নতুন নতুন অতিথি অংশ নিচ্ছেন, যা আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। উপস্থিত অতিথিরাও আয়োজকদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্যকে আরও জোরদার করে। রমজানের এই মাসব্যাপী ইফতার আয়োজনকে ঘিরে জ্যাকসন হাইটসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক উৎসব-

মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সাকিল মিয়ার আয়োজনে সহযোগিতা করেন আনোয়ার হোসাইন, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ সায়েম, আব্দুল্লাহ নোমান, আমির হামজা, শ্যামলসহ আরো অনেকে। ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মূলধারার নেতা ফাহাদ সোলায়মান, লেখক ও সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী, এলিট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম, লায়ন আহসান হাবিব, শিল্পী কামারুজ্জামান বকুল, সাপ্তাহিক ঠিকানা বার্তার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, দেশ পত্রিকার প্রকাশক মনজুর হোসাইন, সম্পাদক মিজানুর রহমান, খবর সম্পাদক ও প্রকাশক মশিউর রহমান মজুমদার, ফটো সাংবাদিক নীহার সিদ্দিকী, ইয়াসিন কে জয়, আমানত হোসাইন আমান, সারোয়ার বাবু, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাজু বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক গাজী সোহেল, মোহাম্মদ শফি, সাংবাদিক আবু নসর, ব্যবসায়ী মইনু চৌধুরী, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ সাঈদ এবং দেয়াল পত্রিকা ও নিউজনাউ সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান শিব্বীর আহমেদসহ কমিউনিটির আরও অনেকে।

ইফতার আয়োজন সম্পর্কে ফাহাদ সোলায়মান বলেন, "প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাকিল মিয়ার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।" লেখক ও সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ বলেন, "প্রবাসে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের ইফতার আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে কমিউনিটির মানুষের মধ্যে একধরনের পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয়।"

শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী বলেন, "রমজান আমাদের সংযম ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই ধরনের আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।" এলিট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুরুল আজিম বলেন, "এ ধরনের মহতী উদ্যোগ কমিউনিটির মানুষকে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।"

খবর সম্পাদক ও প্রকাশক মশিউর রহমান মজুমদার বলেন, "প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে এই ধরনের ইফতার আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রমজান আমাদের সংযম, সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ডে আয়োজিত এই মাসব্যাপী ইফতার কমিউনিটির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করছে।"ইফতারের মেনুতে ছিল খেজুর, ছোলা-বুট, মুড়ি, পেঁয়াজু, জিলাপি, শরবত, বিভিন্ন ফল, চিকেন নাগেট, হালিম, আম ভর্তা, তেহারি, খিচুড়ি ও মাংসসহ নানা পদের খাবার।এ আয়োজন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। রমজানজুড়ে চলমান এই ইফতার আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে উপস্থিত অতিথিরা মনে করেন।

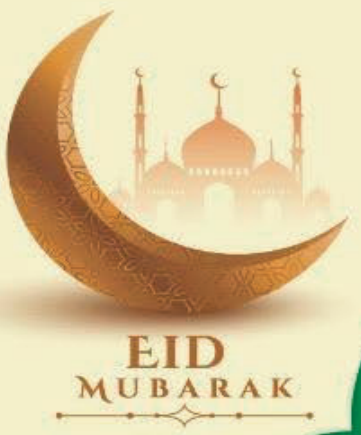

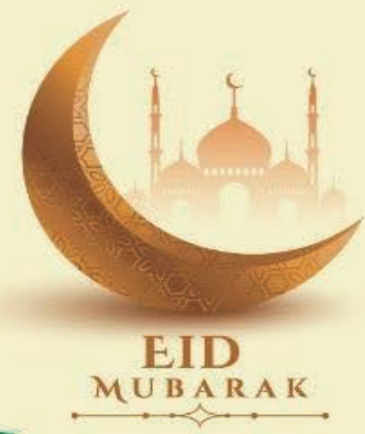

AMC

EID-UL-FITR JAMAT

19/20 MARCH 2026, THURSDAY/FRIDAY

1st Jamat	: 7:30AM	AMC Masjid
2nd Jamat	: 8:30AM	AMC Masjid
3rd Jamat	: 9:30AM	Rufus King Park
4th Jamat	: 10:30AM	Rufus King Park

INCASE OF RAIN ALL EID JAMATS WILL BE HELD IN MASJID

Make your contribution through online:

Zelle 929-519-5208

Check Payable to: **AMERICAN MUSLIM CENTER**

FITRA $15

WE ACCEPT FITRA, JAKAT & SADAQAH

Rawdhah Foundation
JANAZA & FUNERAL SERVICES
Please call for urgent help
Zelle: 718-908-9251
Janaza & Funeral Transport: Khorshed Alam 857-498-7488
118 Harbor Rd, Port Washington, NY 11050
Email: rawdanyc@gmail.com

Filzas Medical Care
Family Healthcare That Matters
83-15 Parsons Blvd, Jamaica, NY 11432
Tel: 929-397-3199 | Fax: 855-849-2193
www.Filzasmedicalcenter.org
SHAIKH J. AHMED, MD | FATIMA K. AHMED, MD
Family Medicine

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস
(NYC Registered)
Get married in Islamic way by
HAFEZ RAFIQUL ISLAM
Imam & Director, MMC
347-575-1110, 929-204-8448
IMAM ATAUR RAHMAN
Imam & Religious Teacher, AMC
929-361-0609
89-14, 150 St, Jamaica, NY 11435

American Muslim Center

TAHERA AL-QURAN ACADEMY

89-14, 150 St, Jamaica, NY 11435 929-361-0609, 347-575-1110, 917-204-3570, 929-204-8448
amcusa150@gmail.com www.amcdawa.org facebook.com/americanmuslimcenterofficial

ক্যালিফোর্নিয়ায় ঈদকে স্টেট স্বীকৃত ছুটি করতে বিল উত্থাপন

বাংলাদেশ ডেস্ক: মুসলিমদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসবঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে স্টেট স্বীকৃত ছুটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি নতুন বিল উত্থাপন করা হয়েছে।ম্যাট হেনি, যিনি সান ফ্রান্সিসকো-এর প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাসেম্বলি সদস্য, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিলটি উপস্থাপন করেন। 'ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাসেম্বলি বিল ২০১৭' নামে পরিচিত প্রস্তাবটি ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলি-তে উত্থাপন করা হয়।

বিলটির লক্ষ্য হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্টেট স্বীকৃত ধর্মীয় ছুটির মর্যাদা দেওয়া, যাতে মুসলিম শিক্ষার্থী ও কর্মীরা নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন।প্রস্তাবটি পাস হলে শিক্ষার্থীরা ঈদের দিনে স্কুল থেকে 'এক্সকিউজড অ্যাবসেন্স' পাবেন এবং কর্মীরা বিদ্যমান বেতনসহ ছুটি ব্যবহার করে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় পাঁচ লাখের বেশি মুসলিম বসবাস করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রকৌশলী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মচারী। তবে ঈদের সময় অনেক মুসলিম শিক্ষার্থীকে ক্লাস বা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার ঝুঁকি নিতে হয় এবং অনেক কর্মীকেই ব্যক্তিগত ছুটি বা বিশেষ অনুমতির ওপর নির্ভর করতে হয়।ম্যাট হেনি বলেন, ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈচিত্র্যময় অঙ্গরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও এখানকার বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলো এখনো রাজ্য আইনে স্বীকৃতি পায়নি। তার মতে, কোনো শিক্ষার্থীরই যেন ধর্মীয় পবিত্র দিন উদযাপন ও স্কুলে উপস্থিত থাকার মধ্যে বেছে নিতে না হয়।

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

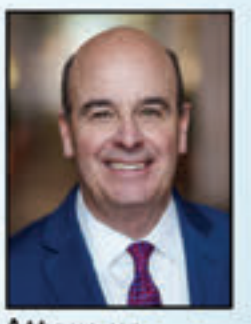
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

PRIME HEALTH NYC
FAMILY HEALTH & WELLNESS

Total Family Health
Vitamin Infusion
Regenerative Therapy
Anti-Aging & Wellness Clinic

PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES

JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995

BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028

www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace
Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

JMC

EID MUBARAK

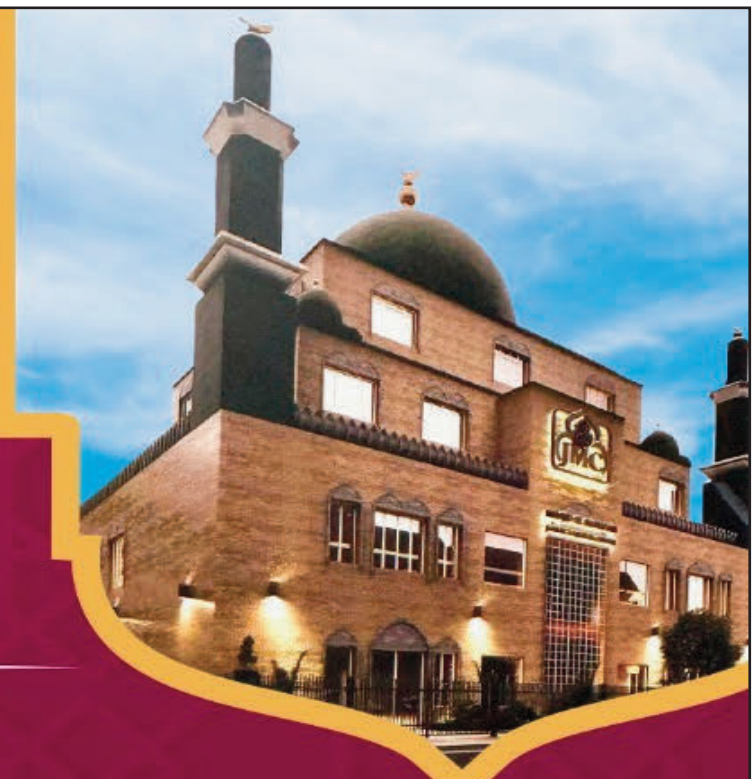

Jamaica Muslim Center

cordially invite you and your family to join us for the **Eid-ul-Fitr** prayer.

EID'S THREE JAMAAT

LOCATION: JMC

85-37, 168 Street Jamaica, New York 11432

Subject to Moon Sighting:

DATE: FRIDAY, MARCH 20, 2026

Worshippers are kindly requested to perform wudu from home, and bring their own prayer mats.

1ST JAMAAT: 8:00 AM

2ND JAMAAT: 9:00 AM

3RD JAMAAT: 10:00 AM

SISTERS ARE WELCOME AT ALL JAMAAT

JMC

JAMAICA MUSLIM CENTER

85-37, 168TH STREET, JAMAICA, NY 11432

TEL: 718-739-3182, FAX: 718-7394768, Web: jamaicamuslimcenter.org

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

এলো খুশির ঈদ

জনি সিদ্দিক

ঈদ মানে খুশি। একথা আমরা সবাই জানি। ঈদ আমাদের সবার মাঝে খুশির বান নিয়ে আসে। ঈদের দিন খুশির ভীড়ে সবাই নতুন নতুন জামা-কাপড় পরিধান করে। ঈদ সবার মাঝেই একটি নতুন পুলক সৃষ্টি করে। দুঃখ-দুর্দশা, ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক কাতারে দাঁড়ায়। আসলে এটাই ঈদের শিক্ষা। সবাই মিলে আনন্দ ফূর্তি করবে আর আল্লাহকে স্মরণ করবে এটাই মূল কাজ। কিন্তু আরেকটি কথা হলো যে, ঈদ কি সর্বজনীন? সকল মুসলিমের জন্যই কি ঈদ? আবার আমরা যারা মুসলিম বলে দাবি করি,তারা সবাই কি মুসলিম? যাক এতোকিছু বলবোনা। এর মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে। শুধু এতোটুকুই বলবো যে, যারা পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে, তারাই মুসলিম। যারা নামায, রোজা মানেনা তারা মুসলিম নয়। তারা যতই নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করুকনা কেনো!

বলছিলাম ঈদ কাদের জন্য? ঈদ হলো সিয়াম পালন কারীর জন্য। যিনি পুরো একটা মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা করেছেন শুধুমাত্র তার জন্যই এই ঈদ। আবার আমি একথাও বলতে পারি যে, ঈদ কোনো রোজাদারের জন্যও নয়। এ কথা শুনলে আপনারা অবশ্যই আমার ওপর রেগে যাবেন! কিন্তু এরও একটা কারণ আছে। আমরা সাধারণত আরবি 'সিয়াম/সাওম' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'রোজা' কে ব্যবহার করে থাকি। যদিও এটা ফারসি শব্দ। রোজা আর সিয়াম এর মাঝে সামান্য একটু অর্থগত মিল আছে। রোজা অর্থ হলোড় উপবাস থাকা, না খেয়ে থাকা, পানাহার না করা ইত্যাদি। আার সিয়াম বা সাওমের অর্থ হলোড় আত্ম সংযম করা, নিজেকে বিরত রাখা, রক্ষা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় সিয়াম হলোড় "সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য পাপাচার-গুনাহ, অন্যায়-অনাচার, অশ্লীল কাজ, যৌনসম্ভোগ, পানাহার থেকে বিরত থাকাই হলো সাওম বা সিয়াম। সিয়ামে যেহেতু পানাহার করা হয়না; সেহেতু একে রোজা হিসেবে গণ্য করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এতটুকুই মিল পাওয়া যায়! আর এই ছোট্ট মিলের পরিপ্রেক্ষিতেই শাইখ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে ইউসুফ বলেছেন– "আমরা অনেকেই রোজা রাখলেও সিয়াম থাকতে পারিনা। কারণ হলো, একটা মেয়ে পর্দা না করে রোজা বা উপবাস থাকতে পারে, কিন্তু সিয়াম থাকতে পারেনা! একটা লোক সকালে দাড়ি সেভ করে রোজা থাকতে পারে, কিন্ত সিয়াম থাকতে পারেনা! একটা সুদখোর সুদ খেয়ে রোজা থাকতে পারে, কিন্তু

সিয়াম থাকতে পারেনা! একটা মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলে রোজা থাকতে পারে, কিন্তু সিয়াম থাকতে পারেনা! একটা মানুষ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ যুক্ত গান শুনে রোজা থাকতে পারে, কিন্তু সিয়াম থাকতে পারেনা! কেননা, যদি কেউ নিজেকে গুণাহের কবল থেকে নিজেকে বিরত না রাখতে পারে তবে সেটাতো সিয়াম হতেই পারেনা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনড় "এমনও কিছু লোক আছে যাদের শুধু উপবাস-ই থাকা হয়, কিন্তু সিয়াম থাকা হয়না।" অতএব সিয়ামের নিয়তে না খেয়ে থেকেও পাপকার্য করলে তার রোজা হলেও সিয়াম পালন হবেনা!"

সুতরাং আমাদেরকে রোজা এবং সিয়াম দুটোই পালন করতে হবে। বলা হয় সিয়াম সাধনা, আর রোজা রাখা। আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে শরিয়ত মোতাবেক সিয়াম সাধনা করি, তবেই আমরা ঈদের সত্যিকারের মহত্ব বুঝতে পারবো। যিনি সিয়াম পালন করেননা তিনি কিভাবে ঈদের মহত্ব বুঝবেন? দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার কষ্টের পর আনন্দের মুহূর্ত হিসেবে ঈদ আল্লাহর তরফ হতে একটি নিয়ামত। এটা শুধুমাত্র সিয়াম পালনকারীর জন্যেই। কেননা সিয়াম সাধনায় অনেক কষ্ট করতে হয়। বুঝতে হয় ক্ষুধার কি কষ্ট! আর এর ফল স্বরুপ আমাদের ফিতরা দিতে হয়। যেন গরিবরাও আমাদের সাথে ঈদে সবাই সবার মত মিলেমিশে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ঈদুল ফিতরের মূল উদ্দেশ্যই এটা।

কিন্তু ঈদের সময় দেখা যায় কি? পুরো মাস যারা সিয়াম সাধনার ধারে কাছেও আসেনি, তারাই ঈদের দিন বেশি পুলকিত! তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেনো এই ঈদ শুধুমাত্র তাদেরই জন্যে! ঈদের দিন আসলেই নামধারী মুসলিমদের উৎপাত বেড়ে যায়। যতো ইসলাম বিরোধী কাজকর্ম আছে, মিডিয়ার মাধ্যমে তারা সব এনে হাজির করে মুসলমানদের চোখের সামনে! দেখা যায় সারা বছরের পাপকর্ম ঈদ পরবর্তী দুই-তিনদিনেই হয়ে যায়! এতে সিয়াম সাধনার সব গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত খরচের মহড়ায়, গরিবের চোখের জলে ভেসে যায় রোজার ঈদের শিক্ষা। সব সুখ প্রোথিত হয় হিমালয়ের নিচে ! অথচ ইসলাম কি তা করতে বলেছে?

না, তা ইসলাম কখনোই বলেনি। ইসলাম চায় একটা সুন্দর সমাজ। যেখানে থাকবেনা কোনো ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ আর 'আমিত্বের' বড়াই। সবাই মিলেমিশে থাকবে। ঈদের আনন্দ সবাই মিলে উপভোগ করবে। তাই আসুন আমরা সবাই সিয়াম সাধনা করি। ঈদের সময় আমরা আমাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃতি উপভোগ করি। সিয়ামের শিক্ষাকে পরিপূর্ণ কাজে লাগিয়ে একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ি। আল্লাহ তায়ালা যেনো আমাদের কবুল করেন। আমিন।।

পাখী ডাকা ভোরে

আশরাফ আহমেদ

লং আইল্যান্ডের পাখী ডাকা প্রভাতে
নীরব সুমধুর কল্পনায় হাতে রেখে হাত
মনে আঁকি প্রীতম আবেশ আলপনা
তুমি তো বুকেই মিষ্টি রোদেলা সুমনা।
মনোরাজত্বে আমার আলো অনুভব
আমাদের এ খেলায় নিরন্তর সদ্ভাব।

রমজান এলো নাজাত নিয়ে

শাহীন সুলতানা

রমজান এলো নাজাত নিয়ে
মুমিন ঝরাও পাপ,
খোদার রাহে দু-হাত তুলে
মন থেকে চাও মাফ।
মুনাজাতে অশ্রু ফেলে
তওবাতে দাও মন,
গীবত ছাড়ো সবার আগে
কাটাও সুখের ক্ষণ।
দমে দমে তসবিহ জপো
সকল পাপ হোক ক্ষয়,
খোদার দয়ার শ্রাবণ নামুক
এই পৃথিবীময়।
রহমতের মাসে মুমিন
মানো খোদার মত,
মাগফিরাতের রাস্তা ধরে
খুঁজো দ্বীনের পথ।
সালাত, সাওম, ফিতরা যাকাত
মানো মুসলমান,
প্রভু দিবেন নিজের হাতে
রোজাদারের মান।

জায়নামাজ

সোহানুজ্জামান মেহরান

হাত তুলেছি মাফ করে দাও
রাত কেটে যাক জায়নামাজে,
পাপ দরিয়া সাফ করে দাও
ক্ষমা আমি চাই নামাজে।
দিনদুপুরে রাতদুপুরে
যে পাপ আমায় খাচ্ছে কুরে
আখিরাতের ভীষণ ভয়ে
দাঁড়িয়ে পড়ি তাই নামাজে।
দাও উপহার সঠিক দিশা
যাক হারিয়ে অমানিশা-
সকল কাজের থেকে কেবল
তৃপ্তি আমি পাই নামাজে।
হাত তুলেছি মাফ করে দাও
রাত কেটে যাক জায়নামাজে,
দাও ভিজিয়ে রহম জলে
তোমারই গান গাই নামাজে।

আলবিদা

মোঃ রহমত আলী

মুমিন যারা কাঁদে তারা
সকাল দুপুর সন্ধ্যা বেলা
চুপিচুপি রাত্রিসারা
রোজা বিদায় দিশেহারা।
সেহেরী খেয়ে সালাত আদায়
ইফতার শেষে আবার সালাত
ভাগ্যবানের খতম তারাবি
না পারলে পড়ি সুরা তারাবি।
হিসাব মওকুফ রমজানে
হোক না যত খরচ প্রয়োজনে
কুরআন নাজিল এই মাহে
মুসলিম খুশি রমজানে।
আলবিদা আলবিদা
মাহে রমজান আলবিদা
আগামী বছর বছর ইয়া আল্লাহ
রাখতে দিও আবার সব রোজা।

শূন্যতার ঈদ

জাকির সেতু

ঈদ আসে প্রতি বছর
কষ্ট গ্লানি আর অভিমান বুকে নিয়ে
আমি কাকে বসতে দেব সামনে রাখা
একটি নিঃসঙ্গ চেয়ারে
সেখানে বসার অধিকার যেন মাত্র একজনেরই।
দুঃখ,না অভিমান
কাকে ডাকি পাশে?
ভাবতে ভাবতেই ঈদ পেরিয়ে যায়
দীর্ঘ পথের মতো নিঃশব্দে।
আমার কিছুই কেনা হয় নাড়
না বাবার পাঞ্জাবি
না মায়ের শাড়ি
না বোনের কাচের চুড়ি।
গত ঈদেও
বাবার শূন্যতায় কেঁদেছিল বাতাস।
হয়নি কেনা
নতুন জামা ফিরনি,পায়েস ,মাখন কিংবা দধি।
হাজার ক্রোশ উড়ে চলা
ক্লান্ত পাখির চোখেও
আমি অভিমান দেখিনি
যত অভিমান জমে আছে
আমার হৃদয়ের গভীরে।

আনা সায়িমুন

মান্নান নূর

কোমল আওয়াজে সাহরিতে ঘুম ভাঙে।
মুমিন হৃদয় দুধ-সাদা নহরের মতো।
একেকটা লুকমায় একেক বছরের সওয়াব।
প্রভুর করুণার ভারে নুয়ে গেছে গাছ,
ঝুলে আছে চাঁদ মাথার উপরে।
তারারা তসবিহ জপে, তুমিও মিলে যাও।
একাত্ম হও প্রকৃতির নীরব রাতের আলো-অন্ধকারে।
দূর মিনার হতে তোমার নাজাতের ঘোষণা আসে–
"রাইয়্যান"-এ।
সবার আগে তোমার বিনয়ের মাথা,
ডান হাতের ফলকে লেখা–
"আনা সায়িমুন।"

হাত বাড়িয়ে দাও

মজনু মিয়া

কাউকে আল্লাহ রাজা করে পাঠায় না এই ধরায়
কর্মফলে অধিক বাড়ে সত্য ন্যায়ের গড়ায়।
শিশু যখন জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে
এসেই কাঁদে খুব করে সে সোহাগে যে হাসে।
রাজা হয় প্রজা হয় কেউ বা হয় দুঃখের ভাগী
সুখে থাকে দুখে থাকে শান্ত কেউ বা হয় রাগী।
সহায় সম্বল হারা মানুষ তাদের বাঁচার সাধ হয়
তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে হওয়া চাই সদয়।
আনন্দ উল্লাস করার ইচ্ছে তাদের মনে আছে
উৎসবে আমোদে মেতে থাকতে সবার কাছে।
অর্থ কড়ি যাদের আছে এগিয়ে আসি মায়ায়
তারাও ভালো দিন কাটিয়ে হাসুক একটু দয়ায়।

প্রণয়ের প্রাচীর!

রকিবুল ইসলাম

একদিন!যেদিন তুমি চাইবে হারিয়ে যেতে,,,!
আমার প্রতি শত সহস্র অভিযোগের তীর তাক করে।
আমি হতাশ হব না একটুও,বিশ্বাস কর!
আমার ভাবনার উঠোনে বিন্দু বিন্দু করে বেড়ে ওঠা ভালবাসা তুমি!
হৃদ পিঞ্জরে লুকানো তোমারে কিভাবে হারাতে দিই বলতো?
পাহাড় কেটে দেয়াল বানিয়ে রাখব লুকিয়ে তার মাঝে।
সকাল সাঁঝে প্রতি ক্ষণে দেখব তোমায়!
অহর্নিশি ছোঁব তোমায় আত্মার খেয়ালে।
কথা দিলাম!
যাবে না হারিয়ে কভু অলক্ষ্যের অতল গহ্বরে।
রেখে দিব তো
মায় মন মাঝারে প্রণয়ের প্রাচীর গড়ে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
INDIAN VISA
ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
QATAR
TURKISH AIRLINES
718-721-2012
IATA
Approved
আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।
নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Digital Travel Astoria
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com
We are on Facebook

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ‘একটি প্রশ্ন’ স্বপ্ন বিষয়ক এক অনিষ্পন্ন সমাধান

নাবিল নিশাত

এই কবিতাটি পড়তে বসলে মনে হয় না কেউ কবিতা লিখেছেন। মনে হয় একজন মানুষ রাত আড়াইটায় বিছানায় উঠে বসে একা একা ভাবছেন, আর সেই ভাবনাটা কোথাও লিখে রেখে গেছেন। এই স্বাভাবিকতাই কবিতাটির সবচেয়ে বড় শক্তি।

কবি এখানে দার্শনিক প্রশ্নকে ঠেলে দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মধ্যে দিয়ে। ফিটবিট। হার্টরেট ১৩২। ট্রেডমিল। আট কিলোমিটার। এই শব্দগুলো কবিতায় সচরাচর আসে না। কিন্তু এখানেই কবির বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। এই যন্ত্রের ভাষা, এই সংখ্যার নির্ভুলতা দিয়েই তিনি তৈরি করছেন তাঁর সবচেয়ে বড় প্রশ্নের ভিত্তি। যেন বলছেন –আমি আবেগ থেকে বলছি না, ডেটা থেকে বলছি। এবং এই ডেটাই আমাকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

ক. শুরুর তিনটি লাইন

‘প্রায়শই মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়, / সেদিনও, / রাত তখন আড়াইটা, জেগে উঠি।’

“প্রায়শই” –এই শব্দটি দিয়ে কবি জানিয়ে দিচ্ছেন এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই রাত্রিজাগরণ তাঁর জীবনের একটা নিয়মিত অংশ। তারপর “সেদিনও” –মাত্র দুটো শব্দ, আলাদা লাইনে। এই বিরতিটা ইচ্ছাকৃত। পাঠককে একটু থামানো, একটু প্রস্তুত করা। এরপর “রাত তখন আড়াইটা” –এই নির্দিষ্টতাটা গুরুত্বপূর্ণ। কবি বলছেন না “গভীর রাতে”, বলছেন “আড়াইটা”। এই সময়টা পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ সময়। না রাত, না ভোর। এই সময়ে মানুষ সবচেয়ে একা, এবং সবচেয়ে সৎ।

খ. স্বপ্নের দৃশ্য

‘একজন আততায়ী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাড়া করছিল, / আমি প্রাণপন দৌড়াচ্ছিলাম, / ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে যায়।’

“আততায়ী” শব্দটা লক্ষনীয় । “ডাকাত” নয়, “শত্রু” নয় –আততায়ী। এই শব্দে একটা উদ্দেশ্যমূলক হত্যার ইঙ্গিত আছে।

এই লোক শুধু ভয় দেখাতে আসেনি, মারতে এসেছে। এবং “প্রাণপন” –প্রাণ বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়। এটা স্বপ্নের সবচেয়ে আদিম আতঙ্ক –মৃত্যুর মুখ থেকে পালানো। এবং “ঠিক তখনই” –ঘুম ভাঙে সেই চরম মুহূর্তে। কবি বাঁচলেন কিনা স্বপ্নে, জানা গেল না। কিন্তু শরীর জানে সে দৌড়েছিল।

গ. শরীরের সাক্ষ্য

‘জেগে ওঠার পর খুব হাঁপাচ্ছিলাম, / সত্যি সত্যি দৌড়ালে মানুষ যেভাবে হাঁপায়, সেইরকম, / খুব ক্লান্তিও বোধ করছিলাম।’

এই তিনটি লাইন কবিতার দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করে। “সত্যি সত্যি দৌড়ালে মানুষ যেভাবে হাঁপায়, সেইরকম” –কবি নিজেই তুলনাটা করছেন। তিনি বলছেন না “মনে হচ্ছিল দৌড়েছি”, বলছেন “সত্যিকারের দৌড়ের মতো”। এই সততাটা অসাধারণ।

তিনি নিজেই প্রমাণ হাজির করছেন, নিজের বিরুদ্ধে যুক্তি তৈরির জন্য। এবং “ক্লান্তি” –শরীর শ্রম দেয়নি, তবু ক্লান্ত। এই ক্লান্তিটাই পুরো কবিতার রহস্য।

ঘ. বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

‘আমার বাঁ হাতে ফিটবিট-ওয়াচ আছে,/ ডাক্তারের পরামর্শে আজকাল হার্টরেট মনিটর করি।’

“ডাক্তারের পরামর্শে” –এই ছোট্ট তথ্যটা অনেক কিছু বলে। কবির হৃদযন্ত্রের অসুখ আছে সম্ভবত, অথবা বয়সের কারণে সতর্কতা। তিনি শুধু দার্শনিক নন, তিনি একজন বয়স্ক মানুষ যিনি নিজের শরীর নিয়ে সচেতন। এই প্রাসঙ্গিকতাটা কবিতাকে আরো মাটির কাছাকাছি রাখে। মৃত্যুর চিন্তা তাঁর কাছে বিমূর্ত নয়, শারীরিক বাস্তবতা।

‘ঘুমের মধ্যে আমার রেস্টিং হার্টবিট থাকে সাধারণত

ষাট, / অথচ তখন তা উঠে গিয়েছিল ১৩২-এ’

“সাধারণত ষাট” বনাম “১৩২” –এই সংখ্যার বৈপরীত্যটা চোখে লাগে। ষাট শান্তির সংখ্যা, বিশ্রামের সংখ্যা। ১৩২ প্রায় দ্বিগুণ –আতঙ্কের সংখ্যা, লড়াইয়ের সংখ্যা। এবং এই সংখ্যাটা মিথ্যে বলে না।

যন্ত্র মিথ্যে বলে না। শরীর মিথ্যে বলে না।

এখানেই কবির প্রশ্নের শক্তি –তিনি অনুভূতির কথা বলছেন না, ডেটার কথা বলছেন।

‘আমি যখন ট্রেডমিলে আট কিলোমিটার গতিতে দৌড়াই / তখনই কেবল এইরকম হার্টবিট ওঠে।’

এই দুটো লাইন পুরো যুক্তিটাকে সিল করে দেয়। ট্রেডমিলে আট কিলোমিটার –এটা নির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, বাস্তব পরিশ্রম। এবং স্বপ্নের দৌড় একই ফলাফল দিয়েছে।

তাহলে শরীরের কাছে দুটো কি আলাদা? শরীর কি বুঝতে পেরেছে কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব? পারেনি। এটাই প্রশ্নের জন্ম।

ঙ. বিছানায় উঠে বসার দৃশ্য

‘আমি তখন মাথার বালিশটা হেডবোর্ডের সঙ্গে খাড়া করে রাখি, / শোয়া থেকে উঠে হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হই, / বাঁ হাতে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা টেবিলল্যাম্পের আলো জ্বালি, / পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক পানি খাই।’

এই চারটি লাইনে কোনো দর্শন নেই, কোনো রূপক নেই। শুধু ক্রিয়া –বালিশ খাড়া করা, হেলান দেওয়া, বাতি জ্বালানো, পানি খাওয়া। কিন্তু এই সাধারণ ক্রিয়াগুলোই কবিতাটাকে বাঁচিয়ে রাখে।

এগুলো না থাকলে পরের দার্শনিক উড়ানটা ভাসাভাসা লাগত। এই দৃশ্যটা বলছে –এই মানুষটি আমাদের মতোই। তিনি রাতে উঠে পানি খান। এবং তারপরও তাঁর মাথায় এত গভীর প্রশ্ন আসে।

“পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক পানি খাই” –পানি খাওয়াটা এখানে প্রতীকীও।

শুকনো গলা ভেজানো, আতঙ্ক থেকে ফেরা। ভয় পেলে মানুষ পানি খায় –এটা সবচেয়ে মানবিক ক্রিয়া।

চ. কেন্দ্রীয় প্রশ্ন!

‘এরপর চোখ বন্ধ করি, এবং একটি গভীর ভাবনায় ডুব দিই।’

এই লাইনটা একটা দরজার মতো। এপাশে শরীর, ওপাশে মন। চোখ বন্ধ করা মানে বাইরের পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া এবং ভেতরের পৃথিবীতে প্রবেশ করা। “ডুব দিই” –ভাসা নয়, ডুব। গভীরে যাওয়া। এই লাইনের পরেই কবিতার চরিত্র বদলে যায়।

‘স্বপ্ন যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমি ক্লান্ত হবো কেন? / আমার হার্টবিট সত্যি দৌড়ের মাত্রায় উঠে যাবে কেন?’

এই দুটো প্রশ্ন পুরো কবিতার হৃদয়। এখানে একটা সহজ কিন্তু অকাট্য যুক্তি আছে।

প্রাচীন দার্শনিকরা বলেছেন জীবন স্বপ্নের মতো –কিন্তু তারা এভাবে প্রমাণ করেননি।

কিন্তু কবি বলছেন –তোমরা যুক্তি দিয়ে বলেছ, আমি শরীর দিয়ে অনুভব করেছি।

দুটো প্রশ্নই আসলে একটাই প্রশ্ন –বাস্তবতার মানদণ্ড কী? তাহলে স্বপ্নের মধ্যে যা ঘটে তা মিথ্যে নয়।

এটি একটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু আসলে এটি আরেকটি প্রশ্নের দরজা খুলে দেয়। স্বপ্ন সত্য –এটা মেনে নিলে পরের প্রশ্নটা আসতেই হয়। তাহলে জাগরণও কি একটা স্বপ্ন?

ছ. জীবনের কর্মপরিধির তালিকা

‘এই যে আমরা বেঁচে আছি, সংসার করছি, চাকরি করছি, / বাজার করি, গাড়ি চালাই, / পান, সঙ্গম করি, সন্তানের পিতামাতা হই, বেড়াতে যাই’

এই তালিকাটা একটা বিশেষ ক্রমে সাজানো। শুরু হচ্ছে সামাজিক পরিচয় দিয়ে –সংসার, চাকরি। তারপর দৈনন্দিন কাজ –বাজার, গাড়ি। তারপর হঠাৎ শরীর –পান, সঙ্গম। তারপর সম্পর্ক –পিতামাতা। তারপর আনন্দ –বেড়ানো।

এই পুরো তালিকাটা মানবজীবনের একটা সংক্ষিপ্তসার। এবং কবি এই সবকিছুকে একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন –এর কোনোটাই কি স্বপ্নের চেয়ে বেশি সত্য?

“পান, সঙ্গম” –এই দুটো শব্দ কবিতায় একটু আচমকা আসে। ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ এগুলো শরীরের সবচেয়ে আদিম চাহিদা। যদি এই অভিজ্ঞতাগুলোও স্বপ্ন হয়, তাহলে কিছুই আর বাদ থাকে না।

জ. সম্ভাবনার দিকে যাত্রা

‘এমনকি হতে পারে না, এর পুরোটাই একটা স্বপ্ন, / আমরা একটা লম্বা ঘুমের মধ্যে আছি?’

“এমনকি” –এই শব্দটা একটা সাহসী পদক্ষেপ। কবি বলছেন, আমি এতদূর পর্যন্তও ভাবতে রাজি আছি। এটা সংশয়বাদের চূড়া। এবং “লম্বা ঘুম” –জীবনটাকে একটা দীর্ঘ ঘুম হিসেবে দেখা।

এই রূপকে জীবন তার গুরুত্ব হারায় না, বরং একটা নতুন মাত্রা পায়।

‘অথবা যাকে আমরা মৃত্যু বলছি সেটিও কেবল একটি দীর্ঘ ঘুম, / সেই ঘুমের মধ্যেই একটি অনন্ত স্বপ্নের শুরু হবে’

এখানে কবিতার সবচেয়ে সুন্দর মোড়। জীবন স্বপ্ন হলে মৃত্যু ঘুম, আর ঘুমের মধ্যে আবার স্বপ্ন।

“অনন্ত স্বপ্ন” –এই দুটো শব্দে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে। যে স্বপ্নে ক্লান্তিও সত্য, আনন্দও সত্য –সেই স্বপ্ন যদি অনন্ত হয়?

ঝ. শেষের পঙক্তিমালা *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
Sleep and Lung Center

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায়
এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি

এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights

70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

নিউইয়র্ক সিটিতে দারিদ্র্য বেড়ে নতুন রেকর্ড

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে দারিদ্র্যের হার নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। সর্বশেষ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শহরের প্রায় ২২ লাখ বাসিন্দা বর্তমানে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছেন, যা মোট জনসংখ্যার চারজনের মধ্যে একজনেরও বেশি। সোমবার প্রকাশিত দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, টানা তৃতীয় বছরের মতো শহরে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে এই হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। এ হার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গড়ের (প্রায় ১৩ শতাংশ) প্রায় দ্বিগুণ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে শহরে প্রায় ১৭ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক এবং সাড়ে চার লাখ শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। প্রায় তিন হাজার পরিবারের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যেখানে খাদ্য, বাসস্থান এবং বিদ্যুৎসহ মৌলিক চাহিদাগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এমন পরিবারে বসবাস করেন, যেখানে অন্তত একটি মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গবেষকদের মতে, ২০২৪ সালে শহরের অনেক পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক সংকট প্রায় স্বাভাবিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

দারিদ্র্যবিরোধী সংগঠনের প্রধান রিচার্ড বুয়েরি বলেন, "মানুষের মাথার ওপর ছাদ থাকা, পর্যাপ্ত খাবার জোগাড় করা কিংবা বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করাড়এসব কোনো বিলাসিতা নয়; এগুলো মৌলিক অধিকার।"তিনি আরও জানান, সরকারি সহায়তা পাওয়ার শর্তও দিন দিন কঠোর হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির নতুন কর্মসংস্থানভিত্তিক যোগ্যতার নিয়মের কথা উল্লেখ করেন, যা চলতি মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এসব শর্ত কঠোর হওয়ায় ভবিষ্যতে আরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

জ্যাকসন হাইটসে লায়ন্স ক্লাব'র খাদ্য বিতরণ

নিউইয়র্ক:নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র উদ্যোগে রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ মার্চ মঙ্গলবার দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল (এমজেএফ)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন মাদাদি সি, সাবেক লায়ন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আমাদু সি, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লায়ন মতিউর রহমান, সদ্য বিদায়ী সভাপতি লায়ন রকি আলিয়ান, সাবেক সভাপতি লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সেক্রেটারি লায়ন মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার, লায়ন ফাহাদ সোলায়মান, ট্রেজারার লায়ন মাসুদ রানা তপন।

ক্লাব সভাপতি জেএফএম রাসেল তার বক্তব্যে বলেন, রমজান আমাদের সংযম, সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে আমরা সেই শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে কমিউনিটির সুবিধা বঞ্চিত মানুষজন ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারেন। সাবেক সভাপতি রকি আলিয়ান বলেন, প্রবাসে থেকেও আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যাই না। এ ধরনের উদ্যোগ আমাদের কমিউনিটির ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করবে। সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ তার বক্তব্যে বলেন, মানবসেবাই লায়ন্স ক্লাবের মূল লক্ষ্য। আমরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখব। ক্লাব সেক্রেটারি মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার বলেন, এই আয়োজন সফল করতে ক্লাব সদস্যরা আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। কমিউনিটির সহযোগিতাই আমাদের শক্তি, ২০২৫-২০২৬ সালে লায়ন্স ক্লাব মানবসেবায় ৬০টিরও বেশি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

ট্রেজারার মাসুদ রানা তপন বলেন, সচ্ছলদের সহায়তায় আমরা প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। অনুষ্ঠানের কনভেনিং কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুল ইসলাম বলেন, রমজানের এই পবিত্র সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।কনভেনর মোহাম্মদ কামরুজ্জমান বলেন,এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা।" সদস্য সচিব অনিক রাজ বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচি সফল হয়েছে। ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

অনুষ্ঠানে সহ- কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লায়ন আবদুর রশিদ বাবু, প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন লায়ন জাহিদ আলম। সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন লায়ন হাসান জিলানি (এমজেএফ) এবং সহ-সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লায়ন মোঃ রুহুল আমিন, লায়ন কামরুল মজুমদার, লায়ন এএসএম উদ্দিন এবং লায়ন মঈনুদ্দিন তুহিন। এছাড়াও সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লায়ন এএফএম জামান, লায়ন জাহাঙ্গীর আলম জয়, লায়ন মিজানুর রহমান, লায়ন তরিকুল ইসলাম মিঠু, লায়ন মোহাম্মদ খান (ডিউক), লায়ন রফিকুল ইসলাম ডালিম, লায়ন সৈয়দ কিবরিয়া, লায়ন এহসানুল হক বাবুল,লায়ন নার্গিস রহমান, লায়ন কাজী নাহার, লায়ন মোহাম্মদ সুমন মাহমুদ প্রমুখ।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক

জ্যামাইকা ফার্মেসী

আমরা এখন নতুন করে

সিভিএস কেয়ারমার্ক-

এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি

Now we accept CVS CAREMARK

✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care

✓OTC Card

আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances

ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়

JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333

168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973

E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন

www.weeklybangladeshusa.com

ঈদে আরটিভিতে আসছে কাজী জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় ‘ঈদ আনন্দ আড্ডা’

কবি কাজী জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় জঞ্ঠ-তে আসছে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ঈদ-আনন্দ আড্ডা। অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং হয় আরটিভির নিউইয়র্ক স্টুডিওতে। শৈত্যপ্রবাহ উপেক্ষা করে ইফতারি ও তারাবীর পরে গভীর রাতে রেকর্ডিং স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়া শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার টানে তারা ছুটে যান। অনুষ্ঠানটির ভিত্তি নির্মিত হয় বাংলা কবিতা দিয়ে। আবৃত্তি করেছেন আহসান হাবিব, হোসেন শাহরিয়ার তৈমুর, দুররে মাকনুন নবনী, ফাতেমা শাহাব রুমা। দুটি যুগল আবৃত্তি ছাড়াও সকলেই বেশ কিছু একক আবৃত্তি উপহার দেন। কবিতা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেশের ও প্রবাসের ঈদ নিয়ে মজার আড্ডা হয়। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব পালন করেন বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। রেকর্ডিংয়ের পুরো সময় জুড়েই RTV-র সিইও সৈয়দ আশিক রহমান স্টুডিওতে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের মান পর্যবেক্ষণ করেন। এই অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থাপক তার ভেরিফায়েড ফেইসবুকে লেখেন, ‘আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে রেকর্ডিং শেষ হবার পর যখন দেখি সকলের মুখে সন্তুষ্টির তৃপ্তি। এভাবেই আমরা দূর পরবাসে বাংলা সংস্কৃতির শেকড় বিস্তৃত করতে নিরলস কাজ করে যাবো। আমাদের সঙ্গে থাকবেন, নিয়মিত দেখবেন RTV-র অনুষ্ঠান।’ তিনি আরো লেখেন, ‘২০০৯ সালে ‘সারমেয়’ নামে আমার লেখা একটি গল্প থেকে ঈদের বিশেষ নাটক প্রচার হয়েছিল জঞ্ঠতে, সেটি পরিচালনা করেন রেদোয়ান রনি।’

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

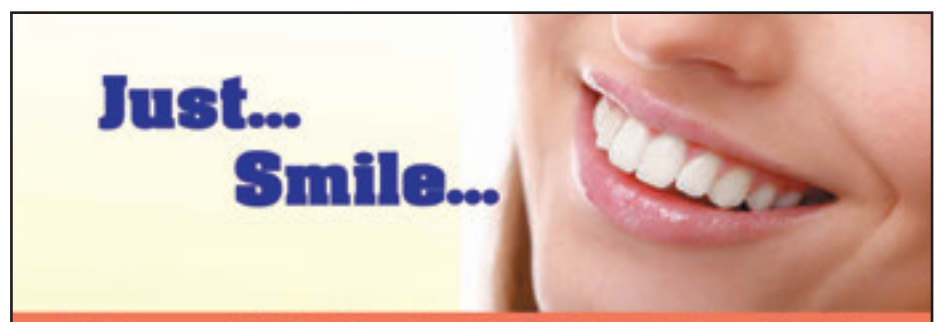

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

জ্যামাইকায় 'জীবন'র বার্ষিক ইফতার-ডিনার অনুষ্ঠিত

নিউইর্য়ক: সিটির কুইন্সে বসবাসরত বাংলাদেশি অফিসারদের অন্যতম সংগঠন জ্যামাইকা ইন্টিগ্রেডেট বাংলাদেশি অফিসার্স নেটওয়ার্ক (জীবন) এর উদ্যোগে বার্ষিক ইফতার ও ডিনার গত ১৩ মার্চ শুক্রবার হি-লসাইড এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন নি-উইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের চিফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, ভালো'র প্রতিষ্ঠাতা সিইও শাহরিয়ার রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ডিটেক্টিভ মাসুদুর রহমান, অক্সিলিয়ারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সাঈদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সার্জেন্ট মেহেদী মামুন ও অফিসার মামুন সর্দার। আরও উপস্থিত ছিলেন সার্জেন্ট হোসাইন, ট্রাফিক সু-পারভাইজার অনিক ইসলাম, অফিসার মাকিজ, আহসান, লোকাল ১১৮২ এর কুইন্স-ব্রংক্স ডেলিগেট পঙ্কজ রয়সহ সংগঠনটির অন্যান্য সদস্য, ব্রক্সস ব্রাদারহুড এবং আমেরিকান বাংলাদেশি ল'এনফোর্সমেন্ট সোসাইটির সদস্যরা ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এনওয়াইপিডির ১০৪ প্রিসিঙ্কটের ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী ও সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত ডিটেক্টিভ রাসিক মালিক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, পবিত্র রমজান মাসে জীবন এর ইফতার-ডিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। শক্তিশালী কমিউনিটি বিনির্মানে জীবনের এমন উদ্যোগ মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং কমিউনিটির সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও মজবুত করে তুলবে। বিশেষ অতিথি শাহরিয়ার রহমান বলেন, জ্যামাইকা ও আশপাশের নেইবারহুডগুলোতে বসবাসরত বাংলাদেশি অফিসারদের এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কমিউনিটির সাথে সংগঠনটির সম্পর্কের উন্নয়ন তথা সম্প্রীতির বন্ধন কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত সুফল বয়ে আনবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মীর বাশার, রাসিক মালিক, মাসুদুর রহমানসহ আরও অনেকে। বক্তারা শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। সংগঠনের সভাপতি ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী জানান, জ্যামাইকা ও তার আশেপাশের এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বসবাসরত অফিসারদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে জীবনের পথচলা শুরু। সংগঠনটির সদস্যরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে অতীতেও বিভিন্ন সফল উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় আজকের ইফতার মাহফিলের আয়োজন ।

সিলেট এমসি অ্যান্ড গভ. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় অবস্থিত হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট-এ সিলেট এমসি অ্যান্ড গভঃ কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে ইফতার মাহ-ফিল গত ১৪ মার্চ শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান উপস্থিত অতিথি ও সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ শিপু।পবিত্র মাহে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক, সাবেক প্রভাষক ও লেখক ম. আমিনুল হক চুন্নু।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এবং দোয়া পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ মোঃ আকমল হোসেন খান।ইফতার মাহফিলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল মুকিত চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ইয়েমিন রশীদ ও নিজাম উদ্দীন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আল-আমিন জামে মসজিদের সভাপতি মোঃ শাহাব উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বেলাল উদ্দিন, আজাদ উদ্দিন, আলতাফ চৌধুরী ইসপা, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি সাখাওয়াত আলী ও রেজাউল করিম রেজু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আসিফ চৌধুরী, সাবেক ট্রাস্টি বদরুল আলমসহ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দড় মাহফুজুল বারী চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহমেদ, জিয়াউস শামস এলেন, মোঃ সেলিম আদমজী, রেজাউস সামাদ এবং আজীবন সদস্য মোঃ মোতাহের হোসেন।সাধারণ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এহতেশাম কে চৌধুরী, বশীর উদ্দিন, জাফরুল ইসলাম, আলী আজমল রিয়াজী প্রমুখ।

এছাড়াও সিলেটের বিশিষ্ট রিয়েলটর ও আপন বিল্ডার্স-এর কর্ণধার আশরফ উদ্দিন কালাম এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ আতিকুর রহমানসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ১৯৬৯ ব্যাচের মোঃ খলিল আহমদ সংগঠনের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

অ্যালামনাই সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ইফতার মাহফিলটি প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে ওঠে।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট হাউজে ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলি হাউসে আগামী ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ ডে' উদযাপন করা হবে। ১০ম বারের মতো নিউইয়র্ক স্টেটের রাজধানী আলবেনিতে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে 'বাংলাদেশ ডে' হিসেবে। এ উপলক্ষে ওই দিন আলবেনির ক্যাপিটল হিলে পুনরায় উড়বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

'বাংলাদেশ ডে' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে গত ৭ মার্চ ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকার হাসান চাই-নিজ রেস্টুরেন্টে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুস শহীদ এবং পরিচালনা করেন মো. শামিম মিয়া। এতে বক্তব্য রাখেন জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব আলম, রোকন হাকীম, শামিম আহমেদ, শেখ জামাল হোসেন, মনজুর চৌধুরী জগলুল, এ ইসলাম মামুন, নূরে আলম জিকু, কাজী রবি উজ্জামান, নুরুল ইসলাম মিলন, মুনতাসিম বিল্লাহ তুষার, সরাফত আলী পাটোয়ারী মাস্টারসহ অনেকে।দিবসটি উদযাপনের জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে জুনেদ আহমেদ চৌধুরীকে। কো-চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন রোকন হাকীম, সামাদ মিয়া জাকারিয়া ও এইচ এম ইকবাল।

আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মো. শামিম মিয়া এবং যুগ্ম আহ্বায়ক শামিম আহমেদ। প্রধান সমন্বয়কারী মনজুর চৌধুরী জগলুল। সমন্বয়কারী হিসেবে রয়েছেন নূরে আলম জিকু, কাজী রবি উজ্জামান, নুরুল ইসলাম মিলন ও মুনতাসিম বিল্লাহ তুষার। সদস্য সচিব এ ইসলাম মামুন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব রেজা আব্দুল্লাহ।

কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ এন মজুমদার। উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন আবদুস শহীদ, আবদুল হাসিম হাসনু, আবদুর রহিম বাদশা, সাখাওয়াত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, শেখ জামাল হোসেন, খবির উদ্দিন ভূইয়া, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এ খালেক, ইমরান শাহ রন, সাইদুর রহমান লিংকন, অ্যাডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক ও সরাফত আলী পাটোয়ারী মাস্টার। সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইসকান্দর আলী মিন্টু, জামাল আহমদ, জহিরুল ইসলাম, কলি চৌধুরী, সাদিকুর রহমান প্রমুখ।

উদযাপন কমিটির মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মাহবুব আলম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা)। সভায় 'বাংলাদেশ ডে' সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবারও নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে 'বাংলাদেশ ডে' উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্টেটের পক্ষ থেকে পূর্ণ মর্যাদায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হবে। সিনেট হাউজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আলবেনি হলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মানে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেখানে গুণীজনদের সম্মাননা প্রদান এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এদিন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি প্রস্তাব (রেজুলেশন) গ্রহণ করা হবে। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, গীতা ও বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে সিনেটের অনুষ্ঠান শুরু হবে। পাশাপাশি পরিবেশিত হবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। এদিন সিনেট গ্যালারি বাংলাদেশিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপের ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : রমজান উপলক্ষে ধর্মীয় আমেজে মূলধারার রাজনীতিক, জনপ্রতিনিধি আর প্রবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ (বাগ) আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন ইউএস কংগ্রেস সদস্য নাদিয়া ভেলাজকুইজ। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সাবেক ইউএস কংগ্রেসম্যান জামাল বোওম্যান। গত ১০ মার্চ মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান টেরেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেস সদস্য নাদিয়া ভেলাজকুইজ ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, আমেরিকা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। তিনি আমেরিকান নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য সব কমিউনিটির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী নির্বাচনে আমি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। তবে আমেরিকানদের অধিকার আদায়ে মাঠে থাকবো, আপনাদের পাশে থাকবো। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান, মেয়র অফিসের প্রতিনিধি নিসা আগাওয়াল ও ফার্স্ট ডেপুটি কমিশনার জাগপ্রীত সিং।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন- বাগ সভাপতি জয়নাল আবেদীন, নিউইয়র্ক মুসলিম অ্যাকশন নেটওয়ার্ক-এর মীর মাসুম আলী, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার প্রার্থী রাজ গোয়েল, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩০-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মেরী জোবাইদা, স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী ও রাইজ আপ-এর সভাপতি শামসুল হক, স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-২৪-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মাহতাব খান, স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৭-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী সামান্থা কাতান, স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৮-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী ডেভিড অরকিন, কেয়ার-নিউইয়র্ক-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আফাফ নাসের, পেট্রিয়টস বাংলাদেশ-এর মুখপাত্র আব্দুল কাদের প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি ডি উইলিয়ামস-এর প্রতিনিধি ও ইকনাসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন- বাগ-এর জেনারেল সেক্রেটারি শাহানা মাসুম। মাঝে ভিডিও শো'র মাধ্যমে বাগ-এর কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়। ইফতার গ্রহণের আগে বিশেষ দোয়া করা হয়। সবশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য দেন বাগ-এর কোষাধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহিম। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন নতুন প্রজন্মের তাজরিন রহমান ও কাজী তেজওয়ার।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্র নাগরিকত্ব ত্যাগের ফি ৮০ শতাংশ কমাল

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে ইচ্ছুক আমেরিকানদের জন্য ফি ৮০ শতাংশেরও বেশি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের করব্যবস্থার কারণে সমস্যায় পড়া 'অ্যাক্সিডেন্টাল আমেরিকানস'দের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানানো হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সরকারি জার্নাল ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত এক নোটিশে বলা হয়েছে, ১৩ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের কনস্যুলার ফি দুই হাজার ৩৫০ ডলার থেকে কমিয়ে ৪৫০ ডলার করা হবে।এর মাধ্যমে ২০১৫ সালে বাড়ানো ফি বাতিল করে তা ২০১০ সালে চালু হওয়া আগের স্তরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।শুক্রবার প্রকাশিত নোটিশে বলা হয়, বিদেশে বসবাসকারী অনেক মার্কিন নাগরিক করসংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন– এমন 'উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য' বিবেচনায় নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্যারিসভিত্তিক অলাভজনক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাক্সিডেন্টাল আমেরিকানস (GGG) এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এটি আইনি পদক্ষেপ ও দীর্ঘদিনের প্রচারণার 'সরাসরি ফলাফল'।সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফ্যাবিয়েন লেহাগ্রে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, 'ফি কমানোটি একটি বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিজয়।'যুক্তরাষ্ট্র নাগরিকদের কর নির্ধারণ করে তাদের বসবাসের জায়গা নয়, বরং নাগরিকত্বের ভিত্তিতে।এএএর মতো সংগঠনগুলোর মতে, এতে বিদেশে থাকা আমেরিকানদের জন্য করসংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার চাপ অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাও কঠিন হয়ে পড়ে।ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্টের মতো আইনের অধীনে মার্কিন নাগরিকদের প্রতি বছর আয়কর ঘোষণার সঙ্গে বিদেশে থাকা যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হয়।

নিউইয়র্কে বিধি লঙ্ঘনে আর জেল নয় : স্ট্রিট ভেন্ডরদের স্বস্তি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে রাস্তার খাবার ও বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করা স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য স্বস্তির খবর এসেছে। নতুন একটি আইন কার্যকর হওয়ায় এখন থেকে সাধারণ বিধি লঙ্ঘনের কারণে স্ট্রিট ভেন্ডরদের আর জেল শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না।সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণন, উদ্যোগে প্রস্তাবিত এই আইনটি "লোকাল ল' ১২২" নামে পরিচিত। গত বছর তিনি এটি "ইনট্রো ৪৭বি" হিসেবে উত্থাপন করেন। পরে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল গত সেপ্টেম্বর মাসে মেয়র এরিক অ্যাডামস-এর ভেটো অগ্রাহ্য করে বিলটি পাস করে। গত ৯ মার্চ সোমবার থেকে আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে। সিটি হলের সিঁড়িতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণন, কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন, কাউন্সিল সদস্য টিফানি কাবান ও হার্ভি এপস্টিনসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা নতুন আইনের কার্যকারিতা উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্ট্রিট ভেন্ডার প্রজেক্ট এর নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

নতুন আইনের আওতায় লাইসেন্সধারী স্ট্রিট ভেন্ডররা কোনো বিধি লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা না হয়ে বেসামরিক জরিমানা আরোপ করা হবে। যাদের লাইসেন্স নেই, তারা এখনও শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন; তবে বিচারকরা আর তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি 'মিসডিমিনর' অভিযোগ দিতে পারবেন না। অধিকারকর্মীরা বলছেন, এই আইন নিউইয়র্ক সিটির ভেন্ডরদের জন্য বড় পরিবর্তন আনবে। শহরের প্রায় ৯৬ শতাংশ স্ট্রিট ভেন্ডরই অভিবাসী, আর ছোটখাটো অপরাধের অভিযোগ অনেক সময় তাদের অভিবাসন সংক্রান্ত জটিলতায় ফেলত।

কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণন বলেন, "পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য খাবার বিক্রি করার কারণে কাউকে জেলে যেতে হবেএটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।" তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে যখন ফেডারেল অভিবাসন অভিযান বাড়ছে, তখন এই আইন অভিবাসী ভেন্ডরদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা দেবে। স্ট্রিট ভেন্ডর প্রজেক্ট জানায়, অতীতে স্ট্রিট ভেন্ডরদের বিরুদ্ধে দেওয়া ফৌজদারি সমন তাদের অভিবাসন ঝুঁকি বাড়িয়ে দিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার বা বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটত। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২৫ সালেই নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ভেন্ডিং সংক্রান্ত ৩ হাজার ৬৬২টি ফৌজদারি সমন জারি করেছে, যার বেশিরভাগই রঙিন জনগোষ্ঠীর ভেন্ডরদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিল স্পিকার জুলি মেনিন বলেন, নতুন আইন কার্যকর হওয়া নিউইয়র্কের স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এর মাধ্যমে ভেন্ডরদেরও শহরের অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মতো সম্মান ও আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে। এদিকে স্ট্রিট ভেন্ডিং সংস্কার প্যাকেজের আওতায় আরও একটি বিল আনার পরিকল্পনা রয়েছে, যার মাধ্যমে শহরে স্ট্রিট ভেন্ডিং লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়ানো হবে। এতে অবৈধভাবে ব্যবসা করা ভেন্ডরের সংখ্যা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, নতুন আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হবে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546

সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ

ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)

917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

কিশোরগঞ্জ জেলা সমিতির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এনএ'র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ মার্চ শনিবার সিটির জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে আয়োজিত মাহফিলে নিউইয়র্ক প্রবাসী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসী অংশ নেন। মাহফিলে যোগাদানকারী প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীরা নিজেদের মধ্যকার ঐক্য এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদের সভাপতিত্বে মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা- উপদেষ্টা কামরুজ্জামান মুরাদ। মাহফিলে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল, সদস্য বেলাল হোসেন, ছাইদুর খান ডিউক, উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা মনজুরুল হোসেন, মোহাম্মদ রওশান আলম, এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জুবায়ের আহম্মেদ রানা, শামীম উদ্দিন নাসের, এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর রফিকুল ইসলাম, ট্রেজারার বিশ্বজিত পাল, যুব উন্নয়ন ডাইরেক্টর মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার গ্রহণের পর এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি বলেন, প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের মধ্যকার ঐক্য এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করতেই এমন অনুষ্ঠান আয়োজন। এমন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পারস্পারিক যোগযোগের পাশাপাশি আমরা একে অপরের সুখ-দু:খের পাশাপাশি সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা আর সমাধানের চেষ্টা করতে পারি। এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদ বলেন, আমাদের লক্ষ্য দলমতের উর্দ্বে উঠে প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীদের একাবদ্ধ করা। সেজন্যই আমরা ইফতার মাহফিল সহ বিভিন্ন দিবস পালনের পাশাপাশি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছি। তিনি ইফতার মহফিল সফল করায় সংশ্লিস্ট সকল প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাজীপুর সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক: গত ১৬ মার্চ সোমবার সিটির জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানির হলরুমে গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোমেন সরকার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমেদ শরীফ ও তার স্ত্রী মেহেরুন। আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইবনে আলী জুয়েল,আসাদ বকসি, জহিরুল হক, চাঁন মিয়া, হাজী লিটন মিয়া, সুলতান উদ্দিন, আমিনুল বকসি, মাহাবুর বকসি, সাজ্জাদ হোসেন এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইফতার মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি মোমেন সরকার।তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক' একটি অরাজনৈতিক ও মানবিক সংগঠন, যা প্রবাসীদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি আহমেদ শরীফ তার বক্তব্যে বলেন, প্রবাসী সমাজের কল্যাণে কাজ করা একটি মহৎ দায়িত্ব, এবং এই সংগঠন তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। ভবিষ্যতেও এটি প্রবাসীদের জন্য কাজ করে যাবে। দোয়া মাহফিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয় এবং প্রবাসীদের মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন

প্রবাসীদের উপহারের বাড়ি বিক্রিতে নয়ছয়

বাংলাদেশ ডেস্ক : ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির সাড়ে চার লাখ পাউন্ডের বড় তহবিলের কোনো তথ্য মিলছে না বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে। বড় অঙ্কের এই অর্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা জটিলতা এখন ক্ষোভে রূপ নিয়েছে। সুদসহ এই অর্থের বর্তমান অঙ্ক এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠলেও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের নীরবতা ও তথ্য প্রকাশ না করার ঘটনা প্রবাসীদের সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছে। দুই দশকের বেশি সময় পার হলেও এ অর্থের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ কেন করা হচ্ছে নাড়এমন প্রশ্ন বারবার উঠলেও কোনো হাইকমিশনারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আজও সদুত্তর মেলেনি। কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই তহবিল গড়ে ওঠে ষাটের দশকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী যুবক ও তরুণ স্বপ্নের দেশ যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান। ১৯৬৪ সালে সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় উত্তর লন্ডনের হাইবেরি হিলে ৯১ নম্বর একটি বাড়ি কেনা হয়। যার পুরো অর্থ ছিল স্থানীয় প্রবাসী শ্রমজীবী মানুষের শ্রম, ঘাম ও সঞ্চয়ের অর্থ। বাড়িটির নাম দেওয়া হয় 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'। ১৯৭১ সালের আগেই ভবনটির মর্টগেজ পরিশোধও করা হয়। ষাটের দশকজুড়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ছয় দফা দাবি ও পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো এই ভবন থেকে। ব্রিটিশ এমপি, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ভবনটি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের নামে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, এটি ঐতিহাসিক স্মারক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি দেখা দেয়। ইসলিংটন কাউন্সিল পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি চিহ্নিত করে নোটিশ দিলে ১৯৯৯ সালে হাইবেরি হিলের সম্পত্তি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ হাইকমিশন।

বিক্রির অর্থে ২০০১ সালে পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ডে ৪৪ কোবর্ন রোডে আরেকটি ভবন কেনা হয়। ঘোষণা ছিল, সেখানে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের জন্য একটি শিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু ২০০৪ সালের ২৩ জুলাই কোবর্ন রোডের ভবনটিও বিক্রি করে দেওয়া হয়। সূত্র অনুযায়ী, বিক্রয়মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে চার লাখ পাউন্ড। এর মধ্যে প্রায় চার লাখ ২০ হাজার পাউন্ড একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হয়। অভিযোগ রয়েছে, সিদ্ধান্তের আগে কমিউনিটির সঙ্গে কোনো উন্মুক্ত পরামর্শ করা হয়নি। সে সময় জানানো হয়েছিল, অর্থ নিরাপদে সংরক্ষিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে নতুন সম্পত্তি কেনা হবে। এরপর কেটে গেছে দুই দশকের বেশি সময়। এর মধ্যে দায়িত্ব পালন করেছেন একাধিক হাইকমিশনার মরহুম আবুল হাসান মাহমুদ আলী, মো. মোফাজ্জল করিম, এম সাঈদুর রহমান, সফিউদ্দিন উদ্দিন, মরহুম মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস, ড. নাজমুল কাওন-াইন, সাঈদা মুনা তাসনিম এবং বর্তমানে আবিদা ইসলাম। প্রত্যেকের সময়েই বলা হয়েছে, তহবিল অক্ষত রয়েছে। তবে প্রকাশ করা হয়নি অর্থ বর্তমানে কোন ব্যাংকে আছে, সুদ বা বিনিয়োগসহ মোট পরিমাণ কত দাঁড়িয়েছে এবং কবে নাগাদ এই অর্থে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আজও মেলেনি। ২০২৫ সালের ১৩ জুন বর্তমান হাইকমিশনার আবিদা ইসলামের কাছে লিখিতভাবে তহবিলের হালনাগাদ তথ্য জানতে চান যুক্তরাজ্যের সিনিয়র সাংবাদিক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের তৎকালীন সভাপতি নবাব উদ্দিন। এখনো তাঁর জবাব দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এক প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে হাইকমিশনার বলেন, 'টাকা জমা আছে। আপনি জেনে কী করবেন?'ড়এই মন্তব্য কমিউনি-টির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

সার্বিক বিষয়ে কালের কণ্ঠকে কোনো তথ্য জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম। তবে বাংলাদেশ ভবন বিক্রির মোট কত অর্থ বর্তমানে হাইকমিশনের ব্যাংক হিসাবে আছে এবং গত ২২ বছরে সেই অর্থের পরিমাণ বেড়েছে কি না, সে বিষয়ে হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেন ১২ মার্চ এক বার্তায় বলেন, 'ভবন বিক্রির অর্থ হাইকমিশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত আছে। এ বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবগত রয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তবে ঠিক কত টাকা বর্তমানে ব্যাংকে আছে, সেই অঙ্ক জানাননি তিনি। ব্রিটেনের প্রপার্টি ব্যবসায়ীরা বলছেন, হাইবেরি হিলের ঐতিহাসিক ভবনটি সংরক্ষিত থাকলে এর বর্তমান বাজারমূল্য ১৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি হতে পারত। কোবর্ন রোডের ভবনের মূল্যও কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছাতে পারত। এর ফলে শুধু ঐতিহাসিক ক্ষতিই নয়, সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির প্রশ্নও সামনে এসেছে। প্রবাসী নেতাদের মতে, এটি কোনো ব্যক্তিগত অনুদান নয়; এটি একটি সংগঠিত কমিউনিটি ফান্ড। তাই এর প্রতিটি পাউন্ডের হিসাব প্রকাশ করা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব। তাঁরা পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বিবরণী, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। ছয় দশকের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এবং প্রবাসী ত্যাগের প্রতীক সেই অর্থ আজ অনিশ্চয়তার আবরণে ঢাকা। ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রশ্ন, এই তহবিল কি অবশেষে স্বচ্ছ হিসাবের মুখ দেখবে, নাকি নীরবতার আড়ালেই রয়ে যাবে? লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি নবাব উদ্দিন বলেন, ছয় দশক আগে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ও কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে ওঠা এই তহবিল শুধু টাকা নয়, এটি প্রবাসীদের ইতিহাস, ত্যাগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাই এ অর্থ কোথায় আছে, কত আছে এবং কিভাবে ব্যবহার করা হবেড়এসব বিষয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া নৈতিক দায়িত্ব।

দীর্ঘদিন ধরে তথ্য গোপন রাখা প্রবাসী কমিউনিটির মধ্যে অযথা সন্দেহ ও হতাশা তৈরি করছে। তিনি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ হিসাব ও স্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রকাশের দাবি জানান। বাংলাদেশ ভবন বিক্রির সাড়ে চার লাখ পাউন্ডের পরিপূর্ণ তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী। তিনি বলেন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের কষ্টের টাকায় কেনা সম্পদ দফায় দফায় বিক্রি করা হলো, অথচ এ অর্থ কোথায় আছে, তার কোনো তথ্যই প্রবাসীরা জানেন না। যদি এ অর্থ সত্যিই ব্যাংকে থেকে থাকে, তবে কেন এ নিয়ে এই কানামাছি খেলা? বাংলাদেশ হাইকমিশনের উচিত ও কর্তব্যড়এ অর্থের তথ্য প্রকাশ করা। অন্যথায় আমরা ধরে নেব অর্থ তারা নয়ছয় করে ফেলেছে! তিনি সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ফারুক আহমদ বলেন, কমিউনিটির মানুষের কষ্টের এ টাকা সত্যিই সরকারের তহবিলে আছে কি না, তা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছি। কারণ প্রথমে জানতাম, সাড়ে চার লাখ পাউন্ড তহবিলে আছে। পরে জানতে পেরেছি, আছে এক লাখ পাউন্ড। তিনি বলেন, '২০১২ সাল থেকে বর্তমানে ২০২৬ সাল বাংলাদেশ ভবনের সেই টাকার কোনো তথ্য অফিশিয়ালি আমি পাইনি। ২০১২ সালে এ ভবন নিয়ে বিলেতে বাংলার রাজনীতি নামে বইও লিখেছি। তখন মোফাজ্জল করিম হাইকমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন। শুরু থেকে পরবর্তী সময়ে কোনো হাইকমিশ-নারই এ বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি। তাঁরা বলেন, টাকা আছে, কিন্তু কোথায় আছে, তা তাঁরা জানান না। কেন তা জানাতে তাঁরা নারাজ, তাও সবার অজানা।' সূত্র : কালেরকণ্ঠ

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ঈদ মোবারক

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে
বাংলাদেশি মালিকানাধীন

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট

সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণীয় সাজে
শিগগির আসছে!!!

পরিবার নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে দেশীয় স্বাদের খাবার
উপভোগের জন্য সাদর আমন্ত্রণ—

718-262-9100

GHOROA
SWEETS & RESTAURANT
the taste of home

JAMAICA BRANCH
16841 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
718-262-9100

BROKLYN BRANCH
478 McDonald AAve
Brooklyn, NY 11218
718-438-6001

Web : www.ghoroa.com

CATERING

- Authentic Bangladeshi Catering for All Occasions Celebrating 20+ Years of Flavor, Trust & Tradition
- Over 20 years of catering excellence
- Served up to 3,000 guests per event
- Perfect for Weddings, Corporate Events,
- Religious Gatherings & Family Parties
- Tri-State & East Coast Delivery - NY, NJ, PA, CT, MA, VA, DC
- Full-service catering team with chefs, setup & support

Trusted to cater weddings and exclusive events at numerous renowned venues and hotels.

Sheraton Hilton MARRIOTT TERRACE PARK

কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ‘একটি প্রশ্ন’ স্বপ্ন বিষয়ক এক অনিষ্পন্ন সমাধান

(১৮ পাতার পর)

‘সেখানে হাশর, মিজান, পুলসেরাত, / জান্নাতের আনন্দ, / দোযখের আগুন, সব থাকবে’

হাশর –মহাবিচারের দিনের সমাবেশ। মিজান –কর্মের পাল্লা। পুলসেরাত –সূক্ষ্ম সেতু যা পার হতে হবে। জান্নাত –বেহেশতের সুখ। দোযখ –নরকের যন্ত্রণা।

এই শব্দগুলো ইসলামী পরকালবিশ্বাসের মূল স্তম্ভ। কিন্তু কবি এগুলো বিশ্বাসের ভাষায় বলছেন না, সম্ভাবনার ভাষায় বলছেন। “জান্নাতের আনন্দ” এবং “দোযখের আগুন” পাশাপাশি। কবি শুধু সুখের কথা বলছেন না, ভয়ের কথাও বলছেন। এই সততাটা কবিতাকে প্রচারপত্র হতে দেয়নি।

হতে পারে না?

পুরো কবিতার শেষে এই তিনটি শব্দ। একটি প্রশ্ন। উত্তর নেই। এবং এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল কবির।

যদি তিনি বলতেন “হবেই” –তাহলে এটা ধর্মপ্রচার হতো। যদি বলতেন “হবে না” –তাহলে নাস্তিকতার ঘোষণা হতো।

“হতে পারে না?” –এই প্রশ্নে বিশ্বাসী পায় সায়, অবিশ্বাসী পায় সম্মান, সন্দেহবাদী পায় সঙ্গ।

সামগ্রিকভাবে এই কবিতার মূল কথা একটাই –বাস্তবতা প্রমাণযোগ্য নয়।

আমরা যা দেখি, অনুভব করি, ভোগ করি –তার সবকিছুই একটা বিশেষ স্নায়ুতন্ত্রের অভিজ্ঞতা।

সেই একই স্নায়ুতন্ত্র ঘুমের মধ্যে সমান নিখুঁত অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে। তাহলে দুটোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়?

কিন্তু কবি এখানে থামেন না। তিনি এই সংশয়কে ভয়ের জায়গা থেকে নিয়ে যান একটা সম্ভাবনার জায়গায়। যদি স্বপ্নও সত্য হতে পারে, তাহলে মৃত্যুর পরের জীবনও সত্য হতে পারে। সংশয় থেকে আশার দিকে এই যাত্রাটাই কবিতাটিকে শুধু দার্শনিক নয়, মানবিক করে তোলে।

বাংলা কবিতায় এই ধরনের কবিতা বিরল –যেখানে প্রযুক্তি এবং পরলোক, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাস, শরীর এবং আত্মা একসঙ্গে বসে কথা বলে। এবং কেউ কাউকে হারায় না।

এই কবিতায় কোনো উত্তর নেই। থাকার কথাও নয়। কিন্তু প্রশ্নটা এত সৎ, এত শরীরী, এত নিজের –যে পাঠক পড়া শেষ করে নিজেই একটু চুপ করে বসে থাকেন। সেটুকুই একটা ভালো কবিতার কাজ। এবং এখানেই কবির স্বার্থকতা।

#কবিতাটি

একটি প্রশ্ন

কাজী জহিরুল ইসলাম

প্রায়শই মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়,
সেদিনও,
রাত তখন আড়াইটা, জেগে উঠি।
প্রকৃতপক্ষে একটি স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমটা ভাঙে,
একজন আততায়ী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাড়া করছিল,
আমি প্রাণপন দৌড়াচ্ছিলাম,
ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে যায়।
জেগে ওঠার পর খুব হাঁপাচ্ছিলাম,
সত্যি সত্যি দৌড়ালে মানুষ যেভাবে হাঁপায়, সেইরকম,
খুব ক্লান্তিও বোধ করছিলাম।
আমার বাঁ হাতে ফিটবিট-ওয়াচ আছে, ডাক্তারের পরামর্শে আজকাল হার্টরেট মনিটর করি।
ঘুমের মধ্যে আমার রেস্টিং হার্টবিট থাকে সাধারণত ষাট, অথচ তখন তা উঠে গিয়েছিল ১৩২-এ,
আমি যখন ট্রেডমিলে আট কিলোমিটার গতিতে দৌড়াই তখনই কেবল এইরকম হার্টবিট ওঠে।
আমি তখন মাথার বালিশটা হেডবোর্ডের সঙ্গে খাড়া করে রাখি,
শোয়া থেকে উঠে হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে আধশোয়া হই,
বাঁ হাতে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা টেবিলল্যাম্পের আলো জ্বালি,
পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক পানি খাই।
এরপর চোখ বন্ধ করি, এবং একটি গভীর ভাবনায় ডুব দিই।
স্বপ্ন যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমি ক্লান্ত হবো কেন?
আমার হার্টবিট সত্যি দৌড়ের মাত্রায় উঠে যাবে কেন?
তাহলে স্বপ্নের মধ্যে যা ঘটে তা মিথ্যে নয়।
এই যে আমরা বেঁচে আছি, সংসার করছি, চাকরি করছি, বাজার করি, গাড়ি চালাই,
পান, সঙ্গম করি, সন্তানের পিতামাতা হই, বেড়াতে যাই...
এমনকি হতে পারে না, এর পুরোটাই একটা স্বপ্ন,
আমরা একটা লম্বা ঘুমের মধ্যে আছি?
অথবা যাকে আমরা মৃত্যু বলছি সেটিও কেবল একটি দীর্ঘ ঘুম,
সেই ঘুমের মধ্যেই একটি অনন্ত স্বপ্নের শুরু হবে...
সেখানে হাশর, মিজান, পুলসেরাত,
জান্নাতের আনন্দ,
দোযখের আগুন, সব থাকবে...
হতে পারে না?

আটাবের ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ীদের একমাত্র সংগঠন আটাব-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১১ মার্চ বুধবার। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আটাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। আটাবের আমন্ত্রণে স্থানীয় ব্যবসায়ীসহ কমিউনিটির অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক সিনেটর হায়রাম মনসেরাত, এমিরেটস এয়ারলাইন্সের কমার্শিয়াল অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ নোমান, কুয়েত এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধি রাডেসে দাবী এবং এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি এ্যানি খান।

অনুষ্ঠানের কনভেনরের দায়িত্ব পালন করেন জাত ট্রাভেলস-এর মাসুদ রানা তপন এবং মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন অ্যাংকর ট্রাভেলস-এর এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু। সভাপতিত্ব করেন আটাবের সভাপতি কর্ণফুলি ট্রাভেলস ইনক-এর মোহাম্মদ সেলিম হারুন।

সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আটাবের সাধারণ সম্পাদক এবং স্কাইল্যান্ড ট্রাভেলস-এর সিইও ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ মোরশেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কে রহমান (রহমানিয়া ট্রাভেল), মোহাম্মদ এম রহমান (মেঘনা ট্রাভেল), আবুল কালাম আজাদ (নাবিলা এয়ার ট্রাভেল), নজরুল ইসলাম (ডিজিটাল অ্যাস্টোরিয়া), অ্যাডভাইজর মোহাম্মদ বি উদ্দিন (ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল) এবং অ্যাডভাইজর জাফর ফেরদৌস (বাংলাদেশ ট্রাভেল)। এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া বেগম (নাজমা ট্রাভেল)।ইফতার শেষে ডিনারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ ইফতার মাহফিলটি প্রবাসী কমিউনিটির মানুষের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের জন্য উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বজুড়ে

(প্রথম পাতার পর)

বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে। ইরান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে ঘিরে যুদ্ধ পরিস্থিতি যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই অস্থির হয়ে উঠছে বিশ্ব তেলের বাজার। কয়েক দিনের ওঠানামার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আবারও ব্যারেলপ্রতি প্রায় একশ ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে জ্বালানি বাজারে আরও বড় ধাক্কা লাগতে পারে। সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই তেলের বাজারে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলের যেকোনো উত্তেজনা বা যুদ্ধ সরাসরি তেলের সরবরাহকে প্রভাবিত করে। বর্তমান সংঘাতে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে হরমুজ প্রণালি, যা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ। এই সরু জলপথ দিয়ে সাধারণ সময়ে বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সেখানে জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন তেলবাহী জাহাজে হামলা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে অনেক জাহাজই এই পথ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। ফলে বাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ইরান এরই মধ্যেই সতর্ক করে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা বন্ধ না হলে তারা হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে। দেশটির সামরিক বাহিনীর একাধিক কর্মকর্তাও বলেছেন, প্রয়োজন হলে এই প্রণালির মাধ্যমে তেল পরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি দুইশ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলেও সতর্ক করেছে তারা।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে তেলের দাম দ্রুত বাড়তে শুরু করে। সপ্তাহের শুরুতে তেলের দাম একসময় প্রায় একশ বিশ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পরে কিছুটা কমলেও আবার নতুন করে উর্ধ্বমুখী হয়েছে। বাজারে সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ থাকায় দাম স্থিতিশীল হচ্ছে না বলে মনে করছেন জ্বালানি বিশ্লেষকেরা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিস্থিতি সামাল দিতে তাদের কৌশলগত তেল মজুত থেকে বিপুল পরিমাণ তেল বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সহযোগিতা কাঠামোর সদস্য দেশগুলো মিলিতভাবে প্রায় চল্লিশ কোটি ব্যারেল তেল বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে। এটি ইতিহাসের অন্যতম বড় জরুরি তেল মজুত ব্যবহারের ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মজুত তেল ছাড়ার এই সিদ্ধান্ত বাজারকে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দামের ওপর এর প্রভাব সীমিত হতে পারে। কারণ তেল উৎপাদন ও পরিবহনব্যবস্থা স্বাভাবিক না হলে সরবরাহ ঘাটতি থেকেই যাবে। এই অস্থিরতার মধ্যেও কিছু দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। বিশেষ করে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো উচ্চমূল্যের কারণে অতিরিক্ত আয় করতে পারছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া এই পরিস্থিতি থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান দেশগুলোর একটি। গত বছর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়াকে তুলনামূলক কম দামে তেল বিক্রি করতে হয়েছিল। তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাদের তেল বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক বাজারে তেলের দাম বাড়ায় রুশ তেলও আগের তুলনায় বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের হিসাব অনুযায়ী, সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাশিয়ার তেল রপ্তানি আয় কয়েক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বেড়ে গেছে। এশিয়ার অনেক ক্রেতা এরই মধ্যে রাশিয়ার অতিরিক্ত তেল কিনে নিয়েছে। ফলে রাশিয়ার জন্য এটি নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করেছে। শুধু রাশিয়াই নয়, অন্যান্য তেল উৎপাদক দেশও এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের তেলসমৃদ্ধ অঙ্গরাজ্যগুলোর উৎপাদকরা উচ্চমূল্যের কারণে বেশি লাভের সম্ভাবনা দেখছেন। একইভাবে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর তেল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোও আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়তি দাম থেকে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। অন্যদিকে তেল আমদানিনির্ভর দেশগুলোর জন্য পরিস্থিতি বেশ কঠিন হয়ে উঠছে। জ্বালানির দাম বাড়ার ফলে পরিবহন ব্যয় বাড়ছে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলছে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ওপর। বিশ্বের অনেক দেশে এরই মধ্যেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে। জ্বালানির দাম বাড়ার প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়ও পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন দেশে পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। মানুষ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আগেভাগেই জ্বালানি মজুত করার চেষ্টা করছে। এশিয়ার অনেক দেশ জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। কোথাও সরকারি কর্মচারীদের দূর থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও সপ্তাহে চার দিন অফিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক দেশে অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর সীমিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

কিছু দেশে জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি ব্যবহার কমানো এবং সংকট মোকাবিলা করা। এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও তেল পরিবহনের কিছু কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সংঘাত শুরু হওয়ার পরও কিছু তেলবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালি ব্যবহার করে চলাচল করেছে। বিশেষ করে ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল এশিয়ার একটি বড় অর্থনীতির দেশে পাঠানো হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলো সম্ভাব্য জ্বালানি সংকট মোকাবিলার জন্য আগেই তেল মজুত বাড়িয়ে রেখেছে। কিছু দেশের মজুত কয়েক মাসের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। ফলে স্বল্পমেয়াদে বড় ধরনের সংকট এড়ানো সম্ভব হলেও দীর্ঘমেয়াদে পরিস্থিতি অনিশ্চিতই থেকে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত কবে শেষ হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে তেলের দাম আরও বাড়তে পারে এবং বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি আবারো দেখিয়ে দিল যে বিশ্বের জ্বালানি বাজার কতটা সংবেদনশীল। মধ্যপ্রাচ্যের একটি সংঘাতই পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। তাই অনেক দেশ এখন বিকল্প জ্বালানি উৎসের দিকে ঝুঁকছে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। তবে স্বল্পমেয়াদে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরবে কি না, তা পুরোপুরি নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত কত দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে এগোয় তার ওপর।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও পশ্চিমা মিত্ররা

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার বলেছেন, তার দেশকে কোনো বৃহত্তর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে দেয়া হবে না। ন্যাটোকে লক্ষ্য করে ট্রাম্পের হুমকির প্রেক্ষিতে এই জবাব দিয়েছেন স্টারমার। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, যুক্তরাজ্যসহ মিত্র দেশগুলো যদি ওই অঞ্চলে সামরিক সহায়তা না দেয়, তবে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। স্টারমার বলেন, ওই অঞ্চলে অবস্থানরত নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই যুক্তরাজ্যের প্রধান অগ্রাধিকার। একই সঙ্গে নিজেদের ও মিত্রদের রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বৃটেন নিজেকে কোনো বৃহত্তর সংঘাতে জড়াতে দেবে না এবং অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত সমাধানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি তার সরকারের এক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীও একই কথা বলেছেন। যুক্তরাজ্যের শ্রম ও অবসরবিষয়ক মন্ত্রী প্যাট ম্যাকফাডেন বলেছেন, ডনাল্ড ট্রাম্প 'খুবই লেনদেন'নির্ভর প্রেসিডেন্ট। ইরান ঘিরে তার দফায় দফায় দাবিগুলোকে সেই প্রেক্ষাপট থেকেই দেখতে হবে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অনুরোধ মেনে নিতে বাধ্য নয় যুক্তরাজ্য। জার্মানিও সাফ জানিয়েছে দিয়েছে তারা ট্রাম্পের যুদ্ধে অংশ নেবে না। দেশটির সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, ইরানে চলমান যুদ্ধের সঙ্গে ন্যাটোর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি জানান, জার্মানি এই যুদ্ধে অংশ নেবে না এবং সামরিক উপায়ে হরমুজ প্রণালী খোলা রাখার কোনো উদ্যোগেও যুক্ত হবে না। মুখপাত্র বলেন, যতদিন এই যুদ্ধ চলবে, ততদিন কোনো ধরনের অংশগ্রহণ হবে না। এমনকি সামরিক উপায়ে হরমুজ প্রণালি খোলা রাখার কোনো প্রচেষ্টাতেও নয়। এদিকে গ্রিসও হরমুজ প্রণালীতে কোনো সামরিক অভিযানে অংশ নেবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির সরকারি মুখপাত্র পাভলোস মারিনাকিস। সূত্র : আল জাজিরা

যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে গরিব মানুষকে

ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সংঘাতে লিপ্ত ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যুদ্ধের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের গ- পেরিয়ে বিশ্বম-লে ছড়িয়েছে, বিশেষ করে বিশ্ব জুড়ে তেলবাণিজ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে শুধু তেল খাতই নয় এই যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন জীবনেও। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা এবং জবাবে তেহরানের পাল্টা আঘাত বিশ্ব অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। জ্বালানির দাম বাড়ছে, বাতিল হচ্ছে বন্ধকী চুক্তি এবং খাবার থেকে শুরু করে স্মার্টফোন সবকিছুরই দাম বাড়ছে। জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আঘাতের ফল এরই মধ্যে টের পেতে শুরু করেছেন ভোক্তারা। প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে বিশ্বের দরিদ্র মানুষকে।বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থায় কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথগুলোর একটি হরমুজ প্রণালী। সেখানে তেল পরিবহন কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা তাদের মজুদ থেকে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জ্বালানি ছাড় করার পর তেলের দামে যে সাময়িক স্বস্তি এসেছিল, তা যে ক্ষণস্থায়ী সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলার জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে পরিবহন অবকাঠামোগুলোয় হামলা আরও তীব্র হয়েছে।

তবে এই যুদ্ধের প্রভাব সব জায়গায় সমানভাবে পড়ছে না। অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) জন্য মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এশিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো তাদের নিজেদের দেশের ওপর পড়া প্রভাব নিয়ে মেতে থাকলেও অন্য দেশগুলোকে তার চেয়ে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। এই যুদ্ধের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই যুদ্ধ নতুন একটি মানবিক সংকট তৈরি করেছে। ইরান ও লেবাননে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ইরানের রেড ক্রিসেন্টের তথ্যমতে, দেশটির বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের পাশাপাশি ১৭ হাজারেরও বেশি আবাসিক ভবন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতি বিদ্যমান সংকটগুলোকেও আরও গভীর করছে। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী সহায়তা কমিয়েছে, আন্তর্জাতিক সহায়তায় লাগাম টেনেছে যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশও। এর ফলে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ আরও দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। ইসরায়েল সীমান্ত পারাপারের জায়গাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার পর গাজায় খাবারের দাম বেড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এবং বিভিন্ন দেশের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ অন্যান্য সংস্থাগুলো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে জরুরি ত্রাণ পাঠাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। মানবিক ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে দুবাই, মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় কনটেইনার টার্মিনাল সেখানে। আকাশে ধ্বংস করা একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ার পর ওই টার্মিনালে আগুন ধরে যায়। কোম্পানিগুলো এখন কনটেইনারপ্রতি প্রায় ৩ হাজার ডলার জরুরি সারচার্জ বা অতিরিক্ত মাশুল আরোপ করছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) জানিয়েছে যে, এই সংকটের কারণে ভারত থেকে সুদান পর্যন্ত তাদের পণ্য পরিবহনের পথে অতিরিক্ত ৯,০০০ কিলোমিটার দূরত্ব বেড়ে গেছে। সুদান বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মানবিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জ্বালানি সংকটের কারণে শুধু ত্রাণ পরিবহনের খরচই বেড়ে যায় না, বরং অন্যান্য অনেক খরচও বেড়ে যায়। যেমন ক্লিনিকগুলোয় জেনারেটর চালানোরও খরচও এতে বেড়ে যায়। স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সুদানের চাহিদার প্রায় অর্ধেক সার মধ্যপ্রাচ্য থেকে যায়। অনেক দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স কমেছে। ধনী প্রবাসীদের মতো ওই শ্রমিকদের উপসাগরীয় অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, উল্টো তারা পর্যাপ্ত কাজ পেতেও সংগ্রাম করছেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তন প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের স্যাম ভিগারস্কি একটি ঘনীভূত 'বহুমাত্রিক সংকটের' বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সংকট ক্ষুধার্তদের আরও জরুরি পরিস্থিতির দিকে এবং যারা ইতিমধ্যেই জরুরি অবস্থার মধ্যে আছেন, তাদের দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। লাখো মানুষের জন্য এই অর্থনৈতিক ধাক্কা শুধু দারিদ্র্য নয়, বরং এটি তাদের জন্য বাঁচা-মরার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। আকাশপথে চলাচলে বিধিনিষেধের মধ্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে মানবিক ত্রাণসামগ্রী নিরাপদে পারাপারের সুযোগ তৈরি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ ও অন্যরা যৌক্তিকভাবেই চাপ দিচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই ধ্বংসাত্মক ও বেআইনি যুদ্ধের অবসান। যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা এমন একটি সংঘাতের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, যার কোনো যৌক্তিকতা তারা দেখতে পাচ্ছেন না। অন্তত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দ্রুত এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে চাপ দেওয়ার মতো সম্মিলিত ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এই সংঘাতের একটি বাস্তব সমাপ্তি টানা বেশ কঠিন বলেই প্রমাণিত হতে পারে। অন্যদিকে, যারা আরও অনেক বেশি অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে পড়ছেন, তাদের শুধু ভোগান্তি পোহানো এবং অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

দীর্ঘ যুদ্ধে বিশ্বে তৈরি হবে খাদ্য সংকট

ইরান বনাম যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ওই জলপথ দিয়ে তেল ও এলএনজির ট্যাংকার কীভাবে চলাচল করবে, সেই চিন্তায় সারা বিশ্বই এখন নিমজ্জিত। এমন দুশ্চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজির মোট রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ এ জলপথের ওপর নির্ভরশীল। তবে যে পণ্য পরিবহন আরও শঙ্কার মুখে, তা হলো সার। প্রায় সারা বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন ও সৌদি আরবের মতো আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর খাদ্য আমদানিও এর ওপর নির্ভরশীল। এখন ইরান দীর্ঘ যুদ্ধ হলে এর ফলে বিশ্বে তৈরি হবে তীব্র খাদ্য সংকট। সিগন্যাল গ্রুপের তথ্যানুযায়ী, অ্যামোনিয়া, ফসফেট এবং সালফারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সারের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের ২০ শতাংশ উপসাগরীয় দেশগুলোর নির্ভরশীল। ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্সের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক ইউরিয়া যায় উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে, যার মধ্যে এক-দশমাংশ যায় কাতার থেকে। গত সপ্তাহে ইরানের হামলার পর বিশ্বের বৃহত্তম এলএনজি এবং সারের কেন্দ্রস্থল রাস লাফানে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে কাতার এনার্জি। এর ফলে লাখ লাখ টন সারের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

করোনা মহামারি এবং রাশিয়া ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত কৃষিজমি এবং বন্দর দখল করার পর গত ছয় বছরের মধ্যে ইরানের কারণে যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা তৃতীয় বড় ঝুঁকির হুমকি। ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সারের দাম ১০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। তবে রাশিয়ার ট্যাংক ইউক্রেনে প্রবেশের পরের সপ্তাহগুলোর তুলনায় এখনো অবশ্য তা প্রায় ৪০ শতাংশ কম।

সার ঘাটতি ফসল উৎপাদনে প্রভাব : জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন আঙ্কটাডের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, সারের ঘাটতি দেখা দিলে বৈশ্বিক ফসল উৎপাদনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। প্রতি মাসে হরমুজ দিয়ে প্রায় ১ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন টন সার রপ্তানি করা হয়। তাই ৩০ দিন হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখা হলে ভুট্টা, গম এবং চালের মতো নাইট্রোজেননির্ভর ফসলের ঘাটতি এবং ফলনের ঝুঁকি বাড়তে পারে। ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইএফপিআরআই) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো জোসেফ গ্লাউবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'উচ্চ মূল্য ফসল নির্বাচনের বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে।' তিনি মনে করেন, 'এর ফলে কৃষকরা খুব বেশি নাইট্রোজেন সার দরকার হয়ড়এমন ফসল বাদ দিয়ে কম নাইট্রোজেন সার লাগে, এমন ফসল বেছে নিতে পারেন।' গ্লাউবার আরও মনে করেন, সারের ঘাটতি তীব্র হলে, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর কৃষকরা এমনকি সামগ্রিক সারের ব্যবহার কমিয়েও দিতে পারেন, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ফসলের উৎপাদন। বিশ্লেষকরা বলছেন, হরমুজ প্রণালি যত বেশি দিন বাণিজ্যিক পরিবহন থেকে দূরে থাকবে, বিশ্বব্যাপী সার সরবরাহ তত বেশি ব্যাহত হবে এবং তাতে সংকটও বাড়তে থাকবে। ডাচ ব্যাংক আইএনজি চলতি মাসের শুরুতে এক গবেষণা প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে, '(সরবরাহের) দীর্ঘস্থায়ী ব্যাঘাত ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ এশিয়া এবং ইইউর কিছু অংশের মতো আমদানিনির্ভর অঞ্চলে সারের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।' রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং মরক্কোর মতো দেশেরও সার উৎপাদনের ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং সেসব দেশেও খাদ্য উৎপাদনে সংকট দেখা দিতে পারে। চীন এরই মধ্যে ফসফেট এবং নাইট্রোজেন সার আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইরান যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চাপ বাড়তে পারে।

খাদ্য পণ্যে তেলের মূল্যের প্রভাব : তেলের প্রভাব খাদ্যপণ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসল পরিবহনকারী ট্রাক থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট পর্যন্ত সবকিছুতেই পড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ডিজেলের দাম গত দুই সপ্তাহে ১৪ শতাংশ বেড়ে প্রতি গ্যালনের দাম ৪ দশমিক ৬৯ ডলারে পৌঁছেছে। জার্মানিতে ডিজেলের দাম মাত্র কয়েক দিনে এক-পঞ্চমাংশ বেড়ে প্রতি লিটার ২ দশমিক ১০ ডলার ছাড়িয়েছে। চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উপসাগরীয় তেলের সিংহভাগের আমদানিকারক এশীয় দেশেও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইএমএফের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা গত সপ্তাহে ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সতর্ক করে বলেছেন, এক বছর জ্বালানির দামে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এর ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ০.২ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

আমদানিনির্ভর দেশগুলো বেশি ঝুঁকিতে : ইরান যুদ্ধের কারণে ভারত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে রয়েছে। কারণ, তারা তাদের নাইট্রোজেন সার আমদানির দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে ইউরিয়ার একটি বড় অংশও রয়েছে। সারের ঘাটতি দেখা দিলে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে পর্যাপ্ত রোপণ শঙ্কার মুখে ফেলবে, পরিণামে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে চাল, গম এবং ১৪৫ কোটি মানুষের অন্যান্য প্রধান খাদ্যপণ্যের উৎপাদন খরচ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কৃষি রপ্তানিকারক দেশ ব্রাজিল নাইট্রোজেন চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ পায় উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে। সার সরবরাহ ব্যাহত হলে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে সয়া এবং ভুট্টার উৎপাদন বড় হুমকির মুখে পড়বে। উপসাগরীয় দেশগুলো প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই আমদানি করে। শস্য, মাংস থেকে শুরু করে দুগ্ধ এবং উদ্ভিজ্জ তেল সবই আছে সেই তালিকায়। এসব পণ্যের জন্য উপসাগরীয় দেশগুলো হরমুজ প্রণালির ওপরই নির্ভরশীল।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ৬০ লাখ বাংলাদেশি শ্রমজীবী পরিবার বিপদে

(প্রথম পাতার পর)

কর্মরত বিদেশি শ্রমজীবী মানুষগুলোর, যার মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমজীবীরা অন্যতম। প্রায় ৫০ লাখ বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মরত, যাদের ওপর নির্ভরশীল দুই কোটির বেশি বাংলাদেশি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই পরিবারগুলোর ভাগ্যেও নেমে এসেছে অমানিশা। কারণ তাদের পরিবারের সদস্যের প্রেরিত অর্থই তাদের সংস্থানের একমাত্র উপায়। ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার আশার করার পরিবর্তে পরিবারগুলো হাহাকার করছে। যুদ্ধ যদি আরও প্রলম্বিত হয়, তাহলে দেশের রেমিট্যান্স আয়েও পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। ইরান থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইল ও ড্রোন হামলায় সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অন্তত ৫জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা যত বাড়ছে, উদ্বেগ তত বেড়ে চলেছে। যাদের বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে আসার কথা, অথবা যাদের চাকুরি মেয়াদ শেষ হয়েছে, তারা যুদ্ধ কবলিত দেশগুলোতে আটকা পড়েছেন বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে। দেশে তাদের স্বজনরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছে। নতুন নিয়োগ বন্ধ। কবে এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তা কেউ জানে না।

গণমাধ্যমগুলোর খবরে জানা যায়, উপসাগরীয় দেশগুলোর স্থানীয় অনেক বাসিন্দা নিরাপত্তার স্বার্থে ঘরে অবস্থান করছেন। তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য আনা নেওয়ার জন্য চাহিদা বেড়েছে ডেলিভারি পরিষেবার। এ কাজে যুক্ত হয়ে সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক সড়ক থেকে আরেক সড়কে ছুটছেন বাংলাদেশি, পাকিস্তানি কিংবা নেপালি প্রবাসী শ্রমিকরা। কিন্তু এমন কাজ করতে গিয়ে প্রবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলছেন। ইরানের পাল্টা হামলা শুরুর পরদিনই (১ মার্চ) দুবাইয়ে এক বাংলাদেশি ডেলিভারি রাইডার বাইকে করে রাস্তায় ঘুরতে শুরু করেন। তুলনামূলক ফাঁকা থাকায় সেদিন তাঁর আয়ও ভালো হয়। কিন্তু সংঘাত তীব্র হওয়ার পর থেকে একের পর এক প্রবাসীদের মৃত্যুর খবর সামনে আসতে থাকে। উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন (রোববার পর্যন্ত ২০ জন, ৫ জন বাংলাদেশি)। তাদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিহতদের সবাই বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও নেপালের নাগরিক। ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলাদেশের ৫৫ বছর বয়সী সালেহ আহমেদ। যুদ্ধের প্রথম দিন আমিরাতে পানি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করার সময় তিনি প্রাণ হারান। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা মানবাধিকার সংস্থা একুইডেমের নির্বাহী পরিচালক মুস্তফা কাদরি বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতি এমন- কাতার ও আমিরাতের স্থানীয়রা জীবন বাঁচাতে ঘরে থাকছেন, অন্যদিকে প্রবাসীরা আয় করে জীবন বাঁচাতে রাস্তায় ছুটছেন। কাদরি বলেন, তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সৌদি আরব, আমিরাত, কাতার ও জর্ডান থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রবাসী শ্রমিকরা বর্তমানে আতঙ্ক, মানসিক চাপ ও স্থানীয় সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মারাত্মক অবহেলার শিকার হচ্ছেন।

অবহেলার ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে মুস্তফা কাদরি বলেন, প্রথম সমস্যা হলো ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সময় শ্রমিকরা সরকারি সুরক্ষা বার্তা পান না। সরকারের কিছু কিছু বিবৃতিতে সব বাসিন্দাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু মাঠপর্যায়ের শ্রমিকরা বলছেন, আশ্রয়কেন্দ্র, নিরাপদে সরে যাওয়ার পথ বা জরুরি সহায়তা নিয়ে তারা কোনো কার্যকর নির্দেশনা পাননি। দ্বিতীয় সমস্যা হিসেবে মুস্তফা কাদরি কাঠামোগত বৈষম্যর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এসব দেশের নির্মাণ, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা, ঘরের কাজে প্রবাসী শ্রমিকরা অপরিহার্য কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ফলে হামলার মধ্যেও অনেককে কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেক সময় তাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার বদলে বিপদের দিকে এগোতে হয়।

জীবন বাজি, গ্রেপ্তার : সংযুক্ত আরব আমিরাতে বড় কয়েকটি ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মে কাজ করা তিনজন রাইডারের সঙ্গে কথা বলেছে মিডল ইস্ট আই। তারা সবাই জানিয়েছেন, হামলার মধ্যেও কোনো নির্দেশনা, সহায়তা বা বিকল্প ছাড়াই তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। চাকরি রক্ষার স্বার্থে নাম প্রকাশ করতে না চাওয়া এসব রাইডাররা জানান, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাদের কাজের চাপ বেড়েছে। দুই বছর ধরে রাইডারের কাজ করা এক বাংলাদেশি বলেন, প্রথম হামলার দিন রাস্তাগুলো প্রায় ফাঁকা ছিল। কিন্তু পরের দিন থেকে তিনি আবার ডেলিভারিতে বের হন। তখন গ্রাহকরা আগের চেয়ে বেশি বকশিশ দেন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে আবুধাবিতে থাকা এক পাকিস্তানি বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর স্থানীয় অনেক বাসিন্দা ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। এ কারণে অর্ডারের পরিমাণও বেড়ে গেছে। তিনি এখন দিনরাত কাজ করছেন। বিশ্রামের জন্য খুবই কম সময় পাচ্ছেন। দুবাইয়ে থাকা আরেক পাকিস্তানি বলেন, তিনি ১২ ঘণ্টা কমিশনভিত্তিক শিফটে কাজ করেন। ডেলিভারি পৌঁছে দিলেই কেবল টাকা পান। তাই কাজ বন্ধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এদিকে রাস্তায় থাকায় যেকোনো হামলার প্রত্যক্ষদর্শীও হচ্ছেন প্রবাসীরা। হামলার যেসব ভিডিও বা ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ছে সেগুলোর বেশিরভাগই তাদের ধারণ করা। কিন্তু এজন্য তাদের আইনি জটিলতায় পড়তে হচ্ছে। হামলার দৃশ্য ধারণ ও ইরানের প্রশংসা করায় চলতি সপ্তাহে বাহরাইন পাঁচজন পাকিস্তানি ও এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে। একুইডেমের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কাদরির আশঙ্কা, আরো অনেক প্রবাসী শ্রমিক গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে পারেন। বিশেষ করে আরব আমিরাতে তারা কঠোর দমন-পীড়নের শিকার হতে পারেন। কারণ দেশটিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও ধারণকারীদের জেলে পাঠানোর ইতিহাস আছে। মুস্তফা কাদরি বলেন, এটা অনেকটা গাজার পরিস্থিতির মতো। সংঘাতের জায়গাগুলোতে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল মানুষরাই প্রত্যক্ষদর্শী হয়। সুতরাং তাদের নির্যাতনের শিকার হওয়া উচিত নয়। চলমান সংকটকে আরো জটিল করে তুলেছে প্রবাসী শ্রমিক পাঠানো দেশগুলোর দুর্বলতা। বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত কিংবা ইথিওপিয়ার মতো দেশগুলো অনেক সময় তাদের নাগরিকদের যথাযথ কনস্যুলার সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয়। এবারও তাই ঘটছে। কাদরির মতে, এখন পর্যন্ত এসব দেশের সরকারের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট নয়।

উৎকণ্ঠায় কাটবে ৬০ লাখ প্রবাসী পরিবারের ঈদ

২৮ রমজান ঈদ করতে দেশে আসার কথা ছিল কুমিল্লার লালমাই উপজেলার নূরপুরের বাসিন্দা ওমান প্রবাসী জাকির হোসেনের। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধের কারণে বাতিল হয় ফ্লাইট। ফিরতে পারছেন না দেশে। জাকিরের পরিবারের ঈদের আনন্দ এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। জাকির হোসেনের বড় ভাই ইমন হোসেন বলেন, 'ঈদে ভাই বাড়ি আসতে পারবে না, এটাই আমাদের জন্য কষ্টের। একই সঙ্গে ওর নিরাপত্তা নিয়েও আমরা চিন্তায় আছি। আল্লাহ যেন ভাইকে নিরাপদে রাখেন সেই দোয়া করি।'

কুমিল্লা : বরুড়া উপজেলার লগ্নসার গ্রামের কামাল হোসেন। ধারদেনা করে সৌদি আরব গিয়েছেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় কাজ করেন লুকিয়ে লুকিয়ে। তিনি যে এলাকায় থাকেন সেখানে হামলা হয়েছে। এতে তারা বের হতে পারছেন না, কাজে যেতে পারছেন না। এদিকে গ্রামে তার বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন উৎকণ্ঠায়। কখন ছেলে না জানি দুর্ঘটনায় পড়েন। কখন খারাপ খবর আসে! একই গ্রামের খায়রুল ইসলাম থাকেন কাতারে। তার কর্মস্থলের পাশে বোমা হামলা হয়েছে। তিনি অর্ধেক কাজ রেখে বাসায় ফিরে এসেছেন। একই উপজেলার দোগাই গ্রামের হেলাল উদ্দিন থাকেন সৌদি আরবে। তার স্বজনরাও আছেন আতঙ্কে। সৌদি আরব প্রবাসী কামাল হোসেনের বাবা জামাল হোসেন বলেন, ছেলে টেনশন করছে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে কাজ পেতে সমস্যা হবে। এদিকে আমরা চিন্তায় আছি তাকে নিয়ে। কোথায় কখন না আবার কোন সমস্যায় পড়ে। ফোন বেজে উঠলে ছুটে যাই, তার খারাপ কোনো খবর এল নাকি? লাকসামের মনপাল গ্রামের আবদুর রশিদ থাকেন বাহ-ারাইন, জাহাঙ্গীর আলম থাকেন কাতারে। তাদের স্বজনদেরও দিন কাটছে উৎকণ্ঠায়।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার বাসিন্দা উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার বেলায়েত হোসেন বলেন, আমার পরিবারের একাধিক সদস্য মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আছেন। গ্রামের বাড়িতে তাদের মা-বাবা , ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর প্রতিটি ঘণ্টা কাটছে অজানা আতঙ্কে। বেলায়েত হোসেন জানান, প্রতি বছর ঈদের সময় মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা বাড়িতে প্রচুর টাকা-পয়সা পাঠাতেন। এবার হামলার ভয়ে অনেকেই কাজে যেতে পারছেন না। বাড়িতে টাকাও পাঠাতে পারেননি অনেকে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চট্টগ্রাম বিভাগের প্রায় ২০ লাখ প্রবাসী কর্মরত আছেন।

মুন্সিগঞ্জ : 'আমাগো কি আর ঈদ আনন্দ আছে, ঠিকমতো ঘুম নাই, খাওয়া নাই। আমার ছেলে আছে আগুনের মধ্যে, পোলার লেইগা দিনরাত দোয়া করি। কথাগুলো বলছিলেন মুন্সিগঞ্জ কাতার প্রবাসী সবুজের মা। ঠিক এমনই হাহাকার মুন্সিগঞ্জের শত শত প্রবাসী পরিবারে। সদর উপজেলার এক প্রবাসী আলাউদ্দিনের মা বলেন, 'আমার ছেলে কয়েক বছর ধরে সৌদি আরবে কাজ করছে। এখন যুদ্ধের খবর শুনে সারাক্ষণ চিন্তায় থাকি। ঈদ সামনে, কিন্তু মনে কোনো আনন্দ নেই।' গজারিয়া উপজেলার এক প্রবাসীর মা সাজেদা বেগম বলেন, 'আমার ছেলে কয়েক বছর কুয়েত আছে। টিভিতে যুদ্ধের খবর শুনে খুব ভয় লাগে। ঈদ সামনে, নাতি-নাতনিদের কিছুই কিনে দিইনি।'

নোয়াখালী : নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদীসহ জেলার বিভিন্ন উপজিলায় হাজার হাজার মানুষ সৌদি আরব, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জীবন-জীবিকার তাগিদে চাকরিতে কর্মরত রয়েছে। যুদ্ধ ও বোমা হামলার কারণে আতঙ্কিত ও দূর চিন্তায় আছেন পরিবার ও স্বজনরা।

মাহফিলে স্থানীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

ঈদে কুয়েতে জনসমাগম নিষিদ্ধ, বাংলাদেশি প্রবাসীদের সতর্ক থাকার আহ্বান

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সব ধরনের জনসমাগম ও অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কুয়েত সরকার।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের স্থানীয় আইন মেনে অত্যন্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাস। মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়। কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জনি-নরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঈদের ছুটিতে যেকোনো ধরনের নাট্যানুষ্ঠান, সংগীতানুষ্ঠান বা কনসার্ট এবং বিবাহ অনুষ্ঠানসহ সব ধরনের গণজমায়েত বন্ধ রাখতে হবে।

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কুয়েত সরকারের এই সময়োপযোগী ও কঠোর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের বার্তায় আরও বলেছে যে, বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে কুয়েতের স্থানীয় আইন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে প্রবাসীদের সচেতন ও সহযোগিতামূলক আচরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কুয়েতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

সংবিধান ও সংবিধান সংস্কার আদেশ: নতুন জটিলতা

(৬ পাতার পর)

পক্ষান্তরে জামায়াত এবং অন্যান্য দল দাবি করে যে, এক দিনে নয়, আলাদা আলাদা দিনে সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ইউনূস সরকার বিএনপির দাবি মেনে নেন। একই দিন দুটি ভোটই অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আর গণভোটে হ্যাঁ'র পক্ষে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ ভোট পড়ে। আর না'র পক্ষে ভোট পড়ে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ ভোট। অর্থাৎ হ্যাঁ'র পক্ষে ভোট পড়ে না'র ডাবলেরও বেশি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় হ্যাঁ'র পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

ওই আদেশে বলা হয়েছিল, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ একইসঙ্গে দ্বৈত ভূমিকা পালন করবে। একদিকে তারা পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ হিসাবে কাজ করবে। তাই তাদের একটি শপথ নিতে হবে। আবার একই পার্লামেন্ট সংবিধান সংস্কারের কাজ করবে। তখন তার নাম হবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ। সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে তারা আরেকটি শপথগ্রহণ করবেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপিদলীয় সদস্যরা জাতীয় সংসদ-সদস্য হিসাবে অর্থাৎ এমপি হিসাবে শপথ নিয়েছেন। কিন্তু তারা সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে শপথগ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে জামায়াতসহ বিরোধীদলীয় ৭৭ জন সদস্য এমপি হিসাবে এবং সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসাবে দুটি শপথগ্রহণ করেছেন। কাজেই শুরুর দিন থেকেই সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

এর মধ্যে হাইকোর্টে দুটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। একটি হলো-সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশকে সংবিধানবিরোধী বলে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ গণভোট সংবিধানে নাই, তাই গণভোট অবৈধ বলে। এ দুটি রিট পিটিশনের ওপর হাইকোর্ট ঐকমত্য কমিশন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে এক মাসের সময় দিয়ে রুল জারি করেছে। জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবীরা এ দুটি রিট পিটিশনের পেছনে বিএনপির কারসাজি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। তারা আরও বলেছেন, যেহেতু ৩০টি রাজনৈতিক দল মিলে এ আদেশ প্রণয়ন করেছে এবং ভোট দিয়েছে, তাই এ আদেশ আদালত বা কোর্ট-কাচারির এখতিয়ারভুক্ত নয়। রুল জারি করাও আদালতের আওতার বাইরে বলে তারা মতামত দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, জুলাই সনদ নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মৌলিক পয়েন্টে বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। বিএনপি সমগ্র ব্যাপারে তার অবস্থান নিয়েছে বর্তমানে বিরাজমান সংবিধানের ওপর। পক্ষান্তরে বিরোধী দল তাদের অবস্থান নিয়েছে জুলাই বিপ্লব তথা জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছা বা ক্ষমতার ওপর। তাদের মতে, জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা বা অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটেছে জুলাই সনদের মাধ্যমে। সুতরাং ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়িয়েছে যে, বিরোধটি মূলত সংবিধান বনাম জুলাই সনদের। মানুষ গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন এটি দেখার জন্য যে, এই আইনি বা সাংবিধানিক বিরোধ চূড়ান্ত পরিণামে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মোবায়েদুর রহমান : সিনিয়র সাংবাদিক।

ওয়াশিংটন ডিসিতে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের ইফতার মাহফিল

আর্লিংটন: ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ার ফ্রেভার ইউনাইটেড রেস্টুরেন্টে সম্প্রতি এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ এক বিশেষ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। বাংলাদেশি রাজনীতির বিভিন্ন ধারার শীর্ষ নেতৃত্ব, কূটনীতিক এবং কমিউনিটি নেতাদের এই মিলনমেলা 'প্রতিহিংসামুক্ত ও সুস্থ রাজনীতির' এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন: গোলাম মোর্তজা, প্রেস মিনিস্টার এবং জনাব মাহবুবুর রহমান, মিনিস্টার কনসুলার (বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি)। প্রকৌশলী হাফিজ খান সোহায়েল, সভাপতি, ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি ও বিশেষ সহকারী, বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি। ডঃ নাকিবুর রহমান, আন্তর্জাতিক মুখপাত্র, জামায়াতে ইসলামী, ডঃ মির্জা গালিব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি, মেজর (অবঃ) শাফায়াত আহমদ এবং ফারজানা ক্লারা, ফাউন্ডার মেম্বার, ব্যান্ড (BAND), আনিস আহমেদ, সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন কমিউনিটি (BAC)। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ'র নেতৃবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করেন, যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহবায়ক রিদওয়ান হোসেন অক্ষর, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মুনা হাফসা, পলিসি সচিব রেদওয়ান চৌধুরি, স্থানীয় সংগঠক আবেদ আব্দুল্লাহ, নির্বাহী সদস্য হাসান উল্লাহ সাদি এবং উপদেষ্টা ডা: মোসলেহ আহমেদ শাকিল। উদ্বোধনী বক্তব্যে আহবায়ক রিদওয়ান হোসেন অক্ষর উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের রাজনৈতিক মতভেদ আমাদের সম্পর্ক, কোনো বাধা নয়। পবিত্র রমজান মাসে আমরা সবাই এক টেবিলে বসার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, দেশের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি।

সুস্থ রাজনীতির ধারা বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরে পলিসি সচিব রেদোয়ান চৌধুরি বলেন, আমাদের পার্থক্য মূলত নীতিতে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। আমাদের উচিত একে অপরের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে যুক্তি ও বিতর্ক করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও জবাবদিহিতাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আবার সঠিক পথে দাঁড় করাবে বলে আমি আশাবাদী।" উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এনসিপি'র এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এনসিপি, বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার এই অভূতপূর্ব সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রাজনৈতিক অঙ্গনে এক স্বস্তিদায়ক বার্তার সঞ্চার করেছে। আয়োজক ও অতিথিবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, প্রবাসের এই ভ্রাতৃত্ববোধ যদি বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতিতেও প্রতিফলিত হয়, তবে দেশের আমূল পরিবর্তন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ সম্পর্কে: এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ইউএসএ প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সম্মানজনক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক চর্চা প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পারস্য উপসাগরে ‘অদৃশ্য যুদ্ধ’ ও ইলেকট্রনিক

(৭ পাতার পর)

নির্ভরশীল। বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মোবাইল নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ গ্রিডড় সব ক্ষেত্রেই সঠিক সময় ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য জিপিএস অপরিহার্য।

সঙ্কেতের ভূরাজনীতি

জিপিএস নির্ভরতার এই দুর্বলতা বড় শক্তিগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতাও বাড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিপিএসের বিকল্প হিসেবে রাশিয়া তাদের গ্লোনাস এবং চীন বেইদাউ নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ বিকল্প নেভিগেশন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে আগ্রহ দেখালেও বাস্তবে তা বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। কারণ একটি নতুন স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থায় স্থানান্তর করতে বিশাল প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

আধুনিক নৌযুদ্ধে নতুন বাস্তবতা

ইলেকট্রনিক যুদ্ধ এখন আধুনিক সামরিক কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতীতে নৌযুদ্ধ প্রধানত কামান, ক্ষেপণাস্ত্র ও সাবমেরিনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এখন তথ্য, ডাটা এবং সিগন্যাল যুদ্ধের কেন্দ্রে চলে এসেছে।

ডিজিটাল অবকাঠামো : নেভিগেশন, যোগাযোগ ও স্যাটেলাইট ব্যবস্থাড় এখন সরাসরি যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু। ইলেকট্রনিক আক্রমণের মাধ্যমে সরাসরি সংঘর্ষ ছাড়াই প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা সম্ভব। একই সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বেসামরিক অবকাঠামোও ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ারের সক্ষমতা

পারস্য উপসাগরে চলমান ‘অদৃশ্য যুদ্ধ’ মূলত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (ইডব্লিউ) এবং জি-পিএস-নির্ভর নেভিগেশন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এই অঞ্চলে প্রধান খেলোয়াড় হলোড় ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং প্রভাবশালী প্রযুক্তিগত সমর্থক দেশ হিসেবে রাশিয়া ও চীন।

ইরান : ইরান আঞ্চলিক ইডব্লিউ শক্তিতে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ফজর ও নসর সিস্টেমের মাধ্যমে। এই সিস্টেমগুলো হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকারী বাণিজ্যিক ও সামরিক যানকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম। ইরান জিপিএস জ্যামিং ও স্পুফিং করে জাহাজের অবস্থান বিকৃত করে, যা সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। এ ছাড়াও, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি ড্রোন এমকিউ-৯ রিপার এবং গোয়েন্দা বিমানগুলোর নেভিগেশন ও ডাটা লিংক ব্যাহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রযুক্তিগতভাবে ইরান রাশিয়া ও চীনের সহ-ায়তা পেয়েছে, যার ফলে ইডব্লিউ কার্যক্রমের জটিলতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্রের ইডব্লিউ ক্ষমতা বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ইএ-১৮ জি গ্রাউলার, আরসি-১৩৫ রিভেট জয়েন্ট এবং ড্রোন ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন নৌবাহিনী দূর-পরিসরে জি-পএস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের ইডব্লিউ কৌশল শুধু প্রতিরক্ষা নয়, শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্যও ব্যবহার হয়। তবে সঙ্কীর্ণ জলপথে যেমন হরমুজ প্রণালী, আধুনিক উড পরিচালনা জটিল এবং এক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন।

ইসরাইল : ইসরাইল আঞ্চলিক ইডব্লিউ শক্তিতে উচ্চসমৃদ্ধ, বিশেষ করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের গাইডিং সিগন্যাল ব্যাহত করতে সক্ষম। তারা সীমিত ভৌগোলিক অঞ্চলে দ্রুত সমন্বয় করতে পারছে। তবে দীর্ঘ-পরিসরের সামরিক ইডব্লিউ ক্ষমতা মার্কিন সমর্থনের উপর নির্ভরশীল।

রাশিয়া, চীন ও তুরস্কের সক্ষমতা

পারস্য উপসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের অদৃশ্য যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (ইডব্লিউ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাশিয়া, চীন ও তুরস্ক এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সক্ষমতা দেখাচ্ছে।

রাশিয়া বিশ্বমানের ইডব্লিউ ক্ষমতায় শীর্ষে। তাদের টিরাদা, ক্রাসুখা-১, লির-৩ সিস্টেমগুলো ব্যবহার করে বিমান, রাডার ও স্যাটেলাইটের সঙ্কেত হস্তক্ষেপ করা সম্ভব। রাশিয়ার ইডব্লিউ কৌশল দূর-পরিসর, হাইব্রিড যুদ্ধ এবং ন্যাটো ও ইউরোপীয় লক্ষ্যবস্তুতে প্রভাব বিস্তারে কার্যকর। রাশিয়ার সিগন্যাল হস্তক্ষেপ প্রযুক্তি সরাসরি শত্রুর নজরদারি, ড্রোন ও রাডার পরিচালনাকে দুর্বল করে।

চীন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইডব্লিউ ক্ষেত্রে সমানভাবে শক্তিশালী। কেজে-২০০০, ওয়াইএলসি-২০, জেএল ১/২ প্ল্যাটফর্ম এবং বেইদাউ জিপিএস বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে চীন দূরবর্তী ইডব্লিউ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং নেভিগেশন সিস্টেমকে বিঘ্নিত করতে সক্ষম। চীনের ইডব্লিউ কৌশল দক্ষিণ চীন সাগর ও ভারত-প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধিতে সমর্থ।

তুরস্ক আঞ্চলিক ইডব্লিউ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কোরাল এবং আসেলসান জ্যামিং ডিভাইস ব্যবহার করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের গাইডিং সিগন্যাল বিভ্রান্ত করা যায়। তুরস্কের ইডব্লিউ কৌশল আঞ্চলিক সীমান্ত, মধ্যপ্রাচ্য এবং ন্যাটো মিশনে দ্রুত সমন্বয় ও হাইব্রিড আক্রমণে সহায়ক।

রাশিয়া ও চীন বৈশ্বিক ইডব্লিউ শক্তি হিসেবে শীর্ষে, দীর্ঘ-পরিসর ও স্যাটেলাইট-নির্ভর সক্ষমতা প্রদর্শন করে। তুরস্ক আঞ্চলিকভাবে কার্যকর, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। এই তিন দেশের ইডব্লিউ ক্ষমতা আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সামরিক ভারসাম্য এবং প্রযুক্তিনির্ভর কৌশলগত প্রভাবে নতুন মাত্রা যোগ করছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তা

আধুনিক যুদ্ধ শুধু অস্ত্রের লড়াই নয়, প্রযুক্তি ও সঙ্কেত নিয়ন্ত্রণ এখন সামরিক ও কৌশলগত প্রভাবের মূল চাবিকাঠি। হরমুজ প্রণালীতে ইলেকট্রনিক যুদ্ধের প্রভাব শুধু সামরিক নয়; এর অর্থনৈতিক প্রভাবও গভীর। জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত হলে তেল ও গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যেতে পারে এবং বৈশ্বিক শিপিং ব্যয় বাড়তে পারে। বিশেষ করে এশিয়ার জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলো এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে।

ভবিষ্যতের যুদ্ধ : অস্ত্রের পাশাপাশি অ্যালগরিদম

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ শুধু ট্যাংক বা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে না। স্যাটেলাইট, ডাটা নেটওয়ার্ক, সাইবার প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক সিগন্যাল ইত্যাদি যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

পারস্য উপসাগরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দেখাচ্ছে, একটি অদৃশ্য সিগন্যালও শত শত জাহাজকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ফলে সামরিক শক্তির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও এখন ভূরাজনীতির অন্যতম নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠছে।

হরমুজ প্রণালীতে জিপিএস জ্যামিং ও স্পুফিংয়ের ঘটনা প্রমাণ করছে, আধুনিক যুদ্ধ আর শুধু দৃশ্যমান অস্ত্রের লড়াই নয়; বরং তথ্য, সঙ্কেত ও প্রযুক্তির এক জটিল প্রতিযোগিতা, যার প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি নিয়ে শুধু বড় শক্তি নয়, বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর দেশগুলোকেও ভাবতে হবে।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, নয়া দিগন্ত।

ভিসা জালিয়াতির অভিযোগে ১১ ভারতীয় গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাজানো সশস্ত্র ডাকাতির নাটক মঞ্চস্থ করার অভিযোগে ১১ ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। খবর এনডিটিভির।তদন্ত কর্মকর্তাদের বরাতে জানা যায়, ঘটনাগুলো ঘটেছে বোস্টন সিটি ও আশপাশের এলাকায়। সেখানকার ফেডারেল তদন্তকারীরা জানান, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিতভাবে ভুয়া ডাকাতির ঘটনা সাজাতেন।

তদন্তে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অপরাধের শিকার হিসেবে দেখানো। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধের শিকার হয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্তে সহযোগিতা করলে বিশেষ ধরনের একটি ভিসা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাকে ইউ-ভিসা বলা হয়।

তদন্তকারী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ছয়টি সাজানো ডাকাতির ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এসব ঘটনা ঘটেছে কনভেনিয়েন্স স্টোর, মদের দোকান এবং ফাস্টফুড রেস্তোরাঁয়।তদন্তে আরো জানা যায়, পুরো ঘটনাগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হতো।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশ সরকারের ৩০ দিনের পোস্টমর্টেম

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন শুরু করেছে, যা চোখে পড়ার মতো। ফ্যাসিবাদী হাসিনার তুলনায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান তার অনাড়ম্বর দায়িত্ব পালন এবং তার যাতায়াতে জনভোগান্তি দূর করা এবং প্রটোকল কমিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিয়েছেন। দ্রব্যমূল্য, বিশেষ করে নিত্যপণ্যের মূল্য বাড়তে না দেওয়ার পদক্ষেপও জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্যে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইরানে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর ৮৫টি দেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লেও বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়নি। সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে জ্বালানির দাম না বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার। সরকারপ্রধান তারেক রহমান অনাড়ম্বরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে দিনরাত পরিশ্রম করছেন ফ্যাসিবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট একটি দেশকে তার স্বাভাবিক গতিতে ফিরিয়ে আনতে। উন্নয়ন ও উৎপাদনের ধারায় আবারও নিয়ে যেতে। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মজবুত করতে। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার পরই তারেক রহমান ছুটে গেছেন সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের বাসায়। তার এই উদারতা দেশবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তবে তারেক রহমান সরকারের প্রথম ৩০ দিনে বিতর্কিত বেশকিছু কাজও চোখে পড়েছে। গণভোটের রায় অনুযায়ী সংস্কার পরিষদ গঠন না করা, সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারদলীয় এমপিদের শপথ গ্রহণ না করাসহ গণভোটের রায় মানতে নারাজি সংস্কার বাস্তবায়নে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সিটি করপোরেশনে মেয়র এবং জেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন না দিয়ে দলীয় প্রশাসক নিয়োগও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে গভর্নর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর, দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার, ইউজিসি চেয়ারম্যানের পদত্যাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পরিবর্তনের দৃষ্টিকটু প্রক্রিয়া চোখে পড়েছে এবং চাঁদাবাজি নিয়ে সরকারের একজন মন্ত্রীর নতুন ব্যাখ্যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী বহুল আকাঙ্ক্ষিত অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি। নির্বাচনের ৫ দিনের মাথায় ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ নেন। ষষ্ঠবারের মতো বিএনপির এই ক্ষমতারোহণ হলেও এবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় ১৭ বছরের হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনে দেশের নির্বাচনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। বিভিন্ন ব্যাংক লুট করে অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। গুম-খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক অবস্থায় ছাত্র-জনতা জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হাসিনাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। স্বৈরাচার যাতে আর ফিরে আসতে না পারে, দেশবাসী যাতে তাদের ভোটের অধিকার ফিরে পায়, ব্যাংক যাতে আর লুট না হয়, গুম-খুন না হয়; যারা এসবে জড়িত ছিল, তাদের যাতে বিচার হয়, এ জাতীয় অসংখ্য প্রত্যাশা সামনে নিয়ে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব এনে জুলাই সনদে তা অন্তর্ভুক্ত করে।

এর আলোকে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোট প্রদানের পাশাপাশি গণভোটে সংস্কার প্রস্তাবের পক্ষে জনগণ রায় দেয়। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার প্রথম মাসটিতে সংবাদমাধ্যমের অকুণ্ঠ সমর্থনই শুধু পায়নি, বলা যায় পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়েও অনেক সংবাদমাধ্যম প্রশংসা ও স্তুতিতে ভাসিয়েছে। 'মধুচন্দ্রিমাকাল'হিসেবে এটাকে পাঠক-দর্শকও সম্ভবত খারাপভাবে নেয়নি। তাছাড়া আলোচ্য সময়কালে সরকার অনেক ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দ্রুত উদ্যোগী হয়েছে। জনসাধারণের জীবনঘনিষ্ঠ বেশ-কিছু বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, ই-হেলথ কার্ড এবং মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য ভাতার মতো ইতিবাচক উদ্যোগগুলো পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সদিচ্ছার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ, বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েলের দাম ১৬ টাকা কমানো, ইরান যুদ্ধের ধাক্কায় সম্ভাব্য সংকটের মধ্যেও জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, রুগ্‌ণ ও বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুর উদ্যোগ, ৫৪ জেলায় একযোগে খাল খনন কর্মসূচির সূচনা, শিক্ষার্থীসহ তিন ধরনের যাত্রীর জন্য মেট্রো ও রেলের ভাড়া ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং নারীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ মধুচন্দ্রিমাকালে সরকারের প্রশংসা করার মতো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে ভঙ্গুর অর্থনীতি ও ৬৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতির মধ্যে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা 'ব্যয়বহুল মধুচন্দ্রিমা'র মতোই। আবার 'হানিমুন পিরিয়ডে'কিছু নেতিবাচক কাণ্ড-কীর্তি জনমনে বিরূপ প্রভাবও ফেলেছে। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নানা ধরনের অপকর্ম ও আধিপত্য বিস্তারে সংঘাত-হানাহানি, নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, হাসপাতালের সেবা বন্ধ রেখে সরকারদলীয় এমপিদের সভা, পরিবহন সেক্টরের চাঁদাকে 'সমঝোতা'র মোড়কে হালাল করার চেষ্টা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পরিবর্তে দলীয় প্রশাসক বসানো, প্রশাসনে রদবদলে দক্ষতা ও যোগ্যতাকে উপেক্ষা করে অন্ধ আনুগত্যের প্রাধান্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে পরিবর্তনে ভুল বার্তা, সংসদের ডেপুটি স্পিকার পদে পছন্দের ক্ষেত্রে সুবিবেচনার অভাব ঘটনাগুলো সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে না। প্রেমময় ও উত্তেজনাপূর্ণ মধুচন্দ্রিমাকালেই কিছু ইস্যুতে অনভিপ্রেত সমালোচনা এবং ভার্চুয়াল তুলাধুনার মুখে পড়তে হয়েছে সরকারকে। কিন্তু যথাসময়ে তা মোকাবিলা করতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা।

সরকারের প্রথম ৩০ দিনে নেওয়া জনতুষ্টিমূলক প্রধান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের প্রতিটি অঙ্গনকে আলোকিত করেছে এমন পদক্ষেপও রয়েছে। সরকারপ্রধান তারেক রহমান বলেছেন, ভোটের কালি মুছে যাওয়া আগে তারা তাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছেন।

জনতুষ্টিমূলক উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে : ১. ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি : প্রাথমিকভাবে ৩৭ হাজার ৫৬৭ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কার্ডে মাসিক দুই হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। দেশের চার কোটি ফ্যামিলিকে পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। সরকার গঠনের মাত্র ২১ দিনের মাথায় এ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। ২. ইমাম, মুয়াজ্জিন ও ধর্মীয় সেবকদের সম্মানী : চার হাজার ৯০৮ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন, ৯৯০ মন্দিরের পুরোহিত, ১৪৪ বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ এবং ৩৯৬ গির্জার যাজক ও পালকরা মাসিক সম্মানী ভাতা পেয়েছেন। প্রতি মসজিদে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মোতওয়াল্লির জন্য মোট ১০ হাজার এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার করে এই সম্মানী দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এটা সম্প্রসারণ করা হবে। ৩. কৃষক কার্ড ও কৃষিঋণ মওকুফ : প্রায় ১২ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রায় ২৭ হাজার কৃষককে বহুলপ্রত্যাশিত কৃষক কার্ড প্রদানের মাধ্যমে ১৪ এপ্রিল টাঙ্গাইল থেকে এই কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশের কৃষকের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ৪. বিএনপি তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৬ মার্চ দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দিনাজপুর থেকে একযোগে দেশের ৫৪টি জেলায় খাল খনন কর্মসূচির সূচনা করেন। পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল ও জলাশয় খনন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সেচব্যবস্থা উন্নত হবে, জলাবদ্ধতা কমবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। ৫. বিএনপির প্রথম সংসদীয় দলের সভায় এমপিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তারা শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট গ্রহণ করবেন না। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমবে এবং জনগণের আস্থা পুনঃস্থাপন হবে। ৬. দরিদ্রদের কাছে সম্পদ পৌঁছানো ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য আলেম-মাশায়েখদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক জাকাতব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৭. সাপ্তাহিক অফিস ও অফিস সময় : প্রধানমন্ত্রী শনিবারও অফিস করছেন, কর্মকর্তাদের সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ৮. ভিভিআইপি প্রটোকল হ্রাস : প্রধানমন্ত্রীর অতিসাধারণ চলাফেরায় ট্রাফিকব্যবস্থায় নজিরবিহীন পরিবর্তন হয়েছে, জনগণও ট্রাফিক আইন মেনে চলতে উৎসাহিত হচ্ছেন। এছাড়া বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সীমিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আসা-যাওয়ায় এখন মাত্র একজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী, চিফ হুইপ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব উপস্থিত থাকবেন। এর বাইরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুনঃভর্তি ফি বাতিল ও লটারি বাতিল করা হয়েছে। লটারির পরিবর্তে আধুনিক ভর্তি পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা প্রশংসিত হয়েছে। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জোরদারের লক্ষ্যে ৯ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সহায়তায় সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জামানতবিহীন ব্যাংক গ্যারান্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া জনতুষ্টিমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে, বিমানবন্দর ও চলন্ত ট্রেনে ফ্রি

ইন্টারনেটের ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে উন্নত দেশের মতো ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার সৈয়দপুর বিমানবন্দরে এটা উদ্বোধন করা হয়েছে। এর বাইরে সরকারের প্রথম ৩০ দিনে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। কাঁচাপণ্য ও শাক-সবজির দাম অনেক কমে এসেছে। অন্যান্য নিত্যপণ্যের দামও স্থিতিশীল রয়েছে।

বিতর্কিত বিষয় : গণভোটের রায় অনুযায়ী সংস্কার পরিষদ গঠিত হয়নি। সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারদলীয় এমপিরা শপথও নেননি। অন্যদিকে জামায়াত, এনসিপিসহ বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা এমপি হিসেবে শপথের পাশাপাশি গণপরিষদ সদস্য হিসেবেও শপথ নেন। সরকারি দল থেকে বলা হচ্ছে, সংবিধানে গণপরিষদ বলে কিছু নেই। তাই তারা এটা গঠন কিংবা এর সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পারেন না। সরকার ও বিরোধী দল এ নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। গণভোটে যেভাবে সংস্কার প্রস্তাবগুলো পাস হয়েছে, সেভাবে বাস্তবায়ন হবে কি না–এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে করার রায় গণভোটে এসেছে কিন্তু এটি বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যে গতিতে বিএনপি তার নির্বাচনি ওয়াদা পূরণ করছে, তার বিপরীত গতিতে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়ছে। বিএনপির আশ্বাস সত্ত্বেও বিরোধীরা এ নিয়ে আশ্বস্ত হতে পারছেন না। বিএনপি সরকার ঢাকার দুটিসহ ছয়টি সিটি করপোরেশনে প্রথম দফায় এবং পরে আরো পাঁচটি সিটি করপোরেশনে দ্বিতীয় দফায় দলীয় লোকদের প্রশাসক হিসেবে বসিয়েছে। ভোটের মাধ্যমে মেয়র নির্বাচনের জন্য সবাই যখন উন্মুখ হয়ে আছে, তখন এ ধরনের পদক্ষেপকে বিরোধী দলসহ সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না। সবশেষ ৬৪ জেলার মধ্যে ৪২ জেলা পরিষদে দলীয় লোকদের প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন না দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটার তাজুল ইসলাম, দুদক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মোমেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এসএমএ ফায়েজের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায়ের প্রক্রিয়াটি দৃষ্টিকটু লেগেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে যথারীতি মব সৃষ্টি করে বিদায় করা হয়েছে, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার নতুন ভিসি নিয়োগের ঘোষণা এসেছে একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীর মুখ থেকে। কিন্তু তখনো কোনো গেজেট হয়নি। ফলে এটি এক ধরনের আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। সড়ক পরিবহন, সেতু ও রেলপথমন্ত্রী শেখ রবিউল ইসলাম চাঁদা আর চাঁদাবাজির পার্থক্য টানতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, সেটা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এটি জনমনে ভুল বার্তা দিয়েছে। মনে হয়েছে, চাঁদাবাজির কোনো একটি প্রক্রিয়াকে সরকার প্রশ্রয় দিতে চাচ্ছে। এর বাইরে সরকার ৫০ সদস্যের ঢাউস মন্ত্রিসভা গঠনের পর মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় আরো ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছে। কোনো কোনো মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে তিন-চারটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার একই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এসবই বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যাও দেওয়া হচ্ছে না। গত সপ্তাহে দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থায় একটি বিতর্কিত ও নেতিবাচক পরিবর্তনের আলোচনা শুরু হয়। পরিচালনা কমিটির সভাপতি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা শিথিল বা পুরোপুরি তুলে দেওয়ার বিষয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর চাউর হয়। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ফেসবুকে সরকার ও বিএনপিকে ধোলাই চলতে থাকে। অনেকে বলতে থাকেন, 'বিএনপিতে শিক্ষিত লোকের অভাব আছে বলেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।'সপ্তাহজুড়ে তীব্র সমালোচনা হজম করে শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানালেন, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া আরেকটি বিষয় বেশ আলোচিত হচ্ছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেক সংসদীয় আসনে ভোটের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে রিট হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে তিনি হাইকোর্টে নির্বাচনি আবেদন করতে পারেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৩৬ প্রার্থীর পৃথক ৩৬টি নির্বাচনি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ৯ প্রার্থীর করা পৃথক নির্বাচনি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে হাইকোর্ট। তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারও রয়েছেন। ৯টি আবেদনেরই শুনানি হবে বিচারপতি জাকির হোসেনের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে। নির্বাচনসংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ ও শুনানির জন্য গত ১৭ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে একক বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেন প্রধান বিচারপতি। নির্বাচনি ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে সরকার ও প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের রিট আবেদনের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে সংখ্যাটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা বলা মুশকিল। তবে এ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে বিএনপি ও জামায়াত দুটি দলই একে অপরের বিজয়কে ম্লান করছে বলে অনেকে মন্তব্য করছেন।

নাগরিকত্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া অনুমোদিত নয়

(প্রথম পাতার পর)

জন্য সন্তান জন্ম দেওয়ার অনুমোদন নেই বলে জানিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত দেশটির দূতাবাস। বুধবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাস ভিসাসংক্রান্ত এক বার্তায় জানিয়েছে, বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় বার্থ ট্যুরিজম (শিশুর আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া) অনুমোদিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিয়োগকর্তা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, এমন কাজ করা অনুমোদিত নয়। ডিগ্রি বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেডিটের জন্য পড়াশোনা করা অনুমোদিত নয়। এছাড়া পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করাও অনুমোদিত নয়।

ভিসা নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের নতুন সতর্কতা জারি : বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে চাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন সতর্কবার্তা জারি করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। বুধবার ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যেসব কাজ করা যাবে না, তার একটি তালিকা দিয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেয়া যাবে না। অনেকেই এই ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার চেষ্টা করেন, যেন শিশু মার্কিন নাগরিকত্ব পায়। বিষয়টি 'বার্থ ট্যুরিজম' নামে পরিচিত। একইভাবে বি১/বি২ ভিজিটর ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিয়োগকর্তা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় এমন কাজ করা যাবে না। এককথায় এই ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা কোনও ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনও কাজ করতে পারবেন না। এছাড়া ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ডিগ্রি বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেডিটের জন্য পড়াশোনা করা যাবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে মার্কিন দূতাবাস।

ক্ষুধার ঝুঁকিতে পড়তে পারে সাড়ে ৪ কোটি মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ জুন পর্যন্ত চলতে থাকলে বিশ্বজুড়ে আরও ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। প্রকাশিত সংস্থাটির বিশ্লেষণে বলা হয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তা সরবরাহের পথগুলো ব্যাহত হয়েছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন সংকটাপন্ন অঞ্চলে জরুরি খাদ্য সহায়তা পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে। ডব্লিউএফপির উপনির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউ জেনেভায় সাংবাদিকদের জানান, খাদ্য, জ্বালানি ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষ তীব্র ক্ষুধার মুখে পড়তে পারে।

এতে বিশ্বে মোট ক্ষুধাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বর্তমান রেকর্ড ৩১ কোটি ৯০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। তিনি বলেন, এতে বৈশ্বিক ক্ষুধার মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে, যা অত্যন্ত ভয়াবহ একটি পরিস্থিতি। তিনি আরও বলেন, এ যুদ্ধের আগেই আমরা এক ধরনের সংকটের মধ্যে ছিলাম, যেখানে ক্ষুধার মাত্রা সংখ্যা ও গভীরতা দুই দিক থেকেই সর্বোচ্চ অবস্থায় ছিল। স্কাউ জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরুর পর থেকে তাদের পরিবহন ব্যয় প্রায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহের পথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি বলেন, এ অতিরিক্ত ব্যয় এমন এক সময়ে যোগ হয়েছে, যখন বিভিন্ন দাতা দেশ প্রতিরক্ষা খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় ডব্লিউএফপির বাজেটে বড় ধরনের কাটছাঁট করা হয়েছে। -রয়টার্স

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ১৫ ১৬ ১৭ মে

নিউইয়র্ক: আগামী ১৫, ১৬ ও ১৭ মে নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল খ্রিস্টিয়ান সেন্টারে তিনদিনব্যাপি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা- ২০২৬' অনুষ্ঠিত হবে। একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন-যুক্তরাষ্ট্র এই বইমেলার আয়োজক সংগঠন। প্রথম দিন শুক্রবার বিকেলে উদ্বোধনীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বরেণ্য লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট জনেরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বইমেলায় উত্তর আমেরিকা সহ ইউরোপ, কলকাতা, বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিরা অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

রোমাঞ্চকর জয়ে সুখবর পেল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে নিশ্চিত করল বাংলাদেশ। এই জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টপকে আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে ৯ নম্বরেও উঠে এসেছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন দল।এর আগে ২০১৫ সালে মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। দীর্ঘ ১১ বছর পর ফের পাকিস্তানকে দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ানডে সিরিজে হারাল বাংলাদেশ। রোববার মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৯০ রান করে বাংলাদেশ। দলের এই বড় সংগ্রহে মূল কারিগর ছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। তিনি ১০৭ বালে ১০৭ রান করেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই তার প্রথম সেঞ্চুরি। ২৯১ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় চলে যায় পাকিস্তান। সেই অবস্থা থেকে দলকে খেলায় ফিরিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখান সালমান আলি আগা। কিন্তু ম্যাচ জয়ের জন্য শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ১৫ বলে ৩০ রান।
খেলার এমন অবস্থায় ৭৯টি চার আর ৪টি ছক্কায় ১০৬ রান করে ফেরেন সালমান। তার বিদায়ের পর শাহিন শাহ আফ্রিদি চেষ্টা করেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছাতে পারেননি।১১ রানে জয় পায় বাংলাদেশ। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে ১১৪ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের করা ২৭৪ রানের জবাবে ১১৪ রানেই অলআউট হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ১২৮ রানের জয়ে সিরিজে সমতায় ফেরে পাকিস্তান।

বাংলাদেশকে বড় সুখবর দিলেন হামজা

স্পোর্টস ডেস্ক : চোট কাটিয়ে সেরে উঠেছেন হামজা চৌধুরী। এর ফলে চলতি মাসের শেষে ভিয়েতনামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ দলে যোগ দিতে পারবেন লেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। গত ৩১ জানুয়ারি চার্লটন অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়েন হামজা। এরপর থেকে ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে তার খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তবে ফেব্রুয়ারিতে ছয়টি ম্যাচ মাঠের বাইরে থাকার পর ৭ মার্চ ইপসউইচ টাউন ও ১১ মার্চ ব্রিস্টল সিটির বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মাঠে নামেন ২৮ বছর বয়সী এই ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া মিডফিল্ডার। এতে ২৬ মার্চ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ও সিঙ্গাপুর ম্যাচে তার খেলার সম্ভাবনা ফিরে এসেছে। বাফুফে প্রেসিডেন্ট তাবিথ আওয়ালের সভাপতিত্বে জাতীয় দল কমিটির বৈঠকের পর

বাফুফের মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবুল বলেছেন, 'হামজা এখন পুরোপুরি সুস্থ এবং সে ২২ মার্চ ভিয়েতনামে জাতীয় দলে যোগ দেবে।'
বাবুল আরও জানান, স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ার ক্যাবরেরা শীঘ্রই ৩০ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করবেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় জাতীয় ক্যাম্প শুরু হবে। এরপর ২১ মার্চ ২৩ সদস্যের চূড়ান্ত দল ভিয়েতনামের উদ্দেশে রওনা দেবে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা জায়ান আহমেদ ১৪ মার্চ এবং কানাডায় থাকা শমিত শোম ১৫ মার্চ ঢাকায় পৌঁছাবেন। ইতালিতে থাকা ফাহামেদুল ইসলাম ও ফিনল্যান্ডে থাকা তারিক রাই-হান কাজি ১৬ মার্চ দেশে ফিরবেন।

১ কোটি ৬৪ লাখ টাকায় মুস্তাফিজকে কিনল বার্মিংহাম ফিনিক্স

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দ্য হান্ড্রেডেও দল পেয়েছেন কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান। প্রথমবারের মতো এই লিগে খেলবেন কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার। ইংল্যান্ডের মুদ্রায় ১ লাখ পাউন্ড বা বাংলাদেশি টাকার অঙ্কে ১ কোটি ৬৪ লাখ ৩৩ হাজার টাকায় তাকে দলে ভিড়িয়েছে বার্মিংহাম ফিনিক্স। প্লেয়ার ড্রাফট থেকে বেরিয়ে দ্য হান্ড্রেডের নিলাম হলো এবারই প্রথম। লন্ডনে বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নিলামের তৃতীয় ও শেষ ধাপে নাম ওঠে মুস্তাফিজের। তার জন্য বার্মিংহাম ছাড়া আর কেউ বিড করেনি। ফলে এই দলটিই পেয়ে যায় ৩০ বছর বয়সী পেসারকে।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ঘরানার এই টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম খেলবেন মুস্তাফিজুর রহমান। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বরাবরই চাহিদার শীর্ষে থাকেন এই পেসার। দেশের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোর মধ্যে এর আগে আইপিএল, পিএ-সএল, আইএল টি-টোয়েন্টি ও লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন মুস্তাফিজ। বর্তমানে বাংলাদেশ দলের হয়ে দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে খেলছেন তিনি। নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় ছিলেন বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার রিশাদ হোসেন। ৭৫ হাজার পাউন্ড ভিত্তিমূল্যের ক্যাটাগরিতে থাকা এই লেগ স্পিনারের নাম নিলামের প্রথম ধাপে উঠলেও আট ফ্র্যাঞ্চাইজির কেউ আগ্রহ দেখায়নি তাকে দলে ভেড়াতে। আগামী ২১ জুলাই থেকে মাঠে গড়াবে দ্য হান্ড্রেডের এবারের আসর।

যার উপহার পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : সম্প্রতি আল ফায়হার বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছে আল নাসর। তবে হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়েন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তাই ম্যাচ নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। তবে এই ম্যাচে বাড়তি কিছু প্রাপ্তি আছে পর্তুগিজ তারকার। ম্যাচের পর ৪১ বছর বয়সী রোনালদো বিশেষ এক উপহার পান যা তার পুরো ফুটবল ক্যারিয়ারের যাত্রাপথকে তুলে ধরেছে। আল ফায়হার গোলকিপার ওর্লান্ডো মসকুয়েরা এটি উপহার হিসেবে তুলে দেন রোনালদোর হাতে। কাজটি করেছেন পানামার শিল্পী কুটি মসকুয়েরা। দুই দশকেরও বেশি সময় আগে শুরু হয়েছে রোনালদোর ক্যারিয়ার। শুরুটা ছিলো ২০০২-০৩ মৌসুমে স্পোর্টিং সিপিতে। যেখানে তার গতি, কৌশল এবং প্রতিপক্ষকে অস্থির করার দক্ষতা তৎক্ষণাৎ নজর কেড়েছিল। এরপর তিনি সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি পান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলে। ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সেই ক্লাবের জার্সি গায়ে মাঠ মাতিয়েছিলেন তিনি প্রথম দফায়। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর ২০২৩ পাড়ি জমান সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-নাসরে। তিনি যোগ দেওয়ায় বলা যায় সৌদি ফুটবলের নতুন উন্মাদনা চোখে পড়ে সবার মাঝে।
এই সব কীর্তি এবং পর্তুগাল জাতীয় দলের সাথে তার প্রদর্শিত অসাধারণ খেলা, যেমন ২০২৪-২৫ নেশনস লিগে অর্জিত সাফল্যও, তুলে ধরা হয়েছে একটি বিশেষ জুতার জোড়ায়, যা তার খেলায় অংশ নেওয়া সমস্ত ক্লাবকে প্রতিফলিত করছে। দুর্দন্ত এই কাজটি করেছেন পানামার শিল্পী ওর্লান্ডো মসকুয়েরা। উপহারটি তিনি রোনালদোর কাছে পৌঁছান আল ফায়হার গোলকিপারের মাধ্যমে। জুতা জোড়া সাদরে গ্রহণ করে ফটোগ্রাফে পোজ দেন। জুতার বিনিময়ে তিনি স্বাক্ষরিত পর্তুগাল জাতীয় দলের জার্সি উপহার দেন, যা ওয়ান্ডো নিজেই পাঠিয়েছিলেন, যাতে রোনালদোর স্বাক্ষর জার্সিতে ফিরে আসে। রোনালদো তার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে এই বিশেষ

উপহার এবং 'কুটি' মসকুয়েরার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, পানামার এই শিল্পীর কাজ ইতোমধ্যেই লিওনেল মেসি, রাদামেল ফালকাও এবং ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মতো অন্যান্য ক্রীড়া কিংবদন্তিদের কাছেও পৌঁছেছে, এবার পেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এটি নিঃসন্দেহে একটি উপহার যা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার প্রতীক, এবং গোলরক্ষকের এই উদারতা ম্যাচের ফলাফলের বাইরে গিয়ে ফুটবল প্রেমীদের হৃদয়ে ছাপ ফেলেছে।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিএনপির সংরক্ষিত এমপি হতে তদবির-দৌড়ঝাঁপ

(প্রথম পাতার পর)

জমা পড়েছে ৫০০-এর বেশি আবেদন। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে এসব আবেদন জমা পড়েছে। আবেদনের নির্ধারিত কোনো ফরম না থাকলেও তারা সাদা কাগজে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন। সঙ্গে যোগ করেছেন বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিজেদের নেওয়া পদক্ষেপ। অনেকে জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মিছিল, মিটিং ও দলীয় কর্মসূচির অসংখ্য ছবি। প্রত্যেকের আবেদন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বরাবর। বিএনপির পল্টন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিস কর্মকর্তারা বলেন, ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েক দিনে ৫০০-এর বেশি আবেদন জমা পড়েছে। দলীয়ভাবে এটা রেকর্ড বলে জানান তিনি। আবেদনগুলো দলীয় হাইকমান্ডের কাছে পাঠানো হবে। সেখান থেকেই আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। খুলনা থেকে আবেদন করা এক নারী নেত্রী বলেন, অনেক বছর ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দলের জন্য তার অনেক ত্যাগ রয়েছে। তাই সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি হওয়ার জন্য আবেদন করেছি। আশা করি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আমার জীবনবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করবেন। তিনি বলেন, এরই মধ্যে বেশ কয়েক কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। শুধু আমি নই এ রকম আবেদন করা আরও অনেকেই দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।

এসবের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলাদাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি প্রার্থীরা। অনেকে একাধিক পেইজ খুলে দাবি জানাচ্ছেন। 'পেইড সিস্টেমে' সেসব প্রচারে নানা ইতিবাচক মন্তব্য করা হচ্ছে। যুক্ত করা হচ্ছে মিছিল, মিটিংয়ের ছবি। দলীয় হাইকমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এসব তৎপরতা বলে জানান সম্ভাব্য একাধিক প্রার্থী। দলীয় সূত্রগুলো বলছে, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকেই সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। অনেকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে মনোনয়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন। এ ক্ষেত্রে মহিলা দলের পাশাপাশি অতীতে ছাত্রদল করা নেত্রীরা বেশ এগিয়ে আছেন। কে কোন আসনে মনোনয়ন পাবেন এ নিয়ে দলের ভিতরে জোর আলোচনা চলছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে দলের হাইকমান্ড থেকেই। ফলে এখন সবার নজর সেই ঘোষণার দিকে। যদিও বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, নারী আসনের বিষয়ে দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কার্যক্রম শুরু হয়নি। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত হতে ঈদের পর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদে মোট ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে। আরপিও অনুযায়ী, সাধারণ আসনে যে দল যতটি আসনে জয়ী হয়, সেই অনুপাতে সংরক্ষিত নারী আসন বণ্টন করা হয়। এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এককভাবে ২০৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। সে হিসাবে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে ৩৫টি আসন পাবে দলটি। এ ছাড়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১১টি ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১টি আসন পাবে। অন্য ৩টি আসন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও নিজস্ব প্রতীকে জয়ী ছোট দলগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হবে। দলগুলো হলো বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি), গণঅধিকার পরিষদ ও খেলাফত মজলিস। জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের সরকারি গেজেট প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন জারি করে মনোনয়ন, বাছাই, প্রত্যাহার ও ভোটের তারিখ নির্ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন ও নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য এখনো হাতে সময় আছে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারী প্রার্থী ছিলেন ৮৬ জন। তাদের মধ্যে জয়ী হয়েছেন সাতজন। এর মধ্যে ছয়জন বিএনপির, একজন স্বতন্ত্র। সংরক্ষিত ৫০টি আসন যুক্ত হলে সংসদে মোট নারী সদস্য হবেন ৫৭ জন, যা ৩৫০ সদস্যের সংসদে প্রায় ১৬ শতাংশ।

শুক্রবার পবিত্র ঈদুল ফিতর

(প্রথম পাতার পর)

হাজার মসজিদে আয়োজন করা হচ্ছে একাধিক ঈদের জামাত। নিউইয়র্কে ইতিমধ্যে ঈদের আগাম প্রস্তুতি চলছে। মসজিদে মসজিদে ঈদ জামাতের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মসজিদে একাধিক ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের জন্যও নামাজের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। ঈদের নামাজের আয়োজন করার জন্য বিভিন্ন মসজিদ পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আগেভাগেই পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে ঈদগাহ এবং মসজিদের নামাজের স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। একাধিক মসজিদের প্রধান ইমাম ও পরিচালনা পরিষদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা সুষ্ঠুভাবে ঈদের জামাত সম্পন্ন করতে আগাম সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ঈদ নামাজের জন্য পুলিশের অনুমতি নিচ্ছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার: জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের (জেএমসি) উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে। মসজিদে তিনটি জামাতে বিপুলসংখ্যক মুসল্লির নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল আটটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল নয়টায় এবং তৃতীয় জামাত সকাল দশটায়। মসজিদের ভেতরে মহিলাদের জন্য আলাদা নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগের জ্যামাইকার সুজান বি অ্যান্থনির মাঠে শীতের কারণে বাইরে ঈদ জামাত হবে না। এবার মসজিদের ভেতরে ঈদের তিন জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটায় ও তৃতীয় জামাত সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে পাঁচটি। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত আটটায়, তৃতীয় জামাত নয়টায়, চতুর্থ জামাত দশটায় এবং পঞ্চম জামাত ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। মাওলানা কাজী কাইয়ুম বলেন, আমরা প্রতিবছর ডাইভারসিটি প্লাজায় ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করে থাকি। এবারও করছি। নামাজের জন্য ইতিমধ্যে অনুমতিও নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আবহাওয়া ভালো থাকবে। ঈদের নামাজে অংশ নিতে কমিউনিটির সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জ্যাকসন হাইটসের মুনা সেন্টার (মসজিদ নামিরাহ): ঈদুল ফিতর এর একটি জামাত মসজিদের পাশে খোলা আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮:৩০ মিনিটে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে মসজিদে ২টি জামাত হবে সকাল ৮:০০ ও ৯:০০টায়।

উডসাইড মসজিদে ৩টি জামাত: উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদে ঈদুল ফিতরের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৮টায় এবং তৃতীয় জামাত সকাল পোনে ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। শেষ জামাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

এস্টোরিয়ার আল আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে এস্টোরিয়ার ৩৬ স্ট্রিটে খোলামাঠে সকাল সাড়ে আটটায়। তবে বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত হবে। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে আটটায় এবং তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে নয়টায়। মসজিদ পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তৃতীয় জামাতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ওজনপার্কের আল ফরুকান মসজিদের উদ্যোগে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৭৭ অ্যান্ড গ্ল্যানেমার অ্যাভিনিউতে। এখানে দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত হবে সকাল আটটায় আর দ্বিতীয় জামাত সকাল নয়টায়।

আল কুবা ইসলামিক সেন্টার অব জ্যামাইকার উদ্যোগে মসজিদের ভেতরে সকাল আটটায় একটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যামাইকার ১৪৮-১৬. ৮৭ রোডে অবস্থিত **দারুস সালাম মসজিদে** ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত ৭.৩০, দ্বিতীয় ৮.৩০, তৃতীয় ৯.৩০ এবং চতুর্থ জামাত ১০.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ জামাতে মহিলাদের নামাজ আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

ব্রুকলিনে বায়তুল জান্না জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে ব্রুকলিনের ৫৬৯ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউ সিটিতে খোলা রাস্তায় ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃষ্টি না হলে সেখানে সকাল সাড়ে নয়টায় ঈদের জামাত হবে একটি। বৃষ্টি হলে প্রতি আধঘণ্টা পরপর পাঁচটি জামাত হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রথম জামাত, সকাল আটটায় দ্বিতীয় জামাত, সকাল সাড়ে আটটায় তৃতীয় জামাত, সকাল নয়টায় চতুর্থ জামাত ও সকাল সাড়ে নয়টায় পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রুকলিনের দারুল জান্না মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ব্রুকলিনের সি অ্যাভিনিউতে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত সকাল সোয়া সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাতটা ৪৫ মিনিটে, তৃতীয় জামাত সকাল সোয়া আটটায় এবং চতুর্থ জামাত সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রঙ্কসে বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের বিশাল জামাত অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে তিনটি। সে ক্ষেত্রে জামাত হতে পারে সকাল আটটা, পৌনে নয়টা এবং সোয়া নয়টায়।

রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার ইনকের উদ্যোগে জ্যামাইকায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে ঈদের দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

ইস্ট এলমহার্স্টে ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সাধারত আবহাওয়া ভালো থাকলে তারা বাইরে খোলা স্থানে বা মাঠে ঈদ জামাতের আয়োজন করে থাকে। আর বৃষ্টি বা আবহাওয়া খারাপ হলে মসজিদের ভেতরে ঈদের জামাত হয়। এবার প্রথম জামাত হতে পারে সকাল আটটায় ও দ্বিতীয় জামাত সকাল নয়টায়।

জ্যাকসন হাইটসে আলনূর ইসলামিক সেন্টার, আল নূর ইসলমিক সেন্টার শরিয়া বোর্ড নিউইয়র্ক, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, বাংলাবাজার জামে মসজিদ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, মোহাম্মদী সেন্টার, দারুল উলম, ইকনা মসজিদের উদ্যোগেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

দেশে কোটিপতি বেড়েছে ১২ হাজার ৬৮২

(প্রথম পাতার পর)

২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশের ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা ছিল এক লাখ ২১ হাজার ৩৬২ জন। আর গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ব্যাংক হিসাবে তিন মাসে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ হাজার ৯৭৪ জন। এদিকে কোটি টাকার অ্যাকাউন্টধারীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এসব অ্যাকাউন্টে জমা টাকার পরিমাণও বেড়েছে। খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো চাপে পড়েছে। সংসারের ব্যয় সামাল দিতে অনেকেই আগের সঞ্চয় ভাঙতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ব্যাংকিং খাতে ছোট অঙ্কের আমানত কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বিপরীতে সমাজের একটি শ্রেণির আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিত্তশালী ব্যক্তি ও বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছেই নতুন হিসাবের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাঁদের ভাষায়, অর্থনৈতিক চাপ যতই বাড়ুক, সম্পদশালী জনগোষ্ঠীর আয়-সম্পদ বৃদ্ধির ধারায় তেমন বাধা তৈরি হয়নি। ব্যাংকে বড় অঙ্কের সঞ্চয় হিসাব বৃদ্ধিই এর প্রমাণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কত ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে কোটি টাকার অ্যাকাউন্টে জমা করা টাকার পরিমাণ ছিল আট লাখ ২১ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে কোটি টাকার হিসাবে জমানোর টাকার স্থিতি দাঁড়িয়েছে আট লাখ ৩৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে তিন মাসে কোটি টাকার হিসাবে জমানো টাকা বেড়েছে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) ব্যাংক খাতে মোট অ্যাকাউন্টের (হিসাব) সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫৭ লাখ ছয় হাজার ৮২১টি। আর গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ব্যাংক খাতে মোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার ৪৬৫টি। সেই হিসাবে এক বছরে ব্যাংক খাতে মোট হিসাব সংখ্যা বেড়েছে এক কোটি ২২ লাখ ৪৩ হাজার ৬৪৪টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের মোট হিসাবসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৪৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭০০টি। আর গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ৭৯ লাখ ৫০ হাজার ৪৬৫টি। সেই হিসাবে তিন মাসে ব্যাংক খাতের মোট হিসাবসংখ্যা বেড়েছে ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ৭৬৫টি। তথ্যানুয়ায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) ব্যাংক খাতের উল্লিখিত হিসাবে মোট আমানতের স্থিতি ছিল ১৯ লাখ ২৩ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা। গত বছরের শেষ প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ব্যাংক খাতের উল্লিখিত হিসাবে মোট আমানতের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২১ লাখ ৫৩৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরে আমানত বেড়েছে এক লাখ ৭৭ হাজার ২৯ কোটি টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটি টাকার আমানতকারী ছিল পাঁচজন, ১৯৭৫ সালে তা ৪৭ জনে উন্নীত হয়। ১৯৮০ সালে কোটি টাকার হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ৯৮টি। এরপর ১৯৯০ সালে ৯৪৩টি, ১৯৯৬ সালে দুই হাজার ৫৯৪টি, ২০০১ সালে পাঁচ হাজার ১৬২টি, ২০০৬ সালে আট হাজার ৮৮৭টি এবং ২০০৮ সালে ছিল ১৯ হাজার ১৬৩টি। আর ২০২০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর বেড়ে তা দাঁড়ায় এক লাখ ৯ হাজার ৭৬টিতে। ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোটি টাকা বা তার বেশি রয়েছে এমন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল এক লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে তা দাঁড়ায় এক লাখ ১৬ হাজার ৯০৮টিতে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি। চলতি ২০২৫ সালের মার্চ শেষে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা ছিল এক লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি, গত বছরের জুন শেষে কোটিপতি হিসাব ছিল এক লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টি, সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে ব্যাংক খাতে কোটি টাকার হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল এক লাখ ২৮ হাজার ৭০টি এবং গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ৪৪টি।

নিউইয়র্কে তিন মিলিয়নের বেশি

(প্রথম পাতার পর)

বর্তমানে তিন মিলিয়নেরও বেশি অভিবাসী এই শহরকে নিজেদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি জানান, প্রতিবেদনটি অভিবাসীদের সহায়তায় চলমান কার্যক্রমের প্রতিফলন।তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশভিত্তিক আইনি সহায়তা নেটওয়ার্ক, বহুভাষিক তথ্যসেবা, শ্রমিক সুরক্ষা কার্যক্রম, প্রতারণা প্রতিরোধে সচেতনতা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং বিভিন্ন নাগরিক সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে অভিবাসীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় কাজ করা হচ্ছে।

ডেপুটি মেয়র ফর ইকোনমিক জাস্টিস জুলি সু বলেন, নিউইয়র্কের অর্থনীতি ও কমিউনিটির শক্তির পেছনে অভিবাসীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, সিটি প্রশাসন অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা, অভিবাসী মালিকানাধীন ব্যবসার সহায়তা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে কাজ করছে।নতুন কমিশনার ফাইজা এন. আলী বলেন, পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীর থেকে আগত অভিবাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি অভিবাসী জীবনের বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি নিউইয়র্কের বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে আরও শক্তিশালী করতে কমিউনিটি সংগঠন ও অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নিউইয়র্ককে একটি 'স্যানকচুয়ারি সিটি' হিসেবে শক্তিশালী রাখতে 'মেয়র'স অফিস অফ ইমিগ্রান্ট অ্যাফেয়ার্স' কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি অভিবাসীদের ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, অধিকার রক্ষা এবং সরকারি সেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।নতুন কমিশনারের নেতৃত্বে দপ্তরটি চারটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো–

অভিবাসীদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং স্যানকচুয়ারি নীতিমালা বজায় রাখা;

সমন্বিত ও টেকসই সেবা কাঠামো গড়ে তোলা;

জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে সহায়তা, শ্রমিক সুরক্ষা জোরদার এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি;

অভিবাসীদের মধ্যে ভয় দূর করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করা।প্রতিবেদনে ২০২৫ সালের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে। এ সময়ে 'মেয়র'স অফিস অফ ইমিগ্রান্ট অ্যাফেয়ার্স' সরাসরি প্রায় ৩৭ হাজার অভিবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ৬৪টি ভাষায় ১০ হাজারের বেশি টেলিফোনিক অনুবাদ সেবা প্রদান করা হয়েছে। অভিবাসী হটলাইনে ২৫ হাজারের বেশি কল গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার অভিবাসীর জন্য পূর্ণাঙ্গ আইনি সহায়তা যাচাই করা হয়েছে।এছাড়া ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২৩৯টি ক্লাস পরিচালিত হয়েছে, যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এসব উদ্যোগ অভিবাসীদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।সিটি প্রশাসনের মতে, এই প্রতিবেদন অভিবাসীদের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে। তবে 'মেয়র'স অফিস অফ ইমিগ্রান্ট অ্যাফেয়ার্স' এবং অন্যান্য সংস্থার বিস্তৃত কার্যক্রমের সবকিছু এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।নিউইয়র্কে বসবাসরত অভিবাসীদের নিরাপত্তা, অধিকার ও অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে এসব উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেদনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিউইয়র্ক সিটির সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

সিলেট সদর সমিতির সেহরি বিতরণ

বাংলাদেশ ডেস্ক: প্রতি বছরের মতো এবছরও সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার উদ্যোগে শতাধিক অসহায় পরিবারের মধ্যে সেহরি বিতরণের কর্মসূচি সিলেট সদরের রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এক বিবৃতিতে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সভাপতি আর. সি টিটো এবং সাধারণ সম্পাদক রাজিব খান কর্মসূচি সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ভবিষ্যতেও এধরনের মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রবাসী আয়ে ধসের শঙ্কা

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি শুধু ভূ-রাজনীতিতেই বিরূপ প্রভাব ফেলেনি, লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি আকাশপথ, দীর্ঘ হচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের তালিকা। মধ্যপ্রাচ্য সংকটে টালমাটাল দেশের এভিয়েশন খাত, প্রবাসী কর্মীর জীবন, সামগ্রিক অর্থনীতি। কবে আবার সুস্থির হবে মধ্যপ্রাচ্য, সেই আশায় উন্মুখ লাখো মানুষ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই সংকটে হযরত শাহ-জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৪৭৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত এক লাখ ১০ হাজারের বেশি যাত্রী, যাঁদের অধিকাংশই প্রবাসী শ্রমিক। পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ধরনের ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে। এভিয়েশন খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যুদ্ধের প্রভাবে তাঁদের কার্যক্রম ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কমে গেছে। ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও এয়ারলাইনসগুলোর প্রশাসনিক ব্যয়, মেইনটেন্যান্স ও পার্কিং চার্জ থেমে নেই।

মধ্যপ্রাচ্যকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য গন্তব্যে পরিচালিত বৈশ্বিক এয়ার-লাইনসগুলোরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে অনেক বিমান সংস্থার ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রবাসকর্মীদের জন্য বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থাসহ সংকট মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

মিলিয়ে গেছে ছুটির আনন্দ : ঈদের ছুটিতে নাড়ির টানে বাড়ি ফিরেছেন অনেক প্রবাসী শ্রমিক। ভেবেছিলেন স্বজনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফিরবেন কর্মস্থলে। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই ফেরার পথ রুদ্ধ। আগেভাগে টিকিট কেটে রাখলেও ফ্লাইট বাতিলের কারণে তাঁরা এখন ঘরবন্দি। রুদ্ধ তাঁদের জীবিকার পথ। 'আমাদের ঈদ আনন্দ শেষ, কিন্তু কবে ফিরতে পারব জানি না।'ড়এমন আক্ষেপ প্রবাসীদের কণ্ঠে। দিন যত যাচ্ছে, বাড়ছে অনিলয়তা। নির্ধারিত সময়ে কাজে যোগ দিতে না পারলে অনেকেরই চাকরি হারানোর শঙ্কা রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী যাত্রী মো. জাহিদ হাসান বলেন, 'আমার ফ্লাইট ছিল ৫ মার্চ, তারপর বদলে হলো ৮ মার্চ, এর পর ১২ মার্চ নির্ধারণ করা হলেও সে সময় পার হয়ে গেছে। কবে যেতে পারব, এর ঠিক নেই। ওখানে চাকরি আছে, মালিক বারবার ফোন করছেন। কী করব, বুঝতে পারছি না। আমার সঞ্চিত টাকা শেষ। এখন খরচ চালাতেও কষ্ট হচ্ছে।' কুয়েতগামী যাত্রী আব্দুর রহিম বলেন, 'আমার ভিসার মেয়াদ আর পাঁচ দিন আছে। এই সময়ের মধ্যে যেতে না পারলে ভিসা বাতিল হয়ে যাবে। এক লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে ভিসা করেছি।' সৌদি আরবগামী যাত্রী আবুল কালাম বলেন, 'আমি ওমরাহ করতে যাচ্ছিলাম। পুরো প্যাকেজের টাকা দিয়েছি। কিন্তু ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ওমরাহ করতে পারছি না। ট্রাভেল এজেন্সি বলছে, ফ্লাইট চালু না হলে টাকা ফেরত দেবে না।'

মরুর দেশে নিঃস্ব ওমরাহযাত্রী : সীমিত বাজেটে ওমরাহ পালনে গিয়ে সৌদি আরবে অনেক হাজিও আটকে পড়েছেন। ফ্লাইটের ঠিক নেই। অনেকের অর্থ শেষ। কেউ কেউ পরিবার থেকে টাকা নিয়ে খরচ চালাচ্ছেন। আবার চেনাজানা কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চলছেন। মানবিক সংকটের অন্য এক করুণ চিত্র দেখা যাচ্ছে সৌদি আরবে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন থাকতে গিয়ে অনেকেরই পকেটের শেষ সম্বলটুকু ফুরিয়ে গেছে। বিদেশের মাটিতে অর্থকষ্টে পড়া এই হাজিদের দিন কাটছে চরম উৎকণ্ঠায়। কেউ দেশ থেকে ধার করে টাকা আনিয়ে খরচ মেটাচ্ছেন।

বাংলাদেশের জন্য দ্বৈত সংকট : বাংলাদেশের জন্য এই সংকট আরো গভীর। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ওমান-বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্য। সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রায় ৪৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক এই ছয়টি জিসিসি দেশে কর্মরত। প্রতিদিন গড়ে আড়াই থেকে তিন হাজার শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইটে যাত্রা করেন। কিন্তু আকাশপথ বন্ধের কারণে দাম্মাম, দোহা, দুবাই, আবুধাবি, শারজাহ ও কুয়েত রুটগুলো সম্পূর্ণ স্থগিত। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) হালনাগাদ তথ্য বলছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত টানা ১৭ দিনে মোট ৪৭৫টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। যদিও এই ১৭ দিনে সীমিত পরিসরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে, যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। হযরত শাহ-জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা জানান, গত ১৭ দিনে মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইটের ৫৫ শতাংশের বেশি ক্ষমতা হারিয়েছে দেশ। বিমানবন্দরে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ফিরতি ফ্লাইটের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টারে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার ৫০০-এর বেশি কল আসছে সহায়তার জন্য।

বিমান সংস্থা বিপদে : ইউনাইটেড লিংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সৌদিয়া এয়ারলাইনসের জিএসএ আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, 'প্রতিদিনই ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বহু যাত্রী গন্তব্যে যেতে পারছেন না। কাজ, ব্যবসা বা পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কথা ছিলড়এমন অনেকেই যেতে পারছেন না। আবার মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসায়ী ও পর্যটকরাও বাংলাদেশে আসতে পারছেন না। এর প্রভাব পড়েছে দেশের পর্যটন খাতেও। ঢাকার অনেক তারকা হোটেল প্রায় ফাঁকা। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম বলেন, 'বিমানের আয়ের অর্ধেকের বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় আমরা ব্যাপক সংকটে পড়েছি।' ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসও এই সংকটে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ইউএস-বাংলা এয়ার-লাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) মো. কামরুল ইসলাম জানান, 'আমাদের ফ্লাইটের বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যগামী। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমরা প্রায় ৬০ শতাংশ ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে ছোট এয়ারলাইনস হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এটি করোনা মহামারির মতো ভয়াবহ বিপর্যয় আমাদের সবার জন্য। সরকারের উচিত এভিয়েশন খাতকে বাঁচাতে জরুরি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা।' তিনি বলেন, 'এখন আমাদের মধ্যপ্রাচ্যনির্ভরতা কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবছি। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রুট খোলা, ফ্লিট বাড়ানো এবং কার্গো পরিবহনে জোর দেওয়ার পরিকড় গুনা করা হচ্ছে।'

বৈশ্বিক এভিয়েশন খাতে স্থবিরতা : বিশ্বব্যাপী এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, টার্কিশ এয়ারলাইনস, লুফথানসা, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মতো বড় ক্যারিয়ারগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রুট স্থগিত করেছে। ফলে ইউরোপ-এশিয়া রুটে ফ্লাইটগুলোকে দীর্ঘ পথে (আরব উপদ্বীপ বা ক্যাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিয়ে) যেতে হচ্ছে, যা জ্বালানি খরচ ২০-৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ফ্লাইট সময় তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা বাড়ছে। এয়ার কার্গো খাতেও বড় ধাক্কা লেগেছে। মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে যাওয়া কার্গো ট্রাফিক ২০ শতাংশ কমেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হচ্ছে, পণ্যের দাম বাড়ছে।

শ্রমবাজারে বড় ধাক্কার আশঙ্কা : দেশের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি খাত সংকুচিত হলে অর্থনীতিতে প্রভাব হবে ভয়াবহ। প্রবাস আয়ের প্রায় ৪৫ শতাংশ আসে জিসিসি দেশ থেকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় দুই হাজার ২০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯৯০ কোটি ডলার এসেছে জিসিসি দেশগুলো থেকে। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চরম চাপ তৈরি হবে। অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'এই যুদ্ধের প্রভাব দেশের শ্রমবাজার ও রেমিট্যান্সের ওপর সরাসরি ও বহুমুখী। যদি সংঘাত দীর্ঘ হয়, তাহলে অনেক দেশ বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ স্থগিত করতে পারে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও শিল্পে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। এর প্রভাব পড়বে মূল্যস্ফীতিতে, যা এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তিনি বলেন, 'রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই খাতে ধস নামলে পুরো অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়তে পারে। আমদানি ব্যয় মেটানো কঠিন হবে, ডলারের দাম আরো বাড়বে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। সরকারের এখনই জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।' এভিয়েশন বিশ্লেষক এ টি এম নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই যুদ্ধের ফলে এভিয়েশন খাতে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা কভিড-১৯ মহামারির চেয়েও বড় ধাক্কা। মহামারির সময় মানুষ বাড়িতে ছিল বলে স্বাস্থ্যঝুঁকি ছিল, কিন্তু আকাশপথ খোলা ছিল। এখন আকাশপথই বন্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথ বন্ধ থাকায় শুধু যাত্রী পরিবহন নয়, পুরো গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন ও পর্যটন খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশে প্রবাসী শ্রমিকদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়বে। সরকার ও এয়ার-লাইনসগুলোকে এখনই বিকল্পে রুট ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকড় গুনা নিয়ে এগোতে হবে, না হলে ক্ষতি অপূরণীয় হয়ে যাবে।'

আকাশপথ খোলার অনিলয়তা : কয়েকটি এয়ারলাইনস সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালু করলেও আকাশপথের অ-নিরাপত্তা ও মাঝে মাঝে বন্ধের কারণে তা অস্থির। বিশেষ"রা বলছেন, বিকল্পে রুট (যেমন তুরস্ক বা অন্যান্য দেশ দিয়ে) খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু খরচ অনেক বেশি। ইরান, ইরাক, কুয়েত, ইসরায়েল, বাহরাইন, কাতার, সিরিয়ার আকাশপথ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের আকাশপথ আংশিক সীমিত। বিশেষ"দের মতে, এই সংকট কমপক্ষে চার-পাঁচ মাস চলতে পারে। যুদ্ধ বন্ধ হলেও আকাশপথ পুরোপুরি চালু হতে আরো সময় লাগবে। কারণ বিমানবন্দর ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম পুনরায় চালু করতে হবে, নিরাপত্তা নিলত করতে হবে। অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, 'আমাদের এখনই দীর্ঘমেয়াদি পরিকড়গুনা নিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি করতে হবে। বিকল্পে জ্বালানি উৎস খুঁজতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে এ রকম প্রতিটি সংকটে আমরা হিমশিম খাব।' আটকে পড়া যাত্রীদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার দাবি উঠেছে। ইউনাইটেড লিংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সৌদিয়া এয়ারলাইনসের জিএসএ আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, 'ওমরাহ পালন করতে গিয়ে সৌদি আরবে আটকে পড়া অনেক হাজি আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাঁদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ফ্লাইট চালুর জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস ও এমিরেটস দুবাই থেকে কিছু ফ্লাইট পরিচালনা করে আটকে পড়া বেশ কয়েকজন যাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভোগান্তি আরো বাড়তে পারে।'

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর ইফতার মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই মাহফিলে সংগঠনের কর্মকর্তা সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সপরিবারে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং ইফতার গ্রহণের পূর্বে বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। মাহফিলে যোগাদানকারী প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীরা নিজেদের মধ্যকার ঐক্য এবং সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের মধ্যে সংগঠনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, চিত্র নায়ক অমিত হাসান, উপদেষ্টা খন্দকার আশেক শামীম, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধরণ সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সঙ্গীত শিক্ষক মতিউর রহমান, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হক, ফরিদ খান ও আব্দুল হাকিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা ও মোহাম্মদ শরীফ শিকদার সহ সুলতান কবীর বোখারী, তৌফিকুর রহমান, কাজী খালিদ মিঠু, আব্দুর রব, সামিনা খন্দকার, সানোয়ার হোসেন, ইমরান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও টাঙ্গাইলবাসীদের স্বাগত জানান, সংগঠনের সভাপতি আরীফ বিন আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক শামীম মিয়া সহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা।

‘ভালো’ ঈদ উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলো

(শেষ পাতার পর)

সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। সাথে ছিলেন সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমানি উইনিলয়ামস, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশারসহ বিভিন্ন কমিউনিটি নেতারা।আয়োজকরা জানান, ঈদকে সামনে রেখে কমিউনিটির দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় এক হাজার মানুষের জন্য খাদ্য প্যাকেজ প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যে ছিল সেমাই, চাল, ডাল, তেল, চিনি, মসলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, রমজান মাস মানুষকে সহমর্মিতা, সহানুভূতি এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন, “র-মজান আমাদের শেখায় কীভাবে আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারি। নিউইয়র্ক সিটিতে এমন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে যারা নীরবে মানুষের পাশে কাজ করে যাচ্ছে। ‘ভালো’ সেই সংগঠনগুলোর একটি।তিনি আরও বলেন, শহরের অনেক পরিবার এখনো খাদ্য সংকটে ভুগছে। এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ তাদের জন্য বড় সহায়তা। মেয়রের মতে, কমিউনিটির সংগঠনগুলো যদি একসঙ্গে এগিয়ে আসে, তাহলে অনেক মানুষের জীবনেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার বলেন, ঈদ মুসলমানদের জন্য আনন্দের উৎসব। আর সেই আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করার মধ্যেই উৎসবের প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত। তিনি বলেন, “ঈদ মানেই আনন্দ। ‘ভালো’ যে কাজটি করছে, সেটি মূলত মানুষের মধ্যে সেই আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। তারা মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।” আয়োজকরা জানান, এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া স্বেচ্ছাসেবীরা কয়েকদিন ধরে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ, প্যাকেট তৈরি এবং বিতরণের কাজ করেছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী, দাতা ও কমিউনিটির সদস্যদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।খাদ্য সহায়তা নিতে আসা তাহমিনা আক্তার জানান, ঈদের আগে এই সহায়তা তাদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে। তিনি আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রবাসে বসবাসরত মানুষের জন্য এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু প্রয়োজনীয় সহায়তাই দেয় না, বরং কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও সহমর্মিতার বন্ধনও আরও দৃঢ় করে।সিটিবাসীরা আশা প্রকাশ করেন, ভালো সংগঠনের প্রধান নির্বাহী শাহরিয়ার রহমানের নেতৃত্বে ভবিষ্যতেও কমিউনিটির মানুষের জন্য এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

অসহায়দের পাশে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

(শেষ পাতার পর)

কঠিন বাস্তবতায় অনেকেই অনিয়মিত আয়, কর্মসংস্থানের অভাব কিংবা বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত– ফলে ঈদের আনন্দ অনেক পরিবারের জন্য হয়ে ওঠে উদ্বেগের কারণ।

এই প্রেক্ষাপটে জেএমসি জানিয়েছে, আর্থিক সংকটে থাকা ব্যক্তি ও পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে তারা প্রস্তুত। প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী কিংবা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, আমেরিকার মতো দেশে থেকেও অনেক মানুষ আর্থিক কষ্টে জীবনযাপন করেন। ঈদের সময় এই কষ্ট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কোনো পরিবার যেন শুধুমাত্র অভাবের কারণে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়–এটাই আমাদের লক্ষ্য।

তিনি জানান, সহায়তার ধরন নির্ভর করবে প্রাপকের প্রয়োজনের ওপর। কেউ খাদ্য সহায়তা পাবেন, আবার কেউ পেতে পারেন আর্থিক সহায়তা।

এ উদ্যোগ সফল করতে সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে জেএমসি। আগ্রহীরা সংগঠনের মাধ্যমে অনুদান দিতে পারবেন, যা স্বচ্ছতার সঙ্গে অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া ঈদুল ফিতরের ফিতরা সংগ্রহ কার্যক্রমও শুরু করেছে সংগঠনটি। চলতি বছর সর্বনিম্ন ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ ডলার, যা ঈদের দিন পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে এই অর্থ অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

যদিও বৃহৎ পরিসরে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে, তবে তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবুও সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই যত বেশি সম্ভব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেএমসি।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিপদ বেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যতটুকু ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে তা অনেক বেশি। ত্রুটিপূর্ণ মডেলিংয়ের কারণে এতদিন সমুদ্রের উচ্চতাকে কম করে পরিমাপ করা হয়েছে বলে নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বৈশ্বিক গড় উচ্চতা ধারণার চেয়ে ৩০ সেন্টিমিটার বেশি। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এই উচ্চতা ১৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেশি হতে পারে, যা বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশগুলোর জন্য বড় উদ্বেগের কারণ। খবর : দ্য গার্ডিয়ানের। নেদারল্যান্ডসের ওয়াগেনিনজেন ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. ফিলিপ মিন্ডারহাউড ও পিএইচডি গবেষক ক্যাথারিনা সিগারের এই গবেষণাটি সম্প্রতি বিজ্ঞান সাময়িকী নেচারে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত ৩৮৫টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিশ্লেষণ করে এই গরমিল পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের সরাসরি উচ্চতা মাপা হয়নি। পরিবর্তে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য 'গ্লোবাল জিওয়েড মডেল' ব্যবহার করা হয়েছে। এই মডেলটি মূলত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও আবর্তনের ওপর ভিত্তি করে সমুদ্রপৃষ্ঠের একটি আনুমানিক উচ্চতা দেয়। কিন্তু ড. মিন্ডারহাউড বলেন, 'বাস্তবে সমুদ্রের উচ্চতা শুধু মাধ্যাকর্ষণের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের স্রোত, পানির তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জড়িত।' এই বিষয়গুলো বিবেচনায় না নেওয়ায় সমুদ্রের উচ্চতা গড়ে ২৪ থেকে ২৭ সেন্টিমিটার কম দেখানো হয়েছে। কোথাও কোথাও এই পার্থক্যের পরিমাণ ৫৫০ থেকে ৭৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক প্যানেল (আইপিসিসি) আগে জানিয়েছিল, ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২৮ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার বাড়তে পারে। কিন্তু নতুন এই তথ্য সেই হিসাবকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, যদি সমুদ্রের বর্তমান উচ্চতা ধারণার চেয়ে বেশি হয়, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উপকূলীয় শহর ও দ্বীপগুলো আগের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক দ্রুত তলিয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই নতুন তথ্যে চরম ঝুঁকির মুখে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি সত্যিই ১৫০ সেন্টিমিটার বেশি হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় নিচু এলাকাগুলো জনশূন্য হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। গবেষকরা এখন বিশ্বজুড়ে উপকূলীয় ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যবহৃত পদ্ধতির পুনর্মূল্যায়ন এবং নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে জলবায়ু নীতিমালা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন।

যুদ্ধের নেপথ্য সমীকরণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বের সবাই না হলেও বেশির ভাগ মানুষই চায়, ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব শেষ হোক। কিন্তু কোন শর্তে? এই যুদ্ধ ঘিরে একেকটি দেশের একেক রকম অবস্থান রয়েছে। ফলে যুদ্ধের কিভাবে অবসান হবে, তা নিয়ে তাদের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলো কিছুটা অস্পষ্ট। কখনো তাঁকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল সীমিত করার পক্ষে, কখনো যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সব দাবি মেনে নেওয়ার চাপে, আবার কখনো ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটানোর অবস্থানে দোদুল্যমান দেখা গেছে।

ইরান : ইরান চায় যুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব থামুক, তবে যেকোনো মূল্যে নয়। অর্থাৎ ওয়াশিংটনের সব দাবি মেনে নিয়ে নয়। তারা জানে, এই যুদ্ধে ট্রাম্পের চেয়ে বেশি সময় টিকে থাকার মতো 'কৌশলগত ধৈর্য' সম্ভবত তাদের আছে; তার ওপর ভৌগোলিক অবস্থানও তাদের অনুকূলে।

ইসরায়েল : যুদ্ধে জড়িত তিনটি দেশভুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে ইসরায়েলিদের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করার তাড়া সবচেয়ে কম মনে হচ্ছে। তারা ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইলের মজুদ, গুদাম, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, রাডার স্টেশন এবং আইআরজিসি ঘাঁটিগুলো যতটা সম্ভব ধ্বংস হতে দেখতে চায়।

উপসাগরীয় দেশগুলো : সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত এবং ওমানএই আরব দেশগুলো ভেবেছিল তারা সমুদ্রের ওপারের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সমর্থন না জানানো সত্ত্বেও তারা ইরানের ড্রোন ও মিসাইল হামলার শিকার হচ্ছে, এতে তারা ক্ষুব্ধ। সূত্র : আলজাজিরা

Darus Salaam Masjid

148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435.
718-558-6111, 347-593-1591, 917-428-1519

Eid Mubarak

Holy Eid-ul-Fitr 2026
পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০২৬

Four Jamaats (Congregations) will be held in the beautiful environment of Darus Salaam Masjid on the occasion of holy Eid-ul-Fitr.

Fitra $15 /Person

All Muslim Brothers & Sisters are cordially invited.

Place: Darus Salaam Masjid
148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

Date: 19 or 20 March, 2026 (Thursday or Friday)
(Subject to moon sighting)

Eid Jamaat Time / ঈদ জামাতের সময়সূচি

1st Jamaat : 7:30 am
2nd Jamaat: 8:30 am
3rd Jamaat : 9:30 am
4th Jamaat : 10:30 am

Special arrangement for the ladies in the 2nd, 3rd & 4th Jamaat.

Eid Mubarak

FATEMA BROTHERS GROUP

FOR THE COMMUNITY FROM THE COMMUNITY • SERVING THE COMMUNITY SINCE 1990

SHAD
FATEMA BROTHERS INC
প্রবাসে দেশের স্বাদ

গ্রোসারী জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
FATEMA GROCERY
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থলি
সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

Al Hamra COLLECTION
For All Your
Lifestyle Needs

Hillside Fabric Plaza
Trusted Name For All
Your Fabric Needs

STAR CARE PHARMACY
175-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
• Specialty Pharmacy
• Free Delivery • Open 7 Days

Air Ticket,
Hajj | Umrah Package &
Much More

May the spirit of Eid fill your home with warmth, your heart with love, and your life with laughter and joy.

ঈদের এই আনন্দক্ষণ দেখা দিক
নতুন সম্ভাবনার প্রতিটি পদক্ষেপে।

সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের
আন্তরিক শুভেচ্ছা

Mohammed Islam Delwar
Community Organizer/Activist

Member
Community Board #8

General Secretary
Jamaica Muslim Center. New York

Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc. New York

Vice-President
Jamaica Hill Community Association (JHCA)

Board of Trustee Member
Bangladesh Society Inc

Founding Directior
U.S. Bangladesh Chamber Of Commerce And Industry

President
American Bangladeshi Business Allince.

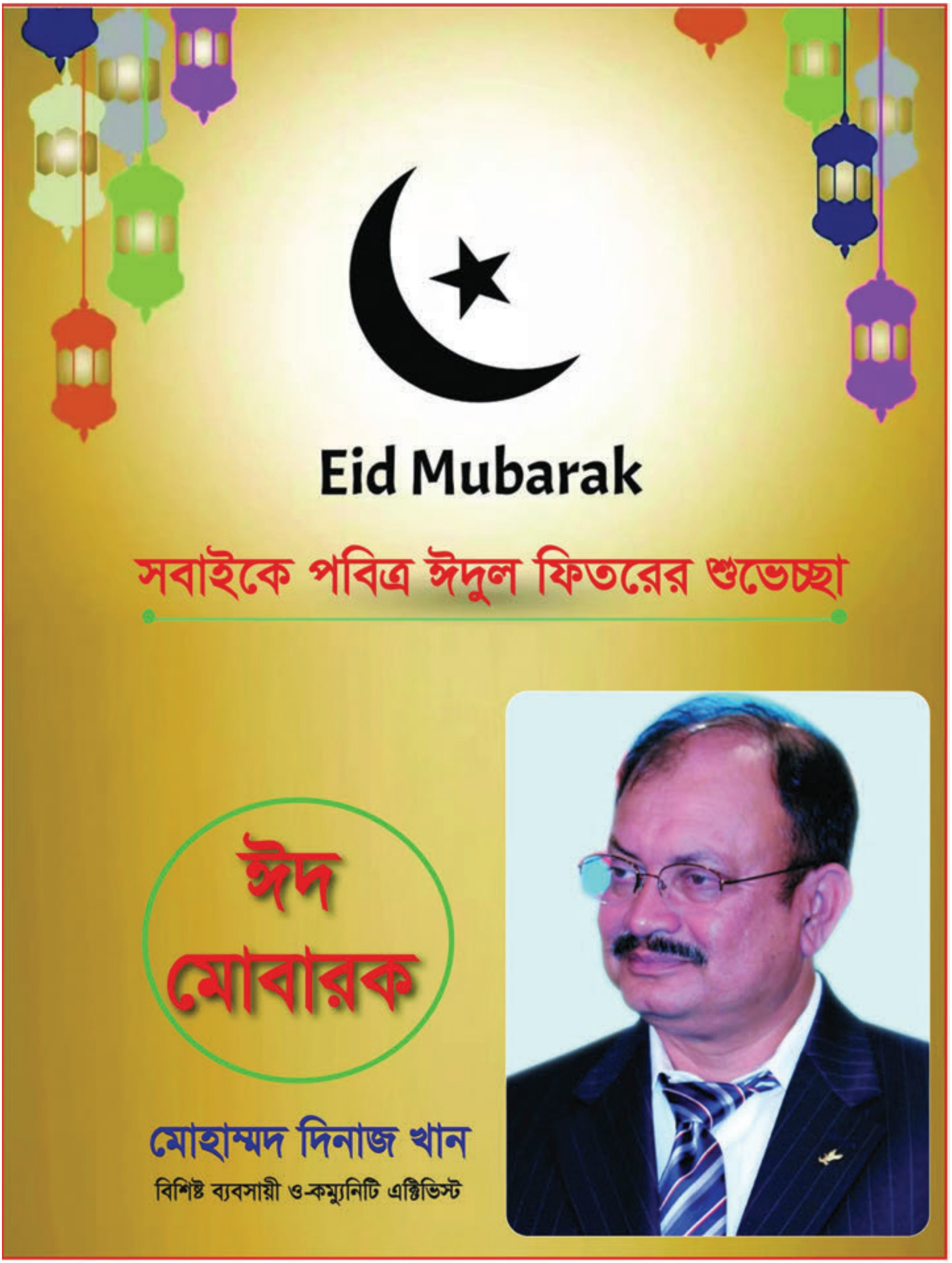
Eid Mubarak
সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা
ঈদ
মোবারক
মোহাম্মদ দিনাজ খান
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও-কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট

Eid Mubarak
Holy Eid-Ul-Fitr
Date : 20 March, Friday 2025
ঈদ মোবারক
ঈদ মোবারক
Eid Prayer
1St Jamah :8.15 AM
2nd Jamah: 9.15 AM
পবিত্র ঈদুল ফিতর
২০ মার্চ, শুক্রবার ২০২৬
প্রথম জামাত : সকাল ৮.১৫ মিনিট
দ্বিতীয় জামাত : সকাল ৯.১৫ মিনিট
মহিলাদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা আছে
আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত
MCJ
MASJID AR RAYAAN
196-43 Foothill Ave
Holliswood, NY 11423
www.munacjny.org
718-627-4625

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

মেডোব্রুক মর্টগেজ

(শেষ পাতার পর)

১২ মার্চ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সিরাজি পার্টি হলে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল মোজেজা আশরাফ মোনালিসা। সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন মেডোব্রুক মর্ডগেজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকিব হোসাইন। এ সময় তিনি আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এ ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, মেডোব্রুকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, রিয়েলেটর, মর্টগেজ কোম্পানির প্রতিনিধি, সেলস ও বায়িং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এবারের আয়োজনে বাংলাদেশ থেকে বিশেষভাবে যোগ দেন আকিব হোসাইনের বাবা-মা, যা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। অতিথিরা তাদের উপস্থিতিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং আয়োজকদের এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

জেবিবিএ

(শেষ পাতার পর)

সংগঠনটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হলেও কার্যত দুটি অংশ সক্রিয় রয়েছে। এর একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গিয়াস আহমেদ ও তারেক হাসান খান; যার প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি লিডার শাহ নেওয়াজ। অন্য অংশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হারুন ভূঁইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান। গত ১২ মার্চ স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে বিভক্ত জেবিবিএ'র এই দুই অংশ যৌথভাবে ঐক্যের বার্তা নিয়ে ইফতার পার্টির আয়োজন করে। জ্যাকসন হাইটস এলাকার অধিকাংশ বাংলাদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক এতে অংশ নেন। ধর্মীয় ইফতার অনুষ্ঠান হলেও পুরো আয়োজন ছিল উৎসবমুখর। কুশল বিনিময়, বক্তৃতা, নির্বাচনী প্রচারণা, মাহফিল ও দোয়া– সবকিছুই অনুষ্ঠিত হয় এই ইফতার মাহফিলে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রভাবশালী কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা এবং স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান। ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান এবং কামরুজ্জামান কামরুল। দোয়া পরিচালনা করেন ইসলামী টিভির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– আব্দুর রহিম হাওলাদার, আসেফ বারী টুটুল, লায়ন রকি আলিয়ান, রানো আমেনা নেওয়াজ, নাঈমা খান, হারুন ভূঁইয়া, জেএফএম রাসেল, মহিউদ্দীন দেওয়ান, কামরুজ্জামান কামরুল, শামসুল হক, হাসান জিলানী, নুরুল আজিম, আবু জুবায়ের দারা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, মশিউর রহমান মজুমদার, মাসুদ রানা তপন, আহমেদ সোহেল, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, মফিজুর রহমান, সারোয়ার হোসেন বাবু, আব্দুস সোবহান, এমএন হায়দার মুকুট, রেজোয়ানা রাজ্জাক সেতু, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, বাদশা মিয়া, জাসির কবির এবং ডা. বর্ণালী হাসান।

অলকাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ

(শেষ পাতার পর)

বুধবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গ্রাহক ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের সম্মানে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আব্দুল কাদের, সিআইপির আমন্ত্রণে কমিউনিটির শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা এ ইফতারে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূলধারার নেতা নেতা গিয়াস আহমেদ, ইমাম কাজী কায়্যুম, বাপার সাবেক প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী আজম, শাহ শহিদুল হক, তারেক হাসান, কামরুল ইসলাম সনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতারের আগে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও মুহাম্মদ কাদের, সিআইপি জানান, অল অলকাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রপের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলঅল কাউন্টি হোম কেয়ার, অলকাউন্টি অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার, নবান্ন রেস্টুরেন্ট, নবান্ন সুপার মার্কেট, বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়ন ও অল কাউন্টি মেডিকেল ট্রেনিং স্কুল।

মার্চের স্মৃতিতে শিব্বীর আহমেদের দেশাত্মবোধক গান

নিউইয়র্ক: ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চকে কেন্দ্র করে লেখক ও সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ সম্প্রতি পাঁচটি দেশাত্মবোধক গান ইউটিউবে প্রকাশ করেছেন। এই গানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির পিতার নেতৃত্ব এবং বাঙালির সাহসিকতার গল্পকে সঙ্গীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিব্বীর আহমেদ জানান, এই গানগুলোর উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে ১৯৭১ সালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা এবং স্বাধীনতার চেতনাকে জীবন্ত রাখা। তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, বরং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও প্রেরণার উৎস। তাই এই গানগুলোতে সেই সময়কার দৃশ্যাবলী, সংগ্রাম ও দেশের প্রতি ভালোবাসা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"

প্রকাশিত পাঁচটি গান হলো, "আমার জন্য কেঁদোনা বাংলাদেশ", "বজ্রকণ্ঠের তর্জনী", "হৃদয়ে অমর বঙ্গবন্ধু", "রক্তে কেনা স্বাধীনতা" এবং "জয় বাংলা বাংলাদেশের প্রাণ"। প্রতিটি গানই মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে রচিত। "আমার জন্য কেঁদোনা বাংলাদেশ" দেশপ্রেমিকদের জন্য উৎসর্গ। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা দেশের শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অর্থনীতি ও সামাজিক অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গানটি সেই ভয়াবহ মুহূর্ত এবং বাঙালির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্বপ্নকে আবেগময়ভাবে তুলে ধরে। সবগুলো গান ইউটিউবের এই লিংকে পাওয়া যাবে: https://www.youtube.com/@TrishnarGaan

অমর একুশে বইমেলায় সুফিয়ান চৌধুরীর দুটি বই প্রকাশ

ঢাকা: বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে কবি এডভোকেট সুফিয়ান আহমদ চৌধুরীর দুটি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে।এর মধ্যে গল্পগ্রন্থ 'চাঁদের হাটের মেলা' প্রকাশ করেছে দর্পণ প্রকাশ এবং কবিতার বই 'রোদেলা স্বপ্ন'প্রকাশ করেছে ভাস্কর প্রকাশনী।

নাইজেরিয়ায় বোমা হামলায় নিহত ২৩

বাংলাদেশ ডেস্ক : নাইজেরিয়ার বিদ্রোহকবলিত বর্নো রাজ্যে একাধিক সন্দেহভাজন আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ২৩ জন নিহত ও ১০৮ জন আহত হয়েছে। সোমবার রাতে রাজ্যটির পুলিশ কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্নোর রাজধানী মাইদুগুরিতে এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে। বর্নো ১৭ বছর ধরে নাইজেরিয়ার ইসলামপন্থি বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে আছে আর তাতে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সোমবার দুই নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও মাইদুগুরির তিন বাসিন্দা রয়টার্সকে জানান, শহরের কেন্দ্রস্থলে এক পোস্ট অফিসে প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে, এর পরপরই নিকটবর্তী জনপ্রিয় সোমবারের বাজারে আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর সন্ধ্যার আগে মাইদুগুরি টিচিং হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় আরেকটি এবং পূর্বাংশের কেলেরি এলাকায় আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার	পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড	মগ
ক্যালেন্ডার	ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন	লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার	আইডি কার্ড
মেনু	টি-শার্ট
পত্রিকা এড	রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড	ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার	লেমিনেশন
ক্রেস্ট	ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক ২৪ এপ্রিল শুক্রবার

(শেষ পাতার পর)

উপদেষ্টাগণ। গত ১৬ মার্চ সোমবার সিটির জ্যাকসন হাইটসে ক্লাবের নিজস্ব কার্যালয়ে কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে উপস্থিত সকলে ইফতারে মিলিত হন। খবর ইউএনএ'র।

সভার প্রথম পর্যায়ে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের কার্যকরী সদস্য ও সাবেক সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম। এসময় ক্লাবের চলমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ক্লাবের নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি ক্লাব সদসদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আরো জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ইফতারের সময় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ। দোয়ায় বিশেষ করে ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক অসুস্থ মনজুর আহমদ-এর সুস্থ্যতা এবং মরহুম ফাজলে রশীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়

ইফতারের পর সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। এসময় তিনি ক্লাবের সার্বিক পরিস্থিতি ও আগামী দিনের কতিপয় পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান আগামী ২৪ এপ্রিল শুক্রবার, শুক্রবার উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে ক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

সভায় ক্লাবের উপদেষ্টা যথাক্রমে মাঈনুদ্দীন নাসের, আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, তাসের মাহমুদ ও এবিএম সালেউদ্দিন, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান সহ সহ সাধারণ সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান এবং কার্যকরী সদস্য রওশন হক উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ক্লাব কর্মকর্তাদের বিশেষ আমন্ত্রণে সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও শিবলী চৌধুরী কায়েস এবং সদস্য মোজাম্মেল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৬ মাসের জন্য ট্যাক্স লিয়েন বিক্রি স্থগিত নিউইয়র্কে

(শেষ পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত বাড়ির মালিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং অনেকেই বাড়ি হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। এ কারণে বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, ল্যান্ডব্যাংক ব্যবস্থার ব্যবহার এবং উত্তরাধিকারীদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

আবাসন অধিকারকর্মীরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। গত তিন দশক ধরে নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্স লিয়েন বিক্রি চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় বকেয়া করের বিল বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না হলে বাড়ি নিলামে তোলা হয়।

যুদ্ধ নয়, মানবতার জয়গানে মুখরিত হোক বিশ্ব

(৪ পাতার পর)

কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তারা আন্তরিকভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করে। বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নারী বিজ্ঞানী রয়েছে ইরানে। ইরান চাইছে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হোক। কারণ আক্রমণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইরানি জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং ইরান সরকার যেভাবে মার্কিন ও ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে চলেছে তা অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরান আক্রমণের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে জ্বালানি তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে, যেমনটি হয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধের পর। ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বে প্রতিদিন যে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়, তার ২০ শতাংশ হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে যায়। যুদ্ধের আগেও ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ছিল ৬৫ মার্কিন ডলার। এখন তা ট্রিপল ডিজিট অতিক্রম করেছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বলেছে, ইরান যুদ্ধ যদি ৬ মাস স্থায়ী হয়, তাহলে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৫০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। আর যদি এক বছর স্থায়ী হয়, তাহলে ব্যারেলপ্রতি অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ২০০ ডলার অতিক্রম করতে পারে।

ইরান যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইরান আশপাশের মুসলিম দেশেও আক্রমণ চালিয়েছে। কাজেই এসব দেশও তাদের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আরব দেশগুলোও একসময় যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমেরিকার ওপর চাপ প্রয়োগ করবে। তারা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রকে বলবে, ইরানি জনগণ যেহেতু এখনো ঐক্যবদ্ধ রয়েছে, কাজেই ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধ কখনোই শান্তি বয়ে আনতে পারে না। যুদ্ধ শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। শত্রুভাবাপন্ন এক বা একাধিক দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে শান্তি খুঁজে নিতে হয়। তাই ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাকে যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে। আর বিভিন্ন দেশে যেসব মানবাধিকার সংগঠন রয়েছে, তারাও নিজ নিজ সরকারের ওপর যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যুদ্ধ নয়, আলোচনার টেবিলেই সমস্যার সমাধান হোক। বিশ্বের অগণিত মানুষ এ যুদ্ধের অবসান চায়। কারণ যুদ্ধ ধ্বংস ডেকে আনে; ধ্বংস হয় সম্পদ, মানুষ ও সভ্যতা। তাই বিশ্ব বিবেক আজ জাগ্রত হয়েছে। এ সুন্দর পৃথিবীর ধ্বংস কেউ কামনা করে না। মানবতার জয়গানে মুখরিত হোক এই ধরণি।

প্রফেসর ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

১৫ বছরে দেশের ২১ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি

ঢাকা : অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে ডিজিটাল জালিয়াতি ও বৈশ্বিক প্রতারণা মোকাবিলায় সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সোমবার (১৬ মার্চ) 'গ্লোবাল ফ্রড রেসপন্স মেকানিজম' শীর্ষক এই সম্মেলনে প্যানেলিস্ট হিসেবে দেওয়া বক্তব্যে তিনি জানান, ২০০৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ডিজিটাল স্ক্যাম, এমএলএম পঞ্জি স্কিম এবং করপোরেট দুর্নীতির কারণে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নীতিনির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানেরা অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে এমটিএফই এবং বিভিন্ন বিতর্কিত ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিলিয়ন টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে ডিজিটাল জালিয়াতি ও বৈশ্বিক প্রতারণা মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত প্রযুক্তিগত সমাধানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

জেবিএ'র ইফতার মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

আয়োজন করেছিল ইফতার ও দোয়া মাহফিলের।

কুইন্সের আগ্রা পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শাহ নেওয়াজ। সঞ্চালনায় ছিলেন উপদেষ্টা আহসান হাবিব ও সাধারন সম্পাদক রাব্বি সৈয়দ। অনুষ্ঠানকে সফল করতে আহবায়ক কমিটিতে ছিলেন কনভেনর ডিউক খান, মেম্বার সেক্রেটারি রিফাত জামাল, প্রধান সমন্বয়ক আনজাম সিদ্দিকী ও আতিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব দেন আহসান হাবিব। রাব্বি সৈয়দ সংগঠনের কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আলী, রানো নেওয়াজ, নাসির খান পল, ফকরুল আলম, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, আশিকুর রহমান, তপন চৌধুরী, মনোয়ার পাঠান, শাহ শহিদুল হক, আবু জুবায়ের দারা, ইঞ্জিনিয়ার সাদেকুর রহমান, হাসান জিলানী, এনায়েত মুন্সী, জে মোল্লা সানী, এএফএম জামান, নওশাদ হোসেন ও অনিক রাজ। ইফতার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা শহীদুল্লাহ।

ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিনে বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার

(শেষ পাতার পর)

গত ১১ মার্চ বুধবার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে এবং গত ১৩ মার্চ শুক্রবার ব্রুকলিনের একটি রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ বছর মোট চারটি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে বাংলাদেশ সোসাইটি। এর আগে ১ মার্চ রোববার নিউইয়র্কের উডহ্যাভেনের জয়া হলে প্রথম এবং ৯ মার্চ সোমবার জ্যামাইকায় ইকরা পার্টি হলে দ্বিতীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এসব ইফতার মাহফিলে যোগ দেন।

এদিকে ১১ মার্চ বুধবার ব্রঙ্কসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- কমিউনিটি লিডার আব্দুস শহীদ, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ সোহাগ, রোকন হাকিম প্রমুখ। ১৩ মার্চ শুক্রবার ব্রুকলিনের একটি রেস্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে চতুর্থ ও শেষ ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ট্রাস্টি নাঈম টুটুল ও কাজী আজম, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, কমিউনিটি লিডার শামসুদ্দিন আজাদ, জসিম ভূঁইয়া, আখতার হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার মাহফিলের সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন- সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ-সভাপতি মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, কার্যকরী সদস্য হারুন উর রশীদ, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মো. সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী মনসুর আহমেদ ও হাসান খান।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে স্কুল জোনে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি ১৫ মাইল

(শেষ পাতার পর)

'গাড়ির গতিবেগ যত কমবে ততই বাঁচবে মানুষের জীবন' এবং এটাই আমার প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, বলেন মামদানি। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোর (ম্যানহাটান, কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড) ২৩০০ স্কুল জোনের মধ্যে ৭০০ জোনেই গাড়ি চালানোর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২০ মাইল করে। নয়া নির্দেশার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মাইল গতিবেগের আওতায় এলো ৮০০ জোন।

ডিওটি সূত্র বলেছে, এখন মোট ১ হাজার ৩০০ স্কুলের আশপাশে ১৫ মাইলের অধিক বেগে গাড়ি চালালেই মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে গাড়িচালককে। জরিমানার বিধি কার্যকর করতে ইতোমধ্যেই স্কুল জোনে ২৪০০ স্পিড ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া থাকবে ট্রাফিক-পুলিশের দল। তবে এ নির্দেশ কার্যকরী হওয়ার আগে জনমত সংগ্রহ করা হবে ৬০ দিনের মধ্যে। ডিওটি সূত্রে আরও জানা গেছে, ১৫ মাইল বেগের গাড়ির ধাক্কায় যত মানুষের প্রাণ ঝরে, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি মারা যায় ২৫ মাইল বেগে চালানো গাড়িতে। মেয়র মামদানি উল্লেখ করেন, নিউইয়র্ক সিটিতে ৩২০০ পাবলিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ২৩০০ স্কুল জোনে ঘণ্টায় ১৫ মাইলের গতিবেগ কার্যকরী হবে পর্যায়ক্রমে। এ বছরের মধ্যে মোট ১৩০০ স্কুল জোনের গতিবেগ কমিয়ে ১৫ মাইলে আসবে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

(শেষ পাতার পর)

বিষয়ক কমিশনের ৭০তম অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা এবং ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন সূচকের লক্ষ্য এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের পূর্ণ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি উল্লেখ করেন, পরিচয় বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচার উন্মুক্ত হতে হবে, যাতে তারা নির্ভয়ে ও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আইনি সুরক্ষা লাভ করতে পারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানগুলোতে বাংলাদেশি নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ড. রহমান আরও উল্লেখ করেন, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত এবং ডিজিটাল বিভাজন নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যা বিশেষভাবে গ্রামীণ ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের নারীদের উপর প্রভাব ফেলে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণ এবং মানবপাচার প্রতিরোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করছে। উল্লেখ্য, নারীর অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশন ২০২৬ সালের ৯১৯ মার্চ নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা সকল নারী ও কন্যাশিশুর জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বৈষম্যমূলক আইনসমূহ বাতিলকরণ এবং কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিলে যাত্রীরা বিপাকে

(শেষ পাতার পর)

টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে তিন থেকে চারগুণ। টিকিটের এই অগ্নিমূল্যের কারণে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে যাত্রীদের, বেড়েছে ভোগান্তিও। মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, ইতিহাদ, সৌদি, কুয়েত এয়ারওয়েজ, এয়ার এরাবিয়া, ফ্লাই দুবাই, গালফ এয়ার, জর্ডান এভিয়েশন, ওমান এয়ার এবং মিডল ইস্ট এয়ারলাইন্স বেশ পরিচিত। এই বিমান সংস্থাগুলো আধুনিক বহর ও উচ্চমানের পরিষেবার জন্য পরিচিত, যা আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সংযোগ স্থাপন করে। আমেরিকা-ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। তারপর থেকেই ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশি যাত্রীদের ওপর। তথ্য অনুসারে, যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত মোট বাতিলকৃত ফ্লাইটের সংখ্যা ৫৫৭। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে চারটি রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফ্লাইট স্থগিত করেছে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সও। এমন সিদ্ধান্তে ভোগান্তি আরও বড় আকার ধারণ করেছে বাংলাদেশি যাত্রীদের জন্য।

আকাশপথে ভ্রমণকারীরা যখন মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে চিন্তিত-বিপর্যস্ত, তখনই তাদের ঘাড়ে কয়েকগুণ বেশি ভাড়া চাপিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি। অভিযোগ রয়েছে, কৃত্রিম সংকট ও সিন্ডিকেট করে অনেক ট্রাভেল এজেন্সি 'গ্রুপ বুকিং'-এর নামে টিকিট ব্লক করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে, যা দাম বাড়ার প্রধান কারণ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, থাই এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল বাড়তি জ্বালানি ব্যয়ের চাপ সামাল দিতে বিমানের টিকিটের দাম ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াবে। থাইল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ব্যাংকক পোস্টের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সেখানে থাই এয়ারওয়েজের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা চেরডচোম থেতসাথিরাসাক জানান, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে ভ্রমণ পরিকল্পনা সরিয়ে নেওয়া যাত্রীদের কারণে 'অতিরিক্ত' চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। চলতি মাসে ইউরোপগামী অধিকাংশ ফ্লাইটে আসনের প্রায় ৯০ শতাংশই পূর্ণ ছিল। এর অর্থ, প্রায় সব ফ্লাইটই ভরা অবস্থায় উড়ছে। তিনি আরও বলেন, তেলের দাম যদি আরও বাড়তে থাকে, তাহলে সংস্থাটির জ্বালানি সারচার্জও আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। যাত্রীদের উদ্দেশে তিনি সতর্ক করে বলেন, যারা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের যত দ্রুত সম্ভব টিকিট কেটে রাখা উচিত। কারণ, সামনে ভাড়া আরও বাড়তে পারে। শুধু থাই এয়ারওয়েজ নয়, একইভাবে টার্কিশ এয়ারওয়েজ, মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর এয়ারওয়েজসহ বিভিন্ন ফ্লাইট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তাদের টিকিটের দাম বাড়িয়েছে এবং অনেকে বাড়াবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দুই সপ্তাহে ইউরোপের রুটসহ অন্যান্য গন্তব্যের টিকিট অত্যন্ত সীমিত হয়ে যাবে এবং দাম বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে অনেক বিমান সংস্থা এরই মধ্যে টিকিটের দাম বাড়াচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা যাচাই করছে, যাত্রীরা কতটা বাড়তি ভাড়া মেনে নিতে প্রস্তুত। সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্কট কিরবি বার্তা সংস্থা সিএনবিসিকে জানান, তেলের দাম বাড়ার প্রভাব খুব দ্রুতই বিমানের ভাড়ায় পড়তে পারে এবং এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ব্যবসায়িক কৌশলেও পরিবর্তন আনতে বাধ্য হচ্ছে। সার্বিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমেরিকান এয়ারলাইন্সের সাবেক নির্বাহী রব ব্রিটন বলেন, জ্বালানির দাম বাড়লে সাধারণত বিমান ভাড়াও বাড়ে। তার মতে, জ্বালানির দাম যে হারে বাড়ে, টিকিটের দামও প্রায় একই অনুপাতে বাড়তে পারে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, জ্বালানির দাম বাড়লেই সবসময় বিমান সংস্থাগুলো পুরো বাড়তি খরচ যাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে যারা জুন বা জুলাই মাসে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদের আগে থেকেই টিকিট বুক করে রাখা ভালো।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

বাংলাদেশের মানুষ ততোটা ক্রিয়েটিভ না, তারা হোসেনকে বলে হুশিন্যা, বাদলকে বাদুইল্যা আর ভদ্রভাবে জহিরুলকে বলে জহির, আমিনুলকে আমিন, ব্যাস এইটুকুই। কিন্তু নুরুল ইসলামকে ওদের পরিবারের কেউ কখনো নুরুল বা নুরু ইত্যাদি বলে না। এমন কী ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ ওকে কখনোই নুরুইল্যা বলে ডেকেছে তাও শুনিনি। ওকে সবাই পূর্ণ নামে অর্থাৎ নুরুল ইসলাম বলেই ডাকে এবং ডাকের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রকাশ পায়।

পুরো পরিবারের একটা বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা আছে ওর প্রতি। অন্যদের চেয়ে ওর পোশাক, মাথা আচড়ানো, চলন-বলনও ছিল ভিন্ন। নুরুল ইসলাম সব সময় প্রমিত উচ্চারণে কথা বলারও চেষ্টা করত। সেই বয়সেই ও পারফিউম ব্যবহার করত, মুখে দামী ক্রিম মাখত, নিয়ম করে চুল কাটাত, নখের যত্ন করত। তখনই ওর বড়ো তিন ভাই এবং পরে আরো দুজন, মোট পাঁচ ভাই বিদেশে থাকত বলে ওদের বাড়িতে এইসব প্রসাধন সামগ্রীর অঢেল উপস্থিতি ছিল। এসবের কারণ কী? কারণ হচ্ছে ওদের পরিবারের চোখে নুরুল ছিল সামাজিক মর্যাদার একমাত্র সেতু। সেই সেতু রিক্সার ম্যাকানিক সিদ্দিক মিয়ার পরিবারকে তুলে দেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মর্যাদায়, এটিই ছিল ওদের লক্ষ্য। নুরুলকে দিয়ে ওরা বাজার করাতো না, সংসারের কোনো কাজ করাতো না, সবাই ওকে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের উঁচুতলার ব্যক্তি হিসেবে তখন থেকেই দেখতে শুরু করে এবং সেইভাবে ওকে গড়ে ওঠার জন্য সব ধরণের পরিবেশ তৈরি করে দেয়। আমি হয়ে যাই নুরুল ইসলামের অবৈতনিক শিক্ষক। বয়সে নুরুল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়োই হবে কিন্তু নিচের ক্লাসে পড়ার কারণে তুমি করে বলি, আবার বয়সে বড়ো হবার কারণে ও আমাকে তুমি করে বলে। আমার বন্ধুত্ব অবশ্য নুরুলের সঙ্গে না, নুরুল আমার ছাত্রতুল্য, বন্ধু হচ্ছেন ওর বড়ো ভাই খোকন।

একদিন নুরুলদের বাড়িতে একজন লজিং মাস্টার আসেন। তার নাম মিজান। মিজান উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি চাঁদপুর, ছ-এর উচ্চারণ ঠিক মত করতে পারে না। ভেবেছিলাম মিজানের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হবে কিন্তু দুদিন কথা বলেই মনে হলো মিজানের মানসিক বয়স খুবই কম, এমন অপরিণত একজন মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে না। খোকন মামা জগৎ সংসারের অনেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব সীমিত হওয়ায় কবিতা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে মজা পাই না। আমি যে কবিতাই তাকে পড়ে শোনাই তিনি একটা শূন্য লুক দিয়ে বলেন, সুন্দর। এই সুন্দরে আমার মোটেও পোষাচ্ছে না।

এক পড়ন্ত বিকেলে ঘাসের মাঠে বসে মিজানকে আমার সদ্য লেখা একটি কবিতা শোনাই। মিজান মুগ্ধ হয়ে শোনেন এবং প্রতিটা কবিতা তার মত করে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ব্যাখ্যা স্কুলের ছাত্রদের মত হালকা। এবং সে তার কথাগুলো বলার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করেন। কখনো কখনো কবিতাটি পড়া শেষ না হতেই কবিতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। তা সত্বেও মিজানের এই দিকটা আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে।

একটা মজার গল্প বলি। নুরুলদের একান্নবর্তী পরিবার, কম করে হলেও ১৫/১৬ টা খাওয়ার মুখ। বিদেশ থেকে টাকা এলেও ওদের জীবন-যাত্রার মান খুব বেসিক। যেমন মোটা ইরির চালের ভাত, খেসারির ডাল এইসব হচ্ছে প্রতিদিনের খাবার। মিজান যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দরোজা এবং আমার ঘরের দরোজা মুখোমুখি। একদিন দুপুরে আমরা দুজন একই সময়ে খেতে বসেছি। মিজানের গলা দিয়ে মোটা চালের ভাত নামছে না। খুব কষ্ট করে খাচ্ছে। বিকেলে সাঁতারকুল সড়ক ধরে আমরা যখন হাঁটাহাঁটি করছিলাম, তখন জিজ্ঞেস করি, ভাত খাওয়ার সময় আপনার খুব মেজাজ খারাপ মনে হলো, কারণ কী? তিনি আমাকে উত্তেজিত হয়ে সব গড়গড় করে বলতে থাকেন। ওরা ভাই প্লাস্টিকের চাল খায়, চাবাতে চাবাতে দাঁত ভেঙে যায়। আমাদের দেশে আমরা গরুরে যে ডাইল খাওয়াই সেই খেসারির ডাইল দেয় প্রত্যেক বেলায়।

আম্মা আজ জলপাই দিয়ে মশুরির ডাল রান্না করেছেন এই কথা শুনে ও প্রায় কেঁদে ফেলে। কথাটা আমি বাসায় ফিরেই আম্মাকে বলি। আম্মা বলেন, বাবা ওদের অনেক বড়ো সংসার, হিসাব করে চলতে হয়। পরদিন আম্মা জলপাই দিয়ে মশুরের ডাল রান্না করে আমাকে বলেন, যাও, মিজানকে এক বাটি দিয়ে আসো। এরপর থেকে মিজান আম্মাকে নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করত। আম্মাও প্রায়শই আমাকে দিয়ে ওর জন্য তরকারির বাটি পাঠিয়ে দিতেন।

আমার সহপাঠী তপনের লজিং মাস্টার জাহাঙ্গীর স্যারের বাড়ি নোয়াখালী। তাকে কেন জানি আমার খুব ধূর্ত মানুষ মনে হয়। তিনি বাসদের একজন এক্টিভ কর্মী, সারাদিন আমাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বোঝানোর দক্ষতা ভালো ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝাতে পারতেন না। কার্ল মার্ক্স, লেনিনের জটিল তত্বগুলো তিনি আরো জটিল করে বলতেন, আমরা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। শুধু সমাজতন্ত্র না, তিনি পাটিগণিতের অঙ্কগুলোও খুব জটিল করে বোঝাতেন, আমার প্রায়শই মনে হত তিনি নিজেই সেগুলো ভালো করে বুঝতেন না।

জিন্নাহ মামার কাছ থেকে শেখা "দুনিয়ায় মজদুর এক হও" শ্লোগান আমার কানে সব সময়ই বাজত। জাহাঙ্গীর স্যার কথা বলতে শুরু করলেই আমার চোখের সামনে জিন্নাহ মামার মুখটা ভেসে উঠত।

আমার সহপাঠী বন্ধু মিজানুর রহমান চৌধুরীকে আমার এই রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণের বিষয়টা বলি। মিজান একদিন আমাকে শশ্রুমণ্ডিত এক বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বড়ো ভাইয়ের নাম রহিম। পুরো নাম আজ আর মনে নেই। মিজান পরিচয় করিয়ে দিয়েই বলে, রহিম ভাই খুব জ্ঞানী মানুষ। বিশ্বরোডের কাজ তখন শাহজাদপুর ব্রিজ পর্যন্ত ইট বিছানো হয়েছে, রিক্সা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন চলাচল শুরু হয়নি। রাস্তাটি এলাকাবাসীর বৈকালিক হাঁটার একটি উত্তম জায়গা হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুদিন বিকেলে মিজান, আমি আর রহিম ভাই রামপুরা ব্রিজ থেকে শাহজাদপুর ব্রিজ পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে রহিম ভাইয়ের জ্ঞানের কথা শুনেছি। রহিম ভাই বলতেন, শুধু পড়ালেখা করে ডিগ্রি অর্জন করলেই হবে না, আমাদের সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। মুসলমান হিসেবে নামাজ পড়তে হবে। নামাজ আমাদের নিয়মানুবর্তিতা শেখায়, জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। মিথ্যা বলা পরিহার করতে হবে, অন্যকে সাহায্য করতে হবে। এমন অসংখ্য মানবিক গুণাবলি অর্জনের ওপর বিশেষ তাগিদ দেন। এরপর আমাকে একটি ফর্ম দেন, বলেন, আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে, আত্মসমালোচনাই চরিত্র গঠনের একমাত্র অনুশীলন। রোজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই ফর্ম পুরণের মধ্য দিয়ে আত্মসমালোচনা করবেন। তিনি আমাদের দুজনকেই আপনি করে বলতেন। আমি দেখি সেই ফর্মে লেখা আছে সারাদিনে কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি, কয়টা মিথ্যা কথা বলেছি, কাউকে কি আঘাত দিয়েছি, কারো কোনো উপকার করেছি ইত্যাদি। রোজ ঘুমানোর আগে এই ফর্মটা পুরণ করে ঘুমাতে হবে। আমি তা কয়েকদিন করেছি এবং উপকৃত হয়েছি। জাহাঙ্গীর স্যার বলেন রহিমকে তিনি চেনেন এবং রহিম একজন সৎ, চরিত্রবান যুবক। তবে তার রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন। রহিম ভাই ছিলেন শিবিরের কর্মী। তবে সেই শিবির আজকের জামায়াতে ইসলামীর যে অঙ্গ সংগঠন এই শিবির না। তখন একটা সংগঠন ছিল তারা ছাত্রদের চরিত্র গঠনের কাজ করত ছাত্রশিবিরের ব্যানারে এবং বড়ো হয়ে এরা যোগ দিত যুবশিবিরে। এটি কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, এদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। এইসবই রহিম ভাই বলেছিলেন। এর বেশি এই সংগঠনটি সম্পর্কে জানতে পারিনি। আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে বিষয়টা ভালো করে জানার জন্য গুগলে সার্চ দিয়ে জানার চেষ্টা করেছি কিন্তু তেমন কোনো তথ্য পাইনি।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মাছ শিকারি বাংলাদেশির

(শেষ পাতার পর)

মরদেহ ভেসে ওঠে। জানা যায়, গত ৭ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সাক্রামেন্টো সিটির আলামেডা কাউন্টি এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। ওইদিন দুপুরে নির্ধারিত ফিশিং স্পটে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দুটি মাছ ধরার ছিপ, জুতা ও মাছ রাখার পাত্র পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি ছিপ ও জাল নিখোঁজ ছিল, যা থেকে ধারণা করা হয় বড় মাছ ধরতে গিয়ে তিনি গভীর পানিতে পড়ে যান।

পরিবার ও স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, সবুজ সাঁতার জানতেন না। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও নৌ-বাহিনী কয়েক দফায় তল্লাশি চালালেও তাৎক্ষণিকভাবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে ১৬ মার্চ একই নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি ২০০৮ সালে অভিবাসন ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং আলামিডা কাউন্টিতে পরিবারসহ বসবাস করছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৭ বছর বয়সী এক পুত্র রেখে গেছেন। তার মৃত্যু সংবাদে বগুড়ায় থাকা মা ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ১৮ মার্চ আলামেডা কাউন্টির একটি মুসলিম কবরস্থানে তার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার সবুজের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ফয়সল তুহিন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূকাভিনেতা কাজী মাশহুরুল হুদাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

'আইস'র হাতে আটক ১০ বাংলাদেশি

(শেষ পাতার পর)

ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা, মাদক পাচার, প্রতারণা এবং হামলার মতো নানা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই অভিযানে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত এসব অবৈধ অভিবাসীর তালিকায় কয়েকজন বাংলাদেশিও রয়েছেন বলে জানায় ডিএইচএস । হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'র ডেপুটি সহকারী সচিব লরেন বিস এক বিবৃতিতে বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সাম্প্রতিক অভিযানে কয়েকজন গুরুতর অপরাধে জড়িত অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিশু নির্যাতনকারী, ধর্ষক এবং সহিংস অপরাধীরাও রয়েছে। তিনি বলেন, যারা দুর্বল শিশুদের ওপর হামলা চালায় বা নিরীহ মানুষের ক্ষতি করে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার কোনো সুযোগ থাকা উচিত নয়। এদিকে ডিএইচএস এর ওয়েবসাইটে গুরুতর অপরাধে জড়িত গ্রেপ্তারকৃতদের ছবি ও তথ্য প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশির নাম ও ছবি সহ অপরাধের তথ্য রয়েছে।

ডিএইচএস এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বাংলাদেশি নাগরিক কাজী আবু সাঈদকে কানসাস অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট স্কট এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ককে শোষণ, অবৈধ জুয়া পরিচালনা এবং জুয়া সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। আরেকজন শাহেদ হাসান, যাকে নর্থ ক্যারোলিনার র‍্যালি শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র বহন এবং দোকান থেকে চুরি করার অভিযোগ রয়েছে। অন্য মোহাম্মদ আহমেদকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন এবং যৌন অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এমডি হোসেনকে। তার বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ভার্জিনিয়ার চ্যান্টিলি শহর থেকে মাহতাবউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গাঁজা বিক্রি এবং হ্যালুসিনোজেন জাতীয় মাদক বিতরণের অভিযোগ রয়েছে। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের মার্লিন শহর থেকে নেওয়াজ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক মাদক সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। চুরির অভিযোগে শাহরিয়ার আবিরকে ফ্লোরিডা প্যানস্কলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির অপরাধে আলমগীর চৌধুরীকে মিশিগানের মাউন্ট ক্লেমেন্স থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার মানাসাস শহর থেকে ইশতিয়াক রাফিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সংক্রান্ত অপরাধ এবং সিন্থেটিক মাদক রাখার অভিযোগ রয়েছে। প্রতারণার অভিযোগে অ্যারিজোনার ফিনিক্স শহর থেকে কনক পারভেজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্প্রতি আইস ও ফেডারেল এজেন্টদের অভিযানে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭০-৩৮ ন্যাটকোর্ট এ তৃতীয় তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, ১ ফুল বাথ, লিভিং ও কিচেনসহ ১লা এপ্রিল ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 646-875-9063, 347-634-9278
বি-৪১-৪৩

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: 917-686-2870
বি-৪১-৪৩

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ১৬৯ স্ট্রিট থেকে ২ ব্লক। ট্রেন, বাস, বাংলাদেশি গ্রোসারি, মসজিদ এর কাছে মেফিল্ড রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-৩৬-৩৮

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম লিভিং, কিচেন, ডাইনিং সহ ভাড়া হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন, সুপার মার্কেট, লন্ড্রি, মসজিদ নিকটে। ভাড়া: ২৬০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৩৬-৩৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ ১১৭ স্ট্রিট, রিচমন্ডহিল, 'জে,' 'ই,' ও 'এফ' ট্রেন, কিউ-১০ বাসের কাছে দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, কিচেন বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ২৪৭-২৫৫-৪৮৪৬
বি-৩৬-৩৮

Apartment for Rent

3 bedcMMgy, 2 bathrooms at 173-18 89th Avenue (4th floor) Jamaica, Queens. Cross street of 175th street and Hillside ave. Close to Masjid mission. Available on 1st February 2026. Inquiry with good credit only. 516-637-7247 বি-৩২-৩৫

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকার ৮৭-১৭ ১৬৭ প্লেস এ প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় এক বেডরুম, লিভিং রুম, ইট ইন কিচেন, ফুল বাথ এবং বড় স্টোরেজ স্পেস। জ্যামাইকার আর-রাহমান কমিউনিটি সেন্টার, কারওয়ান বাজার সুপার মার্কেটের কাছে। 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে। যোগাযোগ: ৭১৮-৬১৪-৪৪৯০ বি-৩২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক, মান্নান সুপার মার্কেট ও 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ২ রুম, লিভিং কিচেন বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪ বি-৩২-৩৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৯০০৯ ভেন্ডারভিয়ার স্ট্রিটে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৭৫-৯০৬৩, ৩৪৭-৬৪৩-৯২৭৮
বি-৩২-৩৫

রুম ভাড়া

বেসমেন্টে রুম ভাড়া

জ্যামাইকা, পারসন্স বুলেভার্ড (১৫০-৫৫) ও হুভার অ্যাভিনিউয়ে স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন পুরুষের জন্য সেমি-বেসমেন্টে একটি পরিপাটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। লোকেশন ও সুবিধাসমূহ: মসজিদ- হাঁটা দূরত্ব মাত্র ৫ মিনিট। হালাল গ্রসারি- হাঁটা দূরত্ব ২ মিনিট। Q25 বাস স্টপ- হাঁটা দূরত্ব ২ মিনিট। Q25 বাসে পারসন্স বুলেভার্ড - হিলসাইড যেতে মাত্র ৫ মিনিট। ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন : 929-293-7026 বি-২৭-২৯

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৫ স্ট্রিটে ফার্নিশড বেসমেন্টে একটি রুম একজন কর্মজীবী পুরুষের কাছে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : **347-319-1714, 347-657-3454**।
বি#২৭-২৯

রুমমেট আবশ্যক

সানিসাইডে মসজিদ ও "7" ট্রেনের কাছে প্রাইভেট বাসার দোতলায় একটি রুম দুইজন রুমমেটের কাছে ভাড়া দেয়া হবে এবং অন্য রুমে একজনকে ভাড়া দেয়া হবে। **646-527-0704**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

তৃতীয় তলায় অবস্থিত একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ৪টি বেডরুম ও ২টি বাথরুম রয়েছে। ভাড়া: ৩,৭০০ ডলার (সকল ইউটিলিটি অন্তর্ভুক্ত) পরিষ্কার ও সু-পরিচালিত পরিবেশ। লোকেশন: ১৬৮ স্ট্রিট, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেছনে। যোগাযোগ: +১ (৫৭৩) ২৭৫-৯৬৫৯

পৃথক পৃথক বেডরুম ভাড়া

একটি বাড়িতে একাধিক আলাদা বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। প্রতি বেডরুমের ভাড়া: ৯০০ ডলার (সবকিছু অন্তর্ভুক্ত)। রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। পরিষ্কার ও সুপরিচালিত পরিবেশ। ঠিকানা: ১৯৬ স্ট্রিট, হিলসাইড এভিনিউ থেকে আধা ব্লক দূরে। যোগাযোগ: +১ (৫৭৩) ২৭৫-৯৬৫৯ বি – ২৯-৩১

এস্টোরিয়া কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানো সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যোগাযোগ: ইমাম হাফেজ মুক্তাকী বিল্লাহ। ফোন: **347-536-8545;**
ইমেইল: **muttakibillah2014@gmail.com** বি-১৬-১৮

আবশ্যক

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

অফিস সহকারী আবশ্যক

মহিলা অথবা পুরুষ সেলস এর (With Car) জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ : **718-440-9988, 917-355-3676**

শেফ আবশ্যক

কুইন্সের একটি স্বনামধন্য পার্টি হল ও রেষ্টুরেন্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কাজ জানা একজন শেফ আবশ্যক।
যোগাযোগ (917) 362-1336

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723. বি-৪৭-৪৯

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
    3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
    3 bed 2 bath 2nd flr
    1 bed 1 bath 1st flr
    Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500, 100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
    4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
    3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
38. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
39. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
40. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472

Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

Jashim Chowdhury.com

347-200-0567

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.

All Real Estate Services

Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : 01781095167

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

MINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্র চাই

আমেরিকায় জন্ম এবং বড় হওয়া ফর্সা, সুন্দর মেয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, আইটি প্রফেশনাল পাত্র আবশ্যক। পাত্রী Bachelor in Business Administration in Computer Information এ পড়াশোনা করেছে। যোগাযোগ: 347-523-0027
বি-২৫-২৭

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: 347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : ৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST ■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ 215-791-1291

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ 631-552-9502

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street

(169 Street & Hillside Ave.)

Jamaica, NY-11432

Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**

www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke

Bellerose, NY-11426

Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**

www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13

Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15

Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6

Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28

Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

হাঁটুর ব্যথা কমাতে যেসব বিষয় জানতে হবে

অধ্যাপক সোহেলী রহমান : হাঁটুতে বিভিন্ন কারণে ব্যথা হতে পারে। বাতজ্বর, টিবি রোগ, এমনকি বৃদ্ধ বয়সে অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামক অস্থির প্রদাহে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে। এ ছাড়া আঘাতের কারণে হতে পারে ব্যথা। ব্যথা সহনীয় হলে চুপচাপ বসে না থেকে ধীরে ধীরে হাঁটু নাড়াচাড়া করুন।

তবে আঘাতের কারণে ব্যথা হলে বা জয়েন্ট ফুলে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিশ্রাম নিতে হবে। প্রতিদিন কিছু না কিছু ব্যায়াম করুন। তাই বলে দৌড়ঝাঁপ করতে যাবেন না। শুরুতে হাঁটা দিয়ে শুরু করুন। সাইক্লিং, সাঁতার কাটাও কিন্তু হাঁটুব্যথায় বেশ উপকারী।

হাঁটুব্যথা কমাতে হাঁটুর মাংসপেশি শক্ত করার কাজটি বেশ উপকারী। এটি করা যায় ব্যায়ামের মাধ্যমে। গোড়ালির নিচে দুটি বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করুন। এবার হাঁটু ভাঁজ না করে আস্তে আস্তে গোড়ালি দিয়ে বালিশের ওপর চাপ দিন। এভাবে দিনে তিনবার করতে পারেন ১০ মিনিট করে। দৌড়, লাফ-ঝাঁপ করলে হাঁটুর ব্যথা বাড়বে। তাই এগুলো বাদ দিন।

হাঁটুর আর্থ্রাইটিস সাধারণত একটু বেশি বয়সেই হয়ে থাকে। বয়সের কারণে অনেকেই পড়ে আঘাত পান। পড়ে গেলে হাঁটু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এতে ব্যথা আরও বাড়তে পারে। তাই পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে চলতে হবে সাবধানে। প্রয়োজনে হাঁটাচলার সময় লাঠির সহায়তা নিতে পারেন। অনেকে লাঠি দিয়ে চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তাদের বলছি, লজ্জার চেয়ে সুস্থ থাকাটা বেশি জরুরি। প্রদাহের কারণে হাঁটু ফুলে গেলে এবং ব্যথা বোধ করলে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করুন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগের কী কারণ।

অতিরিক্ত ওজন হাঁটুর ব্যথার জন্য দায়ী। কারণ, অতিরিক্ত ওজন বহনের জন্য হাঁটুর ওপর চাপ পড়ে। এতে হাঁটুর হাড় তরুণাস্থিতে ক্ষয় দেখা দেয়। প্রয়োজনে ডায়েটিশিয়ানের সহায়তা নিন।

জুতার সোল কুশনযুক্ত হলে হাঁটুর ওপর চাপ কম পড়ে। বাজারে মেডিকেটেড সোলের এমন জুতা পাওয়া যায়। হাঁটুতে আঘাত পেলে বরফ-গরম পানির থেরাপি নিতে পারেন। বরফ পলিথিনে বা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে হাঁটুতে দিন। এভাবে ১৫-২০ মিনিট করে দিনে তিন-চারবার। এরপর গরম পানির ভাপ নিন ১৫-২০ মিনিট ধরে দিনে তিন-চারবার। এ সময় ব্যায়াম করবেন না। পারলে পুরোপুরি বিশ্রাম নিন। ব্যান্ডেজ হাঁটুতে পেঁচিয়ে দিন। ঘুমানোর সময় ব্যান্ডেজ খুলে পা একটু উঁচু করে রাখুন।

লেখক : ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

কোমর ব্যথা কি মানসিক রোগ

ডা. মোহাম্মদ আলী : কোমর ব্যথা কি মানসিক রোগ? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া কঠিন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। নদী শুকিয়ে গেলেও যেমন তার পথধারা বা চিহ্ন থেকে যায়, তেমনি সামান্য ডিস্ক প্রলাপস বা অন্য কারণে তীব্র ব্যথা কমে গেলেও মৃদু থেকে মাঝারি ব্যথা দীর্ঘকাল ধরে রয়ে যেতে পারে; ঠিক মরা নদীর মতো।

কারও যদি কোমর ব্যথা সম্পর্কে অতিমাত্রায় নেতিবাচক মনোভাব থাকে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তিটি আর্থসামাজিক বা পারিবারিক কারণে মানসিক চাপে থাকেন, তবে তাঁর মনের ব্যথার সঙ্গে কোমর ব্যথার সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। এতে মনের ভেতর স্থায়ী দাগ তৈরি হতে পারে, যা শরীরকে বছরের পর বছর ব্যথার উপলব্ধি দিতে থাকবে। এ ধরনের কোমর ব্যথা ফাইব্রোমায়েলজিয়া নামক রোগের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিকিৎসা ও করণীয় : মনের ব্যথা যখন শরীরে চলে যায়, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন।

চিকিৎসা পদ্ধতি: রোগীর মূল চ্যালেঞ্জ হলো অবাধ তথ্যপ্রবাহের এই যুগে ইউটিউব বা ফেসবুকে ছড়িয়ে থাকা মনগড়া ও ভুল তথ্য থেকে ভুল শিক্ষা নেওয়া। প্রথমত, এ ধরনের রোগীকে সঠিক বিষয়টি বোঝাতে হবে। দ্বিতীয়ত, টার্গেটেড বা সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা দিতে হবে। সেটি হতে পারে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ, উপদেশ বা অন্য কোনো চিকিৎসা।

রোগীদের সতর্কতা: আজকাল বিজ্ঞাপন ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন পোস্ট বা ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়া যায়। একটি তথ্য বিশ্বাস করার আগে দেখে নিন, কে এই তথ্য দিচ্ছেন এবং তাঁর যোগ্যতা কী। রোগীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হলো, কোমর ব্যথা পিএলআইডির কারণেই বেশি হয়। কিন্তু এ ধারণা অনেকাংশেই মিথ্যা। গবেষণায় হাজার হাজার সুস্থ মানুষের এমআরআই করেও দেখা গেছে, তারা পিএলআইডিতে আক্রান্ত, অথচ তাদের কোমর ব্যথা নেই। সে রকম অনেক কোমর ব্যথার রোগী রয়েছেন, যাদের এমআরআই স্বাভাবিক। তাই সঠিক তথ্য ও চিকিৎসা পেতে রোগীকেই সবার আগে সচেতন হতে হবে।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাব বিভাগ, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

ডায়াবেটিস ও চোখ জটিলতা ও প্রতিরোধ

অধ্যাপক ডা. মো. ফরহাদ হোসেন : ডায়াবেটিস শুধু রক্তে শর্করার রোগ নয়; এটি চোখের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে দৃষ্টিহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা না হয়, তাহলে চোখের রেটিনা (যেখানে দৃষ্টির সংবেদন হয়) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং মাইক্রোঅ্যানিউরিজম, রক্তক্ষরণ, রেটিনা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো গুরুতর অবস্থা তৈরি হতে পারে।

এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী অপ্রতিরোধ্য ডায়াবেটিস রোগীর চোখের ভিট্রিয়াস অংশে রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং ছানি (ক্যাটারাক্ট) দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য সাধারণ রোগ, যেমন ক্যালাজিয়ন, স্টাই বা ব্লেফারাইটিস বারবার হয়ে দৃষ্টির সমস্যা তৈরি করতে পারে।

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য চোখ ভালো রাখার অন্যতম কৌশল হলো শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা। কারণ, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই বেশি কার্যকর। অন্তত বছরে দুই থেকে একবার চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা করা উচিত, যাতে সম্ভাব্য সমস্যা আগেভাগেই ধরা যায় এবং সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা যায়।

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, চক্ষুরোগ বিভাগ; ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহঃ

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি গত মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নারীর অবস্থা *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

নিউইয়র্কে স্কুল জোনে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি ১৫ মাইল

নিউইয়র্ক : শিক্ষার্থী এবং পথচারীদের জীবন রক্ষার্থে নিউইয়র্ক সিটির স্কুলের আশপাশে গাড়ি চালানোর গতি ঘণ্টায় ২০ থেকে কমিয়ে ১৫ মাইল করা হয়েছে। সিটি মেয়র জোহরান মামদানি ১৬ মার্চ এ ঘোষণা দিয়েছেন। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

৬ মাসের জন্য ট্যাক্স লিয়েন বিক্রি স্থগিত নিউইয়র্কে

বাংলাদেশ ডেস্ক : বকেয়া কর আদায়ের বিতর্কিত ট্যাক্স লিয়েন বিক্রি প্রক্রিয়া ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোরান মামদানি। গত ১১ মার্চ সিটি হল জানায়, বর্তমান ব্যবস্থায় শিকারি ঋণ আদায়কারী *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিলে যাত্রীরা বিপাকে

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তাঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রুটে শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এদিকে যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানির দাম আকাশ ছুঁই ছুঁই। অভিযোগ উঠেছে, এই সুযোগে থাই, টার্কিশ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এয়ারওয়েজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

ক্যালিফোর্নিয়ায় মাছ শিকারি বাংলাদেশির লাশ উদ্ধার

বাংলাদেশ ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার সেক্রামেন্টোতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ১০ দিন পর বগুড়ার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার শাহনুর আলম সবুজের (৩৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১৬ মার্চ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার একটি নদী থেকে তার *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

অসহায়দের পাশে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

নিউইয়র্ক : জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিউইয়র্কে বসবাসরত অসচ্ছল মুসলিমদের সহায়তায় মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রবাস জীবনের *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

'ভালো' ঈদ উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলো

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ভালো' ঈদ উপলক্ষে প্রায় হাজার মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে । গত ১৪ মার্চ শনিবার কুইন্সের জ্যামাইকা হিলসাইডে সিটির বিভিন্ন এলাকার নিম্নআয়ের পরিবার ও অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম : (পর্ব-৪) খোকন মামার ছোটো ভাই নুরুল ইসলাম অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। ওদের পরিবারের এক উজ্জ্বল প্রদীপ নুরুল ইসলাম। মানুষের নাম সংক্ষেপ করে ডাকার সংস্কৃতি পৃথিবীর সব দেশেই আছে, যেমন ইংরেজরা উইলিয়ামকে বলে বিল, রিচার্ডকে বলে ডিক, এলিজাবেথকে বলে লিজ। *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক ২৪ এপ্রিল শুক্রবার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের এক সভায় সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন সংগঠনের কর্মকর্তা ও *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিনে বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিনে প্রবাসের আমব্রেলা সংগঠন হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীর ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে গত ১ মার্চ রোববার এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ইফতার মাহফিল

মেডোব্রুক মর্টগেজ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের কুইন্সে মেডোব্রুক মর্টগেজের উদ্যোগে ইফতার ও ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জেবিবিএ

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশি কমিউনিটির বৃহত্তম ব্যবসায়িক সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ)। *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

অলকাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মালিকানাধীন অলকাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ'র বার্ষিক ইন্টারফেইথ ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ মার্চ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জেবিএ'র ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক : জামাইকাবাসীর প্রাণের সংগঠন 'জামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন' (জেবিএ)। গত ২ বছর ধরে সংগঠনটি কমিউনিটির উন্নয়ন ও প্রবাসীদের সহযোগিতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সৌহার্দ্য ও ভাতৃত্বের বন্ধন আরও জোরদার করার লক্ষ্যে গত ১৩ মার্চ শুক্রবার *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

'আইস'র হাতে আটক ১০ বাংলাদেশি

বাংলাদেশ রিপোর্ট: ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এর সাম্প্রতিক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুতর অপরাধে জড়িত একাধিক অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। শিশু নির্যাতন, *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*